সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

গড়বন্দীপুরের কাহিনী

BanglaBook.org

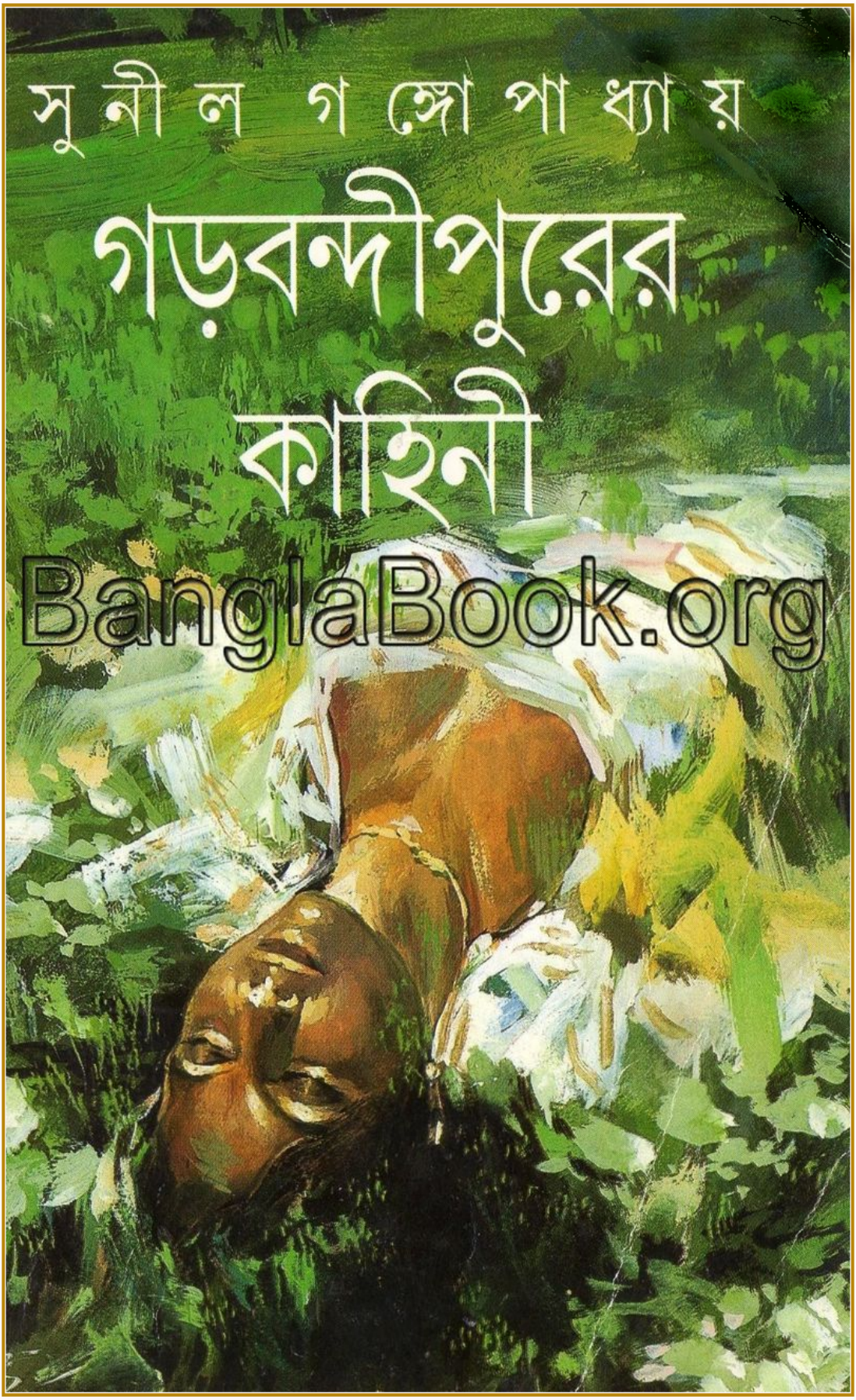

www.BanglaBook.org

গড়বন্দীপুরের কাহিনী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

www.BanglaBook.org

গড়বন্দীপুরে দিনে-রাতে দুটি ট্রেন যায়, তিনটি ট্রেন আসে। শেষ ট্রেনটি আর ফেরে না। স্টেশন ঘরের আলো নিভে যায়, প্ল্যাটফর্ম অন্ধকার হয়, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেনটি। একেবারে নিথর নিস্পন্দ নয় অবশ্য, ইঁদুর-আরশোলার মতন কিছু কিছু মানুষও আনাগোনা করে এই ট্রেনের কয়েকটি কামরায়।

প্রত্যেক রেল-স্টেশনেরই কিছু মানব-পরগাছা থাকে, যাদের জীবিকা, জীবনযাপন, জন্ম-মৃত্যু সবই এক একটা স্টেশন চত্বরে চলতে থাকে। রাতে থেমে থাকা ট্রেনটির ফার্স্ট ক্লাশের কামরায় একটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে মাত্র দিন সাতেক আগে।

এই ট্রেনটি প্রায়ই লেট করে। শেষের দিকে অনেকখানি সিঙ্গল লাইন। গড়বন্দীপুরে পৌঁছবার কথা দশটা চল্লিশে, এক একদিন আসে বারোটা, সাড়ে বারোটায়। প্রত্যেক দিনই সমান ভিড়। এক ধরনের মানুষ ট্রেনে বসার জায়গা জোগাড় করার বিশেষ কৌশল জানে, অনেকে সারা জীবন দাঁড়িয়ে আসাটাই নিয়তি বলে মেনে নিয়েছে। দু' চারজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও ঘুমোয়।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে প্রফুল্ল, বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা, মাঝারি উচ্চতার চেয়ে একটু বেশি, খয়েরি রঙের প্যান্টের ওপর গাঢ় নীল রঙের শার্ট, ওই গাঢ় রঙের জন্যই বোঝা যায় না যে শার্টটি অনেকদিন কাচা হয়নি। তার বয়েস সদ্য চল্লিশ ছুঁয়েছে, মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল, গাঢ় ভুরু দুটি প্রায় জোড়া। থুতনিতে একটা পুরনো কাটা দাগ।

আজ সারা দিন গুমোট, সন্ধের পরও কাটেনি, চলন্ত ট্রেনের দরজার কাছেও তেমন বাতাস নেই। প্রফুল্ল বিড়ি সিগারেট খায় না, তার পাশে দাঁড়িয়ে একজন বেঁটে লোক অনবরত বিড়ি ফুঁকছে। এই লোকটি সারাদিন চিরুনি বিক্রি করে। শেষ ট্রেনেও অনেক হকার-ফিরিওয়ালা থাকে, কিন্তু তাদের বিচিত্র সব গলাবাজি শোনা যায় না। এখন যাত্রীরা সবাই ক্লান্ত, আধা-ঘুমন্ত, কারও কিছু কেনাকাটার অভিপ্রায় থাকে না। হকার-ফেরিওয়ালাও এই সময়টায় ঝিমোয়।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর প্রফুল্ল সেই বেঁটে লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, দাদা আপনি কি গড়বন্দীপুরেই থাকেন ?

লোকটি বলল, হ্যাঁ, মাঝেরপাড়ায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

প্রফুল্ল আবার জিজ্ঞেস করল, আপনার বাড়িতে কে কে আছে ?

লোকটি বলল, সবারই যেমন থাকে। বউ, তিনটে ছেলে মেয়ে, বিধবা মা, আর একটা পিসি এসে জুটেছে।

—আপনি এই যে চিরুনি বিক্রি করেন, অনেকদিন দেখেছি, এক দিন আপনার কাছ থেকে আমিও একটা কিনেছিলাম, এতে আপনার সংসার চলে যায় ?

এবারে সে চোখ ছোট করে প্রফুল্লকে ভাল করে দেখল। তারপর বাঁকা ভাবে জিজ্ঞেস করল, আপনি এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

—এমনিই, কৌতূহল। একটা বেকার ছেলে হন্যে হয়ে ঘুরছে, ভাবছি, তাকে যদি এই রকম কাজে লাগিয়ে দেওয়া যায়।

—সুবিধে হবে না। অন্য লাইন ধরতে বলুন। এ লাইনে আর জায়গা নেই। খুব কঠিন কম্পিটিশান !

—তাই বুঝি। আচ্ছা, এই যে কেউ চিরুনি, কেউ কলম, কেউ চা, কেউ শোনপাপড়ি বিক্রি করেন, আপনারা কি নিজেরা ঠিক করে নেন, কে কোনটা বিক্রি করবে ? ধরুন আর একজনও যদি চিরুনি বিক্রি শুরু করে, তাকে কি আপনারা বাধা দেবেন ?

—সে ল্যাং খাবে !

—আপনারা সবাই সবাইকে চেনেন ?

—না চেনার কী আছে ? রোজ দেখা হয় !

—আপনি তো অনেকদিনই এ লাইনে আছেন, তাই না ? আগে একজন চা বিক্রি করত, তার নাম বিষ্টু, তাকে চিনতেন ?

চিরুনিওয়ালার ভুরু কুঁচকে গেল। পিচ করে থুতু ফেলল বাইরে। তারপর ঘ্যাড়ঘেড়ে গলায় বলল, না চিনি না। কোনওদিন ও নাম শুনিনি।

গলা চড়িয়ে সে একজনকে ডাকল, রতন, এ রতন, ইদিকপানে আয়।

রতনের হাতে নানা ধরনের কলম ভর্তি একটি বাক্স, তার জামাতেও অনেক কলম গোঁজা। অন্য সময় সে একটা টুপি পরে, সেটাতেও গোল করে কলম সাজানো। লোকটি রসিক, কাজের সময় সে কলমের প্রসঙ্গ তোলার আগে নানা ধরনের গল্প বলতে শুরু করে, লোকে শুনতে বাধ্য হয়।

রতন এগিয়ে আসতেই চিরুনিওয়ালা অভিযোগের সুরে বলল, এই ভদ্রলোক কী বলছেন শোন !

রতন বলল, দাদাকে চিনিস না ? বান্ধবসমিতির প্রফুল্লদা। ওই যে রে শিমুলগাছির বান্ধবসমিতি। কী বলছেন দাদা ?

চিরুনিওয়ালাই বলল, উনি আমার কাছে বিষ্টুর খবর জানতে চাইছেন।

রতন ফিসফিস করে বলল, দাদা, কৌতূহল থাকা ভাল, বেশি কৌতূহল কিন্তু ভাল না। তাতে কখন কী ঝঞ্ঝাট হয়ে যায় কে জানে ?

প্রফুল্ল বলল, কোনটা কম কৌতূহল আর কোনটা বেশি কৌতূহল কী করে

www.BanglaBook.org

বুঝব ?

রতন বলল, যাতে আমাদের কোনও লাভ নেই, তাতে খামোখা নাক গলাতে যাব কেন ? মনে করুন, একদিন কোনও পার্টি বন্‌ধ ডাকল, আমাদেরও সেদিন রোজগার বন্ধ, বাড়িতে হাঁড়ি চড়বে কি না সেই চিন্তা, সেদিন জ্যোতি বসুর বাড়িতে কী রান্না হচ্ছে, তা নিয়ে কি আমি মাথা ঘামাব ? কিংবা মমতা ব্যানার্জির বাড়িতে ক'টা লোক পাত পেড়েছে...এসব কথা বললে ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যায় বুঝলেন ?

প্রফুল্ল হেসে বলল, বুঝলুম।

এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে রতন আবার বলল, আমরা বিষ্টুকে চিনি না। কোনও দিন তার নামও শুনিনি। কেষ্ট-বিষ্টুদের খবর আমরা রাখি না।

দু'জন ফেরিওয়ালাই প্রফুল্লর পাশ থেকে সরে গেল।

নিছক কৌতূহল নয়, বিষ্টু নামে লোকটিকে প্রফুল্ল একবার দেখতে চায়। চা বিক্রি করে দু' তিনজন। কেউ কেউ এক স্টেশন থেকে ওঠে, সেই স্টেশনেই নেমে যায়, কেউ বড় কেতলি নিয়ে ঘোরে। চার-পাঁচ বছর আগে কোনজন সেই বিষ্টু ছিল, তা প্রফুল্ল মনে করতে পারে না।

কলমওয়ালা রতনকে তার বেশ পছন্দ হল। চিরুনিওয়ালাটি সাদামাটা, একটু বোকার দিকে, সে তুলনায় রতন বেশ চৌকশ। কিছুটা লেখাপড়াও জানে। অন্য পেশায় না গিয়ে কলম বিক্রি শুরু করল কেন ?

এইসব ফেরিওয়ালা সারা জীবনই এক কাজ চালিয়ে যায়। আস্তে আস্তে বুড়ো হবে, গলার জোর কমে যাবে। শেষ বয়েসের জন্য কি এদের কিছু সঞ্চয় থাকে ? মাত্র দু' একজনই ছিটকে যায় অন্য দিকে। আলামোহন দাস মুড়ি বিক্রি করতে করতে এক সময় কারখানার মালিক হয়েছিলেন। কলমওয়ালা রতনকে কোনও কলেজের প্রফেসর হিসেবে বেশ মানাত। ছাত্র-ছাত্রীরা ওর ক্লাসে অমনোযোগী হতে পারতো না।

ট্রেনের গতি ধীর হয়ে আসছে। গড়বন্দীপুরের আর দেরি নেই। প্রফুল্ল ঘড়িতে দেখল, পৌনে বারোটা। তার সঙ্গে দুটো বেশ ভারী ওষুধের বাক্স আছে। রিক্সা পাওয়া না গেলে মুশকিল হবে।

অন্য সব যাত্রীদের হুড়োহুড়ি শেষ হবার পর প্রফুল্ল পিচবোর্ডের বাক্স দুটো নামাল। হাতে ঝুলিয়ে নেবার জন্য শক্ত বাঁধন দেওয়া আছে। হেঁটে যেতে হলে পাক্কা দু' মাইল।

চার-পাঁচজন ফেরিওয়ালা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নিচু গলায় কী সব আলোচনা করছে আর প্রফুল্লর দিকে তাকাচ্ছে। শুধু বিষ্টুর নামটা উচ্চারণ করতেই এত কাণ্ড ? যে বিষ্টু এককালে ওদেরই মতন একজন ছিল, তার নাম শুনলে ওরা এত ভয় পায় ?

কলমওয়ালা রতন দল থেকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, দাদা, আপনি একলা ফিরবেন ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রফুল্ল বলল, হ্যাঁ। কেন ?

রতন বলল, সাবধানে যাবেন। অনেক রাত হয়ে গেছে তো !

প্রফুল্ল মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, তুমি আমার আত্মীয় হও না, বন্ধু না, তোমার কাছ থেকে আমি একটাও কলম কিনিনি, তবু তুমি আমার জন্য চিন্তা করছ। এই জন্যই তো বেঁচে থাকতে ভাল লাগে। আমি অনেকবার রাত করে ফিরেছি, আমার কোনও অসুবিধা হয় না।

রতন তবু ইতস্তত করতে লাগল। যেন সে আরও কিছু বলতে চায়।

প্রফুল্ল বলল, এগোচ্ছি।

রতন জিজ্ঞেস করল, আপনার এই বাক্সগুলোতে কী আছে ?

প্রফুল্ল বলল, দামি কিছু নেই, ওষুধ।

—দুটো মাল আপনি নিতে পারবেন ? খানিকটা এগিয়ে দেব ?

—না, দরকার হবে না। রিক্সা পেয়ে যাব।

অন্য ফেরিওয়ালাদের মধ্য থেকে একজন ডাকল, এই রতন, বাড়ি যাবি না ? আয়—

রতন তবু বলল, আবার যেদিন বন্ধ কিংবা রেল-রোকো হবে, সেদিন আপনার বান্ধবসমিতিতে একবার যাবার ইচ্ছে আছে।

প্রফুল্ল বলল, হ্যাঁ এসো, নিশ্চয়ই এসো—

পেছন দিকের কামরার যাত্রীরা এখনও অনেকে আসছে। তাদের মধ্যে একজন থমকে দাঁড়িয়ে সোল্লাসে বলল, প্রফুল্লদা ! তুমি কোনটাতে ছিলে ? ইস, জানলে একসঙ্গে আসতাম।

প্রফুল্লর চেয়ে বয়েসে কিছুটা ছোট, পাতলা ফিনফিনে চেহারা, মাথা ভর্তি অনেক চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, এর নাম সাধন হালদার, কিন্তু বাপ-মায়ের দেওয়া ডাক নাম পাগলা। সবাই ওই নামেই ডাকে। তাতে ওর নিজেরও আপত্তি নেই, নতুন লোকজনের কাছে পরিচয় দিতে গিয়ে বলে, আমার নাম পাগলা।

প্রফুল্লর হাত থেকে একটা বাক্স প্রায় কেড়ে নিল পাগলা। রতন ও অন্যান্য ফেরিওয়ালারা এর মধ্যে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

হাঁটতে শুরু করে প্রফুল্ল জিজ্ঞেস করল, তুই কলকাতায় কেন গিয়েছিলি ?

পাগলা বলল, এমনিই। মাঝে মাঝে শহরে না গেলে কেমন যেন বুনো বুনো লাগে। কলকাতায় গিয়ে একটু পেট্রোল-ডিজেলের ধোঁয়া খেয়ে আসি।

—ট্রেন ভাড়া কে দিল ?

—ডব্লু টি, ডব্লু টি ! আমায় কে ধরবে ?

—একদিন ঠিক ধরা পড়বি।

—ধরা পড়লে কী হবে, জেলে দেবে তো ? ফার্স্ট ক্লাস, ক'দিন হাওয়া বদলে আসব ! আজ কী মজা হল শোনো না। এক পয়সা নিয়ে যাইনি, উল্টে কিছু রোজগার হয়ে গেল !

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—সর্বনাশ, পকেট মারা শুরু করেছিস নাকি ?

—তা এক হিসেবে বলতে পার, পকেটমারই। অধিকাংশ রোজগারই পকেটমারি, একজনের পকেট থেকে আর একজনের পকেটে যায়! ঘুরতে ঘুরতে বিশ্বদার অফিসে গিয়েছিলাম। বিশ্বদা সাতটা-সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অফিসে থাকে, অফিস ফাঁকা, মাত্র তিনজন খুব কাজ করে যাচ্ছে। ওইসব অফিসে কি বেশি কাজ করলে বেশি মাইনে পায় ?

—না।

—বিশ্বদার অফিসের নীচেই যে দোকানটা, সেখানকার কবিরাজি কাটলেট ওয়ার্ল্ড ফেমাস। প্রত্যেকবার গেলেই খাওয়ায়। আমায় দেখামাত্র বেয়ারাকে ডেকে অর্ডার দিয়ে দিল, তারপর বলল, খুব ব্যস্ত আছি রে পাগলা। কথা বলতে পারব না! চুপচাপ খেয়ে নিয়ে চলে যা—। তা আমি তো খেতেই গেছি, পাশের মনমোহনবাবুর ফাঁকা টেবিলে বসে খাচ্ছি, কিন্তু বিশ্বদা কি কথা না বলে পারে ? একবার জিজ্ঞেস করল, কলকাতায় কোনও কাজে এসেছিস ? প্রফুল্ল পাঠিয়েছে ? আমি বললাম, না গো, এমনি এমনি বেড়াবার শখ হল, তোমরা যেমন গ্রামে যাও, সেইরকম আমি শহরে আসি। তখন বিশ্বদা ঠিক তোমারই মতন জিজ্ঞেস করল, ভাড়া কে দিল ? আমি কক্ষনও সত্যি কথা ছাড়া মিথ্যে বলি না। বললাম, কে আর দেবে, ডব্লু টি! প্রথমে বুঝতে পারে না। বড় ঘরের ছেলে তো, এসব শোনেনি কখনও। দুবার জিজ্ঞেস করল, কী ? কী ? তারপর বলল, উঃ, তোকে নিয়ে আর পারা যায় না! পকেট থেকে দুখানা...

—তুই বিশ্বর কাছ থেকে টাকা আদায় করলি জোর করে ?

—জোর করে মানে ? আমি চেয়েছি ? ওসব পাবে না। আই অ্যাম নট এ বেগার! বেকার হতে পারি, বেগার নই! কেউ যদি ভালবেসে দেয়...

—কত টাকা দিল ?

—পঞ্চাশ।

—তবে যে বললি দুখানা নোট ? কোন দুটো নোটে পঞ্চাশ টাকা হয় রে ?

—প্রফুল্লদা, তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছ ? প্রথমে দুটো নোট বার করেছিল, টুয়েন্টি আর টেন, তারপর কী ভেবে, সে দুটো ঢুকিয়ে রেখে পঞ্চাশ টাকার নোটখানা দিল।

—ভাড়া তো মোটে চোদ্দো টাকা!

—ওইখানেই তো তোমার আমার সঙ্গে বিশ্বদার তফাত। যারা বনেদি বড়লোক, তারা কখনও হিসেব করে দেয় না, দেওয়ার সময় হাত খুলে দেয়।

—টাকা পেয়েও তুই টিকিট কাটিসনি ?

—লালবাহাদুর শাস্ত্রী যখন রেলমন্ত্রী ছিলেন, তখন নাকি তিনি একবার বলেছিলেন, ইন্ডিয়ার সব ট্রেন প্যাসেঞ্জার যদি টিকিট কাটে, তা হলে তিনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সোনার রেললাইন বানিয়ে দিতে পারেন। আমাদের সোনার রেললাইন দরকার নেই, লাইনগুলোই চুরি হয়ে যাবে, তাই সব প্যাসেঞ্জারদের টিকিট কাটারও দরকার নেই। পঞ্চাশ টাকায় অনেক ভাল ভাল কাজ হল।

—যেমন ?

—ফুটপাথে জামা-প্যান্টের সেল হচ্ছিল। দারুণ শস্তা। পঁচিশ টাকায় ফুল প্যান্ট, বারো টাকায় শার্ট। আমাদের এখানে অত শস্তায় পাওয়া যায় না। কিনে ফেললাম দুখানা।

—বারো টাকায় শার্ট ? আমার জন্য একটা কিনলি না কেন ?

—তুমি আমারটা নেবে ? নাও, এক্ষুনি দিচ্ছি !

—থাক। তোর তো ছত্রিশ সাইজ। আমার গায়ে হবে না।

—তা হলেই ভেবে দ্যাখো। পাজামা পাঞ্জাবি পরে চালাচ্ছি, পাজামাটা খুব খারাপ জায়গায় ছেঁড়া, একটাও শার্ট নেই। ওই টাকায় প্যান্ট-শার্ট কেনা উচিত, না যে-ট্রেনে কোনওদিন চেকার ওঠে না, তার টিকিট কাটা উচিত !

—যার জামাকাপড় কেনার পয়সা নেই, তার ট্রেনে চেপে শুধু শুধু কলকাতায় যাওয়া উচিত নয় !

—শুধু শুধু মানে ? এই গড়বন্দীপুরের কাদা প্যাচপেচে রাস্তা, ম্যাড়মেড়ে বাড়িঘর, আশশ্যাওড়ার ঝোপ, এঁদো পচা পুকুর, রোজ এই সব দেখতে দেখতে চোখ পচে যায়। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সন্ধের পর কী সুন্দর আলো জ্বলে জানো ? তা কি শুধু কলকাতার লোক দেখবে ? আমার কী ইচ্ছে করে জানো দাদা ? একদিন বিনা টিকিটে ট্রেনে চেপে দার্জিলিং চলে যাব। ধরা পড়লে জেল হবে, দার্জিলিং-এর জেলেই তো থাকতে দেবে ? এমনিতে তো কোনওদিন দার্জিলিং বেড়াতে যাওয়ার পয়সা জুটবে না। তবু জেল থেকেই যতটুকু দেখা যায়। জেলের মাঠ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাবে না ?

—এরকম করে আর কতদিন চালাবি পাগলা ? চাকরি বাকরির তো আশা শেষ ! তুই আমার সঙ্গেও কাজ করতে চাস না। একটা কিছু ব্যবসা শুরু কর।

—কে ক্যাপিটাল দেবে ?

—ট্রেনে ট্রেনে হকারের কাজ করতে পারিস। ওতে বেশি ক্যাপিটাল লাগে না।

—দূর দূর, ওসব আমার দ্বারা পোষাবে না ! আশ্চর্য মলম, আশ্চর্য মলম ! মাথার ব্যথা, চোখের ব্যথা, কানের ব্যথা, বুকের ব্যথা, কুঁচকির ব্যথা, সব কিছুতে আশ্চর্য ফল পাবেন ! একবার লাগালেই ম্যাজিক। পাঁচ টাকায় দুটো, দশ টাকায় এক ডজন ! যত সব জোচ্চোর !

—যাঃ, ওইরকমভাবে বলছিস কেন ? আজ দু-একজন হকারের সঙ্গে কথা বললাম। খেটেখুটে সংসার চালায়। দ্যাখ, আমাদের এদিকটায় স্মাগলারদের রাজত্ব। কলেজের ছেলেরাও স্মাগলিং-এর দিকে ঝুঁকে পড়ছে। আর এই

www.BanglaBook.org

হকাররা সৎভাবে বাঁচার জন্য মুখের রক্ত তুলে খাটছে। কোনওরকমে চার-পাঁচজনের সংসার টিকিয়ে রাখছে তো !

—ওদের মধ্যেও স্মাগলার আছে।

—ধ্যাত, কী বলছিস তুই ?

—সবাই না হোক, ওদের মধ্যে দু-চারজন চোরাই মাল পাচার করে না ? তুমি দাদা বড্ড সরল মানুষ, কিছুই জান না। এখান থেকে কিছু কিছু ভ্যালুয়েবল মাল ওই ফিরিওয়ালাদের মারফত কলকাতায় যায়। ওই বাদাম বিক্রি, মলম বিক্রি, এসব লোকদেখানো, যাতে সন্দেহ না হয়। আমি খুব ভালই জানি। কেন, ওই বিষ্টু একসময় ট্রেনের চা-ওয়ালা ছিল না ?

—দু-একজন এরকম হতে পারে।

—শোনো, যারা ভিতু, পেট রোগা, মেরুদণ্ড নড়বড়ে, তারাই সৎ হয়, তারা স্মাগলিং-এর কথা শুনলেই কাঁপে। যাদের বুকের পাটা আছে, তারা কম পরিশ্রমে বেশি টাকা রোজগারের এই পথ ছাড়বে কেন ?

—তুই ওই রাস্তায় গেলি না কেন ?

—আমি তো পাগলা ! আমার কাছে মাটি টাকা, টাকা মাটি !

কথা বলতে বলতে ওরা গেট পেরিয়ে বাইরে চলে এল। গেটে এই সময় কোনওদিনই টিকিট দেখার জন্য কেউ থাকে না। প্ল্যাটফর্মের এক কোণে রেলিং ভাঙা, সেখান দিয়েও বহু যাত্রী বেরিয়ে যায়, রাস্তা সংক্ষেপ করার জন্য। গেট থেকে খানিকটা দূরে একটা বেঞ্চে বসে আছে দুজন রেল পুলিশ, চাপড়ে চাপড়ে মশা মারছে। ওদের রাইফেলদুটোতে নিশ্চয়ই জং ধরে গেছে, বছরের পর বছর ব্যবহার হয় না। প্ল্যাটফর্মের একটা পাখাও অবশিষ্ট নেই।

সিঁড়ি দিয়ে ওরা নেমে এল বাইরের চত্বরে। ছোটাছুটি করছে কয়েকটা কুকুর-কুক্কুরী, এই ভাদ্র মাসে ওরা উত্তপ্ত হয়। উড়ছে কয়েকটা এঁটো শালপাতা, দাঁড়িয়ে আছে একটি মাত্র সাইকেল রিক্সা।

সেটার কাছে গিয়ে প্রফুল্ল বলল, আপনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন ? খুব উপকার হল।

ওদের দিকে না তাকিয়েই রিক্সা চালকটি বলল, পঞ্চাশ টাকা লাগবে।

প্রফুল্ল অবাক হয়ে পাগলার মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, আমরা কোথায় যাব জিজ্ঞেস করলেন না, আগেই বলে দিলেন পঞ্চাশ টাকা ? আমরা যাব শিমুলগাছি, বেশি দুর না।

রিক্সাচালক গম্ভীর আদেশের সুরে বলল, ওই একই লাগবে !

প্রফুল্ল রাগল না। বন্ধুর মতন গলায় বলল, এমনিতে পাঁচ টাকা ভাড়া, অনেক রাত হয়ে গেছে। দশ টাকা নিন, কিংবা বারো টাকা। পঞ্চাশ টাকা বলছেন কেন ?

রিক্সাচালক প্রফুল্লর বন্ধু-বন্ধু ভাব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলল, আমি যাব না। আমার অন্য সওয়ারি আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রফুল্ল চারদিকে তাকাল। আর একটিও যাত্রী অবশিষ্ট নেই। দোকানপাট বন্ধ, আর কারওকেই দেখা যাচ্ছে না।

পাগলা বলল, স্মাগলাররা রেট বাড়িয়ে দিয়েছে। রাত্তিরের দিকে রিক্সাগুলো ওই কাজই করে।

প্রফুল্ল বলল, কিন্তু স্টেশনের বাইরে রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে, যাত্রীরা যেতে চাইলে নেবে না ?

রিক্সাচালক বলল, আপনারা অন্য রিক্সা দেখুন, বললাম তো আমার ভাড়া আছে।

প্রফুল্ল বলল, আগে সে কথা বলেননি। তা ছাড়া আর তো কোনও রিক্সা নেই।

ভাঙা ভাঙা গান গাইতে গাইতে এগিয়ে এল একজন যুবক। কালো প্যান্ট ও কালো হাফ শার্ট পরা। ডান হাতে চকচক করছে ইস্পাতের বালা। সিগারেট টানতে টানতে দু'বার থুতু ফেলল।

এই-ই তা হলে রিক্সার পূর্ব নির্দিষ্ট সওয়ারি।

সে কিন্তু রিক্সায় না উঠে এদের দু'জনের সামনে এসে দাঁড়াল। ভুরু কোঁচকানো, নাকটা সেঁটকানো। চোখ প্রফুল্লর দিকে। আস্তে জিজ্ঞেস করল, কোন শালা বিষ্টুর খোঁজ করছিল ? তুই ? কেন, বিষ্টুর সঙ্গে তোর বোনের বিয়ে দিবি ?

পাগলা ফিক করে হেসে বলল, প্রফুল্লদার একটাও বোন নেই।

এবারে সে পাগলার মুখের ওপর বাঁ হাতের থাবা বসিয়ে চিৎকার করে বলল, তুই চুপ কর শালা... (অশ্লীল)

প্রফুল্ল বিচলিত হল না। নিষ্পলকভাবে তাকিয়ে বলল, আপনিই বিষ্ণুবাবু নাকি ? নমস্কার...

যুবকটি নিশ্চিত খুব হিন্দি সিনেমা দেখে ও নায়ক-ভিলেনের মধ্যে কোনও একজনকে বেছে নিয়ে তার নকল করে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে একটা হিংস্র ভঙ্গি করল। তারপর বলল, বিষ্টু তোর বাপ শালা, বিষ্টু সামনে এলে তুই...

এ দৃশ্যটি বেশি দূর এগোল না।

অদূরে বটতলার মোড়ে দড়াম করে একটা বোমা ফাটল। ডাকাত পড়ার মতন রে-রে শব্দ করে উঠল কয়েকজন।

এই যুবকটি ঘুরে তাকিয়ে দ্বিধা করল কয়েক মুহূর্ত। তারপর পকেট থেকে বার করল একটা ছুরি, স্প্রিং টিপলে তার ফলা খুলে যায়। সেই ছুরিটা বাগিয়ে সে ছুটে গেল গোলমালের দিকে।

রিক্সাটি এর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

প্রফুল্ল আর পাগলা খানিকটা পিছিয়ে এসে উঠে দাঁড়াল স্টেশনের সিঁড়িতে। একটু আগেকার নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে যাচ্ছে অনেকের চিৎকারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রফুল্ল জিজ্ঞেস করল, ওই ছেলেটা কে রে ?

পাগলা বলল, তুমি ওকে বিষ্টু ভাবলে ? ও একটা উঠতি মাস্তান। বিষ্টু একলা থাকে না, সে সব সময় দলবল নিয়ে ঘোরে।

প্রফুল্ল বলল, ওই ছেলেটার কাছে একটা ছুরি ছিল।

পাগলা অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, ছুরি কেন, ওদের কাছে রিভলভারও থাকে। শস্তায় পাওয়া যাচ্ছে এখন।

বটতলায় দুমদাম বোমাবর্ষণ ও রণহুঙ্কার বেড়েই চলেছে। প্ল্যাটফর্মটা একেবারে জনশূন্য মনে হয়েছিল, তবু সেখান থেকে দশ-বারোজন লোক যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে কৌতূহলী হয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

রেল-পুলিশ দু'জনও উঠে এসে দাঁড়িয়েছে রেলিংয়ের কাছে। বোমাবাজি হচ্ছে স্টেশন এলাকার বাইরে, সুতরাং তাদের কোনও দায়িত্ব নেই। সামান্য উত্তেজনারও ছাপ নেই তাদের মুখে চোখে।

থানা এখান থেকে মাত্র পৌনে এক মাইল দূরে। সেখানকার পুলিশরা বোমার শব্দ শুনছে না ? গোলমাল একেবারে থেমে না গেলে কোথাও পুলিশ আসবার নিয়ম নেই।

গড়বন্দীপুরে শেষ ট্রেনের যাত্রীরা প্রায়ই এরকম বোমাবাজির মুখে পড়ে। তাদের অনেকটা গা-সহা হয়ে গেছে। এই জন্যই শেষ ট্রেনে একজনও মহিলা যাত্রী থাকে না। স্মাগলারদের মধ্যে এখন দু'-তিনটে দল হয়ে গেছে বলে শোনা যায়, তারা মাঝে মাঝে শক্তি পরীক্ষায় মেতে ওঠে। যেন এটা মধ্য রাত্রির একটা খেলা। এই খেলায় অবশ্য প্রায়ই দু' একটি লাশ পড়ে।

দশ-বারো মিনিট পরেই বোমার শব্দ ও চিৎকার থেমে গেল। এত আওয়াজের পর এবারের নিস্তব্ধতা আরও গাঢ় মনে হয়। কুকুরগুলোও মুখ খুলছে না।

আরও একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পর প্রফুল্ল বলল, চল। হেঁটেই তো যেতে হবে।

পাগলা বলল, তোমার সাইকেলটা স্টেশনে রেখে দাওনি কেন ?

প্রফুল্ল বলল, সারাদিন সাইকেলটা আটকে থাকবে ? চানু ওটা ব্যবহার করে।

বেশি দূর ওরা এগোতে পারল না, আবার খুব কাছেই বিকট শব্দে একটা বোমা ফাটল। অন্যদিকে আর একটা। অন্ধকারে ছোটাছুটি শুরু করল দশ বারোজন, মুখে অকথ্য গালাগাল।

প্রফুল্ল আর পাগলাকে ফের পিছিয়ে আসতে হল স্টেশনের সিঁড়িতে। পাগলা অসীম বিরক্তির সঙ্গে বলল, এই শালারা কি সারারাত চালাবে নাকি ? এই যাঃ, তোমার সামনে শালা বলে ফেললাম। মাপ করে দাও। দাদা, তোমার সামনে একটা সিগ্রেট খাব ? আর পারছি না।

প্রফুল্ল বলল, তোর খিদে পায়নি ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাগলা বলল, পায়নি মানে ? পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে !

প্রফুল্ল বলল, তবু তো তুই বিশ্বর অফিসে কবিরাজি কাটলেট খেয়েছিস !

পাগলা বলল, পয়সা বেঁচেছিল, একটা আইসক্রিমও খেয়েছি। তাতে কি ভাতের খিদে মেটে ? রাত্তিরে ভাত না খেলে ঘুম হয় না।

—এক পয়সা রোজগার করিস না, বাড়িতে কিছু দিস না। তবু এত রাত্তিরে তোর জন্য কে ভাত রেঁধে রাখে ?

—মাদার ! ছোট ছেলের ওপর টান যাবে কোথায় ? বড়দা আমার নামে কিছু বললে মা কেঁদে ভাসায়। যতদিন মা বেঁচে আছে, ততদিন আমার কোনও চিন্তা নেই। দ্যাখো দাদা, আমি একটা গুড ফর নাথিং। হাজার চেষ্টা করেও চাকরি পাইনি, সংসারের কোনও কাজেও লাগি না, কেউ আমাকে পাত্তাই দেয় না। শুধু ওনলি ওয়ান পার্সন, আমার গর্ভধারিণী জননী আমাকে একদিন না দেখলেই ছটফট করে। পৃথিবীতে অন্তত একজনের কাছে আমার মূল্য আছে। তার মানে পৃথিবীতে কেউই ফ্যালনা নয়।

—তোকে কতবার বলেছি, তুই আমাদের সঙ্গে কাজ করতে আয়।

—ওসব দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। কী করব বল, ভগবান আমাকে যে ধাতুতে গড়েছেন। আমি খাই দাই আর বগল বাজাই, এই ভাবেই কেটে যাবে জীবনটা।

—আমার বড্ড খিদে পেয়ে গেছে রে পাগলা।

এরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে যাচ্ছে, ওদিকের হিংস্রতার দিকে কোনও মনোযোগই নেই। রাস্তায় দুটো পাগলা ষাঁড়ের লড়াই হলে পথচারীরা যেমন কিছুক্ষণ দূরে সরে থাকে।

বোমাবাজি মাঝে মাঝে দু' চার মিনিটের জন্য থামছে। আবার নতুন ভাবে শুরু হচ্ছে। নতুন নতুন যুযুধানরা এসে যোগ দিচ্ছে, থামবার কোনও লক্ষণ নেই।

এক সময় চোয়াল শক্ত করে প্রফুল্ল বলল, নাঃ আর দেরি করা যায় না। যাবি যাবি ?

পাগলা বলল, যদি গায়ের ওপর একখানা মেরে দেয় ?

প্রফুল্ল সিঁড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, আমাদের মারতে যাবে কেন ?

বটতলার মোড় থেকে দুটো রাস্তা চলে গেছে দু' দিকে। বাঁ দিকের রাস্তাটা শিমুলগাছির দিকে। মারামারিটা চলছে ডান দিকেই বেশি। কোনওরকমে মোড়টা পেরুতে পারলেই হয়।

ওদের আসতে দেখে কেউ যদি বিপক্ষের লোক মনে করে, তাতেই বিপদ। দু' দলের মারামারির সময় দু'একজন নিরীহ পথচারীর আহত বা নিহত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

প্রফুল্ল বলল, আস্তে আস্তে হাঁটবি। কথা বল আমার সঙ্গে।

www.BanglaBook.org

পাগলা বলল, আমাদের কাছে যে দুটো পেটি রয়েছে। ওরা যদি ভাবে...

প্রফুল্ল বলল, তা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে এলে তুই কিছু বলবি না, আমি বলব।

বড়তলার মোড়টায় আপাতত কেউ নেই। ডানদিকে খানিক দূরে এখন যুদ্ধক্ষেত্র। ওরা বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরে নিল।

প্রথম দিকে রাস্তাটা কিছুটা চওড়া থেকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। দু' পাশে বড় বড় গাছ। দিনের বেলা এখানে দোকানপাট জমজমাট, এখন সম্পূর্ণ নির্জন। একটা কুকুর খানিকটা দূর ওদের পেছন পেছন ছুটে এসেও এক জায়গায় থমকে গেল।

হঠাৎ কোনও সরু গলি দিয়ে এই রাস্তায় উঠে এল আট-দশজন ছেলে। হাতে লাঠি, লোহার রড, আরও যেন কী সব। ছুটতে ছুটতে তারা এই দিকেই আসছে।

পাগলা বলল, সর্বনাশ!

প্রফুল্ল তার হাত চেপে ধরে বলল, পালাবার চেষ্টা করিস না। কোনও লাভ হবে না। শান্তভাবে এগিয়ে চল। ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে।

পাগলা বলল, ভয় করছে। যদি আগেই পেটো চালিয়ে দেয়।

—ভয় পেলে বিপদ কাটে না। এক একটা বোমার দাম কত পড়ে রে?

—ঠিক জানি না। ধরে নাও একশো টাকা।

—কতগুলো বোমা ফাটল, শুধু শুধু কত টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে।

—প্রফুল্লদা ওরা কাছে এসে পড়ল যে। নর্দমায় গিয়ে লুকোলে হয় না?

—মরতে হলে নর্দমার মধ্যে মরবি কেন? বরং একটা গান ধর। ওরা ভাববে আমরা সাধারণ লোক।

—এখন গান?

—শিগগির শুরু কর।

পাগলা কাঁপা কাঁপা গলায় গাইতে চেষ্টা করল :

আমি কে, আমায় কেবা চিনেছে
আমি এ খেদে যে কেঁদে মরি আমায় সবাই ভুলেছে!
আকাশ পাতাল সমুদয়, কোথাও আমি ছাড়া নয়
আমি ছাড়া হলে অমনি জগৎ পেত লয়...

দুই

সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেছে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। দু' দিন ধরে বনমালীর জ্বর, সেই জ্বর গায়েও কাল সে কাজে গিয়েছিল, আজ আর সম্ভব নয়। মুখটা তেতো হয়ে গেছে, খাওয়ায় রুচি নেই।

জ্বর হলে পুরুষ মানুষ কী করে? শুয়ে থেকে বউকে এটা সেটা হুকুম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করবে, ছেলে-মেয়েদের মাঝে মাঝে মুখঝামটা দেবে, তা না হলে কি মেজাজ ঠিক থাকে ? স্বামী বিছানায় পড়ে থাকলে কি তার সেবা করা স্ত্রীর কর্তব্য নয় ?

ঝিকড়দায় এক দিদিমণি নতুন ইস্কুল খুলেছে, ছেলেমেয়ে তিনটে সেখানে যাবে। তা যাক। ওই আপদরা যতক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকে ততক্ষণই শান্তি। তা বলে বউও সেজেগুজে চললেন শিমুলগাছিতে, এটা সহ্য করে যায় ? রাগ হবে না ?

মাটির ঘর, খাপরার চালা, এক কোণ দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ে। এ বছর বর্ষা প্রায় কেটেও গেল, সামনের বছর সারাতে হবে। ঘরের সামনে এক চিলতে উঠোন, সেখানে বেগুনের চারা লাগানো হয়েছিল, কেমন যেন মরা মরা ভাব, পোকা লেগে গেছে। একটা ছাগল বাঁধা আছে বেড়ার সঙ্গে। বাড়িশুদ্ধ সবাই চলে গেলে ছাগলটাকে ঘাস খাওয়াবে কে ?

বাইরে যাবার মতন একখানাই আস্ত শাড়ি আছে সুশীলার, সেখানাই সে পরে নিয়েছে, এই তার সাজগোজ। হ্যাঁ, চুলও আঁচড়িয়েছে বটে, পাঁচটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে হবে, চুলটাও আঁচড়াবে না ! একমাস আগেও সে চুল আঁচড়াত না, সব সময় চুল উরিখুরি হয়ে থাকত, এখন তাকে একটু অন্যরকম দেখায় বটে। মুখের মেছেতার দাগ অবশ্য কিছুতেই মেলায় না।

সকাল এখন নটা, কিংবা দশটাও হতে পারে। এরই মধ্যে ভাত রাঁধা হয়ে গেছে, কচু সেদ্ধ মেখেছে আর ঝিঙের ঝোল। ছেলে-মেয়েরা ভাত খেয়ে ইস্কুলে যায়, সুশীলারও ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে, সেও দুটি খেয়ে নেবে। বনমালী দুপুরের আগে খায় না, তার জন্য ঢাকা থাকবে সব কিছু।

উঠোনের এক পাশে খাটিয়া পেতে বসে আছে বনমালী, খালি গা, পাকা তালের মতন গায়ের রং, চেক লুঙ্গিটা ভাঁজ করে পরা, জ্বরের জন্য চোখদুটো লালচে। একটা টিনের কৌটো খুলে বিড়িগুলো গুনে দেখল, আর মোটে পাঁচটা বিড়ি আছে। এক পশলা বৃষ্টির মতন ঝগড়া আপাতত থেমেছে, সে কুটিল দৃষ্টিতে দেখছে সুশীলার ঘোরা-ফেরা। এমনই তার ব্যস্ত ভাব, যেন পরপুরুষের কাছে যাবার জন্য ছটফট করছে একেবারে।

বড় মেয়েটার বয়েস তেরো বছর, তার নাম হেনা। তারপর বীণা, সে দশে পড়ল। ছেলেটি একেবারে গুড়গুড়ি, সাত বছর হলেও বয়েসের তুলনায় ছোট দেখায়। তিনজনের হাতে তিনটি বস্তার টুকরো। ইস্কুল মানে গাছতলার ইস্কুল, বৃষ্টিতে মাটি ভিজে থাকলে ওই বস্তা পেতে বসতে হয়। কাল শেষ রাতে বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে।

ছেলে-মেয়েদের ইস্কুলে পাঠিয়ে তারপর সুশীলা বেরুবে।

বনমালী একটা মূল্যবান বিড়ি শেষ করে বলল, আজ তুই যাবি না, যাবি না, যাবি না। এই আমার শেষ কথা !

সুশীলা কোনও গুরুত্ব না দিয়ে বলল, কেন যাব না কেন ? এই টেরেনিং-এর আর মাত্তর বারো দিন বাকি আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাড় ডিগডিগে চেহারা হলেও বনমালীর গলার জোর আছে। সে বলল, তোর ওই টেরেনিং-এর আমি গুষ্ঠির নিকুচি করি ! আমার জ্বর বাড়লে যদি মুখ ভেটকে পড়ে থাকি, কে দেখবে ?

এঁটো বাসনগুলো মাজতে বসে গিয়ে সুশীলা বলল, অমন জ্বর সকলেরই হয়। আমি প্রফুল্লদার কাছ থেকে ওষুধ চেয়ে আনব অখন।

বনমালী বলল, হ্যাঁ, ওই সব বিনি পয়সার ওষুধ গিলে আমি মরি আর কি ! আমি মরলেই তোদের হাড় জুড়োয় !

—সকালবেলাতেই ওরকম অলক্ষুণে কথা বলবে না। টেরেনিং-এ গিয়ে আমি কটা টাকা রোজগার করব, তা তোমার সহ্য হচ্ছে না ?

—তোর ওই পয়সায় আমি...

—তা তো বলবেই। এদিকে বড় মেয়েটার একখানা শাড়ি নেই।

—ধানকাটা শুরু হোক, আমি শাড়ি কিনে দেব। আমার মেয়েকে আমি যা পারি দেব। তোর ওই বান্ধব সমিতির ভিক্ষের জামা পরতে হবে না।

—কত মুরোদ তা জানা আছে। পয়সা হাতে এলেই চুল্লুতে সব যাবে ! শোনো, ভাত-তরকারি সব চাপা দেওয়া রইল, যখন খিদে পাবে, খেয়ে নেবে।

—লাথি মেরে সব ফেলে দেব। তুই যদি আজ যাস, তোকে আর ফিরতে হবে না। যেখানে যাবি, সেখানেই থাক গিয়ে। এ বাড়িতে তোকে আর ঢুকতে দেব না।

—ই-ই-স, ঢুকতে দেবে না ! তোমার একার বাড়ি নাকি ? সংসারের জন্য সারা জীবনটা খেটে খেটে মরলাম।

—এখন পাখা গজিয়েছে ! আমার এত জ্বর, বাড়িতে এক গেলাস জল গড়িয়ে দেবারও কেউ থাকবে না।

—আমার যখন ভেদ-বমি হয়েছিল, কাটা পাঁঠার মতন তরাস লেগেছিল, তখন তুমি বাড়িতে থাকতে এক দণ্ড ? একবার আমার মুখপানে চেয়ে দেখেছিলে ?

—পুরুষ মানুষ বাইরে কাজ কাম করতে যাবে না ? ঘরে বসে মাগের হাত-পা টিপবে, এরকম কেউ কখনও শুনেছে ?

সুশীলা বাসন মাজা শেষ করে উঠে দাঁড়াল। এ তর্কের শেষ নেই। ছেলে-মেয়েরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে সব শুনছে। একবার মায়ের দিকে, একবার বাপের দিকে চোখ চলে যাচ্ছে ওদের। যেন ওরা এই বিতর্ক সভার বিচারক।

গড়বন্দীপুরের 'বান্ধব সমিতি'-তে সুশীলা মাদুর তৈরি করার ট্রেনিং নিতে যায়। আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি আছে, এর মধ্যে একদিনও বাদ দেওয়া চলে না। ট্রেনিং শেষ হলে তিনশো টাকা পাবার কথা আছে। একদিনও বাদ পড়লে সে টাকা দেবে কি না কে জানে।

সে গলায় স্বর নরম করে বলল, একটা কাজ শুরু করলে শেষ করতে হয় না ? টেরেনিংটা নিয়ে রাখলে আখেরে কাজ দেবে। রোজগার বাড়বে। আজ

www.BanglaBook.org

না হয় ছেলে-মেয়েরা ইস্কুলে না গেল। ওরা বাপকে দেখবে!

একেবারে ছোট্ট গুড়গুড়িটাই প্রথমে আপত্তি করে উঠল, না, আমি যাব, আমি ইস্কুলে যাব!

রাগ ভুলে বনমালী ছেলের দিকে চেয়ে রইল। তাদের সাতপুরুষে কেউ কখনও স্কুলে যায়নি। এ গ্রামের দশ মাইলের মধ্যে কোনও স্কুলই ছিল না। এইটুকু ছেলের স্কুলে যাবার এত আঠা কী করে হল?

এবারে দ্বিতীয় মেয়ে। বীণা নাকি কান্নার সুরে বলল, আজ আমার অঙ্ক পরীক্ষা, না গেলে দিদিমণি বকবে। আমাকে যেতেই হবে।

ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাবার ব্যাপারে বনমালীর আপত্তি নেই। দিনকাল বদলেছে, খানিকটা লেখাপড়া যদি শেখে তো ভালই। স্কুলে পাঠাতে পয়সাও লাগে না। বনমালী মুখে মুখে সব হিসেব বোঝে, কিন্তু কাগজের লেখা পড়তে পারে না। টাকা ধার দেবার সময় টিপ সই দেয়। এ গ্রামের যে দু'-একজন নাম সই করতে পারে, তাদের মুখে যেন অহঙ্কারের ভাব থাকে। ছেলে-মেয়েরা শিখুক। কিন্তু বাড়ির বউ বাইরে যাবে কেন!

সে দাঁত খিঁচিয়ে ছেলে-মেয়েদের বলল, কাউকে থাকতে হবে না। তোরা যা, দূর হয়ে যা!

সুশীলা এবার বড় মেয়ে হেনার গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, তুই থাক লক্ষ্মীটি! একদিন না গেলে কিছু হবে না। আমি সাবিত্রী দিদিকে বলে দেব।

হেনা আপত্তি করল না। মুখ ভার করে রইল। বদমেজাজি বাবার সঙ্গে সারাটা দিন কাটানোর চিন্তা তার পক্ষে সুখকর নয়।

সুশীলা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, আসি গো। সন্ধে-সন্ধি ফিরব। শুয়ে থেকো। ঠাকুরের দোহাই, আজ আর বেরিয়ো না।

বনমালী কটমট করে তাকিয়ে রইল। সে হেরে গেছে, বউকে আটকাবার ক্ষমতা তার নেই।

ছেলে-মেয়ে দুটি দৌড় লাগাল স্কুলের দিকে।

সুশীলা একটু এগিয়েই দেখল বড় তেঁতুলগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আছে ক্ষেমী আর মানদা। তারই বয়েসী দুটি বউ। এরাও বান্ধব সমিতিতে ট্রেনিং নিতে যায়। সুশীলাকে দেখে মুখ টিপে হাসছে। অর্থাৎ ওরাও ঝগড়া শুনেছে।

সে বিষয়ে কোনও আলোচনা হল না, সুশীলাও হেসে ফেলে বলল, রোজ রোজ ঝামেলা!

পায়ে চলা সরু রাস্তা, এখানে সাইকেল রিকশাও ঢোকে না। রথতলা থেকে রাস্তা একটু চওড়া হয়েছে, তাও শুধু ইটের রাস্তা, পিচ বাঁধাই হয়নি কখনও, এই বর্ষায় যেখানে সেখানে বড় বড় খোঁদল।

তিন মধ্যবয়স্কা রমণী হাঁটছে গল্প করতে করতে। তাদের চোখে মুখে খোলা হাওয়া, ওষ্ঠে এমনই একটা নতুন স্বাদ, যা কারওকে বুঝিয়ে বলা যায় না।

www.BanglaBook.org

যেমন সকলের হয়, তেমনই ওদেরও বিয়ে হয়েছে। কেউ তিনটি, কেউ পাঁচ-ছটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এদের স্বামীরা ভূমিহীন চাষী, অন্যের জমিতে খাটে। তাও সারা বছর কাজ থাকে না, মাঝে মাঝে দিনমজুরি জুটে যায়। গ্রীষ্মের প্রথম দুটি মাস রোজগার প্রায় বন্ধ। তখনও কোনওক্রমে সংসার চালাতে হয়, সে দায়িত্ব প্রধানত বউদের। ছেলেমেয়েদের, স্বামীকে কোনওক্রমে খাইয়ে, নিজেরা আধপেটা, সিকিপেটা খেয়ে থাকে। হাতে যখন কাজ থাকে না, তখন স্বামীদের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায়। সেই গায়ের ঝাল মেটাবে আর কার ওপর ? বউকে পেটায়।

সুশীলা-ক্ষেমী-মানদারা জানত, তাদের জীবনটা এইভাবেই কেটে যাবে। তারা মেয়েমানুষ, তাদের কোনও স্বাধীন সত্তা নেই।

গ্রামের একটা নির্দিষ্ট চৌহদ্দির বাইরে এই স্ত্রীলোকরা কোনওদিন স্বামীর সঙ্গে ছাড়া কোথাও যায়নি। তাও গেছে বড়জোর হরিরামপুরের কালীবাড়ি কিংবা খুব অসুখ হলে শক্তিপুরের হাসপাতালে। সুশীলা একবার মাত্র বনমালীর সঙ্গে কৃষ্ণনগর গিয়েছিল, সে-ই তার শহর দেখা। কলকাতা কাকে বলে সে জানে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রীরা একজনের পর একজন বদলে যায়, এরা কারোরই নাম শোনেনি।

আজ এই তিন রমণী স্বাধীনভাবে হেঁটে যাচ্ছে, কারও বাড়িতে ঝি-গিরি করতে নয়, মিস্তিরিদের জোগানদারি করতে নয়, ইটভাঁটায় ইট বওয়ার কাজ করতেও না। তারা যাচ্ছে বান্ধব সমিতিতে। তারা মাদুর বোনার ট্রেনিং নেবে, সেখানে স্বামীর পরিচয়ের দরকার নেই, নিজেদের পরিচয়ই যথেষ্ট। খাতায় তাদের নাম লেখা আছে, রোজ নাম ডাকা হয়। সেখানে শহরের শিক্ষিত বাবু ও দিদিমণিরা তাদের সঙ্গে আপনি বলে কথা বলে। সেখানে কাজের ব্যাপারে এরা নিজেদের মতামতও জানাতে পারে।

ট্রেনিং শেষ হলে তারা তিনশো টাকা করে পাবে, সেই টাকার আকর্ষণ তো আছেই। সংসারের সাশ্রয় হবে। কিন্তু টাকার থেকেও বড় আকর্ষণ তাদের এই স্বাধীনভাবে যাওয়া, তারা যে শুধু গরিববাড়ির বউ নয়, আলাদা একটা মানুষ, এই মর্যাদা পাওয়া। সুশীলারা লক্ষ করেছে, আগের ব্যাচে যে-সব মেয়েদের ট্রেনিং শেষ হয়ে গেছে, তারাও সেখানে প্রায়ই গিয়ে বসে থাকে, ওই পরিবেশে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত তারা সংসারের বাইরের অন্য কিছু নিয়ে মন খুলে কথা বলতে পারে। কেউ কেউ এখন ট্রেনিং পেয়ে বাড়িতে মাদুর বুনে বিক্রি করছে। বাড়ির বউয়ের একটা নিজস্ব জীবিকা।

প্রায় এক ঘণ্টা হেঁটে ওরা বড় রাস্তায় পৌঁছল। এই হাঁটায় একটুও কষ্ট নেই। এখান থেকে সাইকেল ভ্যান কিংবা বাস। সাইকেল ভ্যানে মাথা পিছু তিন টাকা নেবে, বাস ভাড়া এক টাকা দশ পয়সা।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বাস এসে গেল।

রবীন্দ্রনাথ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে এক বনেদি পরিবারের স্ত্রীর অন্দর মহল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে বসবার ঘরে পরপুরুষদের সামনে আসার কথা লিখেছিলেন। ওইটুকুই ছিল সেই রমণীর ঘর থেকে বাইরে আসা।

ঝিকড়দা গ্রামের সুশীলা-ক্ষেমী-মানদাদেরও কোনও পুরুষের সঙ্গ ছাড়াই বাসে চেপে দূরে কোথাও যাওয়া কম ঐতিহাসিক ঘটনা নয়।

তিন

দুপুরের আগেই বনমালী সাপুইয়ের পঞ্চম বিড়িটি শেষ হয়ে গেল। সে হিসেব করে গুণে গুণে খাচ্ছিল, ভেবেছিল ভাত খাবার পর শেষটা মৌজ করে টানবে। কখন যে মনের ভুলে ধরিয়ে ফেলেছে খেয়াল নেই।

বিড়ি জমা থাকলে অনেকক্ষণ তবু ধৈর্য ধরে থাকা যায়, বিড়ি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেলে দারুণ ছটফটানি শুরু হয়ে যায়। ঘুমও আসছে না বনমালীর, ঘুমলে অন্তত কয়েক ঘণ্টা বাদ যেত বিড়ির চিন্তা।

সে খাটিয়ায় শুনে হাঁক দিল, হ্যানা, এই হ্যানা!

ঘর একটাই। পেছন দিকে একটা ছ্যাঁচার-বেড়া ঘেরা দাওয়া। সেই দাওয়ার একদিকে রান্নার ব্যবস্থা। আর একদিকে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে জামা সেলাই করছে হেনা। শীতকালের শেষে বান্ধব সমিতি জামাকাপড় বিলি করেছিল গ্রামে এসে। সবই পুরনো, মানুষের ব্যবহার করা। শহরের বড়লোকেরা যেসব পোশাক আর পরে না, কিংবা ছোট হয়ে যায়, সেইগুলো ওই সমিতি থেকে চেয়েচিন্তে জোগাড় করে আনে। গ্রামে পরিবার পিছু বড়জোর একখানা করে জোটে। গত বছর সুশীলা পেয়েছিল একটা শাড়ি, এবারে হেনা পেয়েছে একটা ফ্রক।

কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত, গোলাপি রঙের ফ্রকটা হেনার মাপের সঙ্গেও বেশ মিলে গেছে, বেশ সুন্দর। দেখতে নতুনের মতনই ছিল, হঠাৎ পিঠের কাছে অনেকটা ফেঁসে গেছে। এই ফ্রক পরেই হেনা ইস্কুলে যায়।

পরনে ইজের আর বুকে গামছা জড়ানো, হেনা ফ্রকটা খুলে দিয়ে সেলাই করছে। এখন সে প্রায় বড়দের জগতে চলে আসছে, মাঝে মাঝে মায়ের শাড়ি পরে, তার নিজস্ব একখানা শাড়ি আজও হয়নি। ফ্রকটিও তার প্রিয়, সবাই বলে, পড়লে তাকে লম্বা দেখায়।

এর মধ্যে বনমালী মেয়ের কাছে দু গেলাস জল চেয়েছে। বাড়িতে চায়ের পাট নেই, দোকান থেকে চা আনিয়েছে, অর্থাৎ সে বুঝিয়ে দিয়েছে যে বাড়িতে একজন কারও থাকার কত প্রয়োজন ছিল। এবার হেনা এসে দাঁড়াতেই সে বলল, এক বাণ্ডিল বিড়ি নিয়ে আয়। ওই দ্যাখ কুলুঙ্গিতে পয়সা আছে।

চায়ের দোকান ও পানবিড়ির দোকান একটাই। ঝিকড়দা ও বাসনাখালি, এই দুই গ্রামের মাঝখানে। দোকানের কাছে চার-পাঁচটা ছেলে সবসময় দাঁড়িয়ে থাকে, ওদের রকমসকম ভাল না, ওখানে বারবার যেতে ইচ্ছে করে না

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হেনার। তবু যেতে হবে।

গতকালই বনমালী আটচল্লিশ টাকা রোজগার করেছে, তার থেকে চাল কিনেছে পাঁচ কিলো, কিছু পয়সা অবশিষ্ট আছে। বাড়িতে যদি কয়েকদিনের ভাত ফোটাবার ব্যবস্থা থাকে, তা হলেই নিশ্চিন্ত। যারা একদিন একটু বেশি উপার্জন করে, তারা পরেরদিন কাজে যেতে চায় না। উনুনে হাঁড়ি চড়াবার ব্যবস্থা থাকলে সেদিন আর কাজে যাওয়ার দরকার কী ! উপরন্তু বিড়ির পয়সাও রয়েছে।

সুশীলা বাসে চেপে গড়বন্দীপুরে যায়, সে বাস ভাড়াও স্বামীর কাছ থেকে নিতে হয় না। বান্ধব সমিতিতে প্রতিদিন যাতায়াত বাবদ প্রত্যেকে তিন টাকা পায়। খুচরো পয়সা যা বাঁচে, তা দিয়ে সুশীলা মাঝে মাঝে পান কিনে আনে। এটা বেশ একটা বিলাসিতা।

হেনা বিড়ি নিয়ে আসার পরেও ছুটি পেল না। বনমালী কথা বলতে চায়। একা একা বিনা ঘুমে শুয়ে থাকতে তার ভাল লাগছে না। অভিভাবকসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, ইস্কুলে তোদের কী পড়ায় ? বল তো শুনি !

বাবার কাছ থেকে স্নেহের কথা কখনও শোনেনি হেনা। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আদিখ্যেতা করা পৌরুষের পরিচয় নয়। বরং এক একদিন নেশা করে বাড়ি ফিরে বনমালী ছেলেমেয়েদের ধরে ধরে পেটায়। মাঝে মাঝে এদের ভয় দেখিয়ে সায়েস্তা রাখতে হয়।

হেনার প্রতি বনমালীর বেশি রাগ, কারণ এ মেয়ে তরতরিয়ে বড় হচ্ছে। এবার এর বিয়ের কথা ভাবতে হবে। তার মানেই তো টাকার চিন্তা। একচিলতে জমিও নেই যে তা বিক্রি করে টাকা আসবে।

হেনা নখ খুটছে। বনমালী ধমক দিয়ে বলল, ইস্কুলে কিছু শিখিসনি ?

এ গ্রামে ওই গাছতলায় ইস্কুল খোলা হয়েছে মাত্র সাত মাস আগে। হেনার আগে অক্ষরজ্ঞানও ছিল না, তার যাবতীয় জ্ঞান ওই সাত মাসের। ছোট-বড় সকলেরই এক পড়া।

সাবিত্রীদিদি একলাই ওই স্কুল চালায়। সাবিত্রীদিদি শহরের মেয়ে নয়, গড়বন্দীপুরের স্কুলে লেখাপড়া শিখেছে। তার মতন কয়েকটি মেয়েকে বান্ধবসমিতি গ্রামে গ্রামে স্কুল খোলার জন্য পাঠিয়েছে। সাবিত্রীদিদি একদিন হেনাকে বলেছিল, তুই যখন লেখাপড়া শিখে যাবি, তখন তুই-ও আর একটা গ্রামে গিয়ে স্কুল খুলবি। সাবিত্রীদিদির এখনও বিয়ে হয়নি।

হেনা যোগ-বিয়োগ শিখেছে, যুক্তাক্ষর বানান করতে একটু একটু ভুল হয়। সাবিত্রীদিদি বেশি লেখাপড়া শেখায় না, মাত্র একঘণ্টা, তারপর গল্প বলে। মজার মজার গল্প। তার ছোটভাইয়ের মতন বাচ্চারা ওই সব গল্প শুনে খলখল করে হাসে।

বাবার ধমক খেয়ে হেনা কী কী শিখেছে গড়গড় করে বলে গেল।

www.BanglaBook.org

বনমালী জিজ্ঞেস করল, গল্প বলে ? কী গল্প, শুনি। একটা বল তো।

হেনা ওপরের দিকে চোখ করে একটুখানি ভাবল। তারপর শেয়াল ও বকের গল্পটা শুনিয়ে দিল, নেমন্তন্ন করে দুজনে দুজনকে কীরকম ঠকিয়েছিল।

বনমালী এ গল্পে কোনও মজা পেল না। মুখ ভিরকুট্টি করে বলল, এই নাকি গল্প ? তোদের দিদিমণিটা নিজে কতটুকুন লেখাপড়া জানে ? দে, আমার ভাত বেড়ে দে !

ভাত খাওয়ার পর একটা বিড়ি শেষ হতে না হতেই ঘুম এসে গেল। বনমালীর বহু প্রার্থিত ঘুম।

যখন জাগল, তখন বিকেল শেষ হয়নি। সে হাঁক দিল, হ্যানা, হ্যানা !

কোনও উত্তর নেই। উঠে গিয়ে বনমালী পেছনের দাওয়ায় উঁকি দিল। সেটাও শূন্য। আরও দুবার ডেকে সাড়া না পেয়ে বুঝল, মেয়েটা তার ঘুমের সুযোগে পাড়া বেড়াতে গেছে। ঘরামিদের বাড়িতে ওর বয়েসী দুটো মেয়ে আছে।

জ্বর বেড়েছে, মেজাজটাও চিড়বিড় করছে। সুশীলা থাকলে তার ওপর বকাঝকা করে কিছুটা সময় কাটানো যেত। বউ যে নিজে রোজগার করার ধান্দায় রোজ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না বনমালী। বিয়ে করে ঘরে বউ এনেছে। ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েছে, সে নিজে তাদের খাওয়াবে-পরাবে। যখন হাতে টাকা থাকবে না, তখন না খেয়ে থাকবে। চিরকাল এই নিয়ম চলে আসছে।

গলা শুকিয়ে এসেছে, এক গ্লাস জল দেওয়ারও কেউ নেই বাড়িতে ?

রাগে গড়গড়িয়ে বনমালী বলল, দেখাচ্ছি মজা !

দড়িতে ঝোলানো গেঞ্জিটা সে পরে নিল। কুলুঙ্গিতে মাটির খুরিটা উল্টে দেখল, মোটে তিনটি টাকা আর কিছু খুচরো রয়েছে। এতে তো গলা ভিজবে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল বনমালী। একবার সে ভেবেছিল, হেনা বুঝি ছাগলটাকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে গেছে। তাও না, ছাগলটার সামনে কিছু ঘাস-পাতা রয়েছে, ছাগলটা তাই চিবিয়ে চলেছে।

ছাগলটার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল বনমালী।

ওটা ছাগল তো নয়, একমুঠো টাকা। বিক্রি করতে গেলে খদ্দেররা মুখিয়ে আছে। মুর্গির আর ইজ্জত নেই, পোলট্রির সাদা ফ্যাটফেটে মুর্গিগুলো বাজার দখল করে নেওয়ার পর দিনে দিনে দাম কমে যাচ্ছে। আর পাঁঠার মাংসর দাম বাড়ছে অনবরত। গত মাসেও ছিল পঁচাত্তর, এখন আশি টাকা কিলো হয়ে গেছে।

বনমালী অবশ্য পাঁঠার মাংস খায়নি বহুত দিন, কিন্তু দাম জানবে না কেন ?

শীতকালের পুকুরে হঠাৎ ঝাঁপ দেখার মতন দৌড়ে গিয়ে দড়ি খুলে ছাগলটা বুকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল বনমালী।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সুশীলা ফিরে এসে তুলকালাম করবে, তা করুক। এটাই সুশীলার শাস্তি।

পাঁঠাটা তাদের ঠিক নিজস্ব নয়। ব্লক অফিস থেকে দিয়েছে। ব্লক অফিসের কাছাকাছি গ্রামের লোক আরও বেশি পেয়েছে, সুশীলা ওদের বান্ধব সমিতির সুপারিশে কোনওক্রমে জোগাড় করেছিল একটা বাচ্চা পাঁঠা। এক বছর দানা-পানি খাইয়ে পালতে হবে, তারপর বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যাবে, তার অর্ধেকটা দিতে হবে ব্লক অফিসকে। গ্রামীণ রোজগার যোজনা।

এক বছর পুরোতে এখনও প্রায় পাঁচ মাস বাকি। কিন্তু ঘরে যখন টাকা থাকে না, তখন চোখের সামনে একটা পাঁঠা দেখেও মনকে দমন করা যায়?

ব্লক অফিস থেকে রাগারাগি করবে? ধ্যুত, সরকারি টাকা অনেকেই শোধ দেয় না।

বাজার পর্যন্ত যেতে হল না, বাসনাখালির চায়ের দোকানের গুণধর হেঁকে বলল, ও বুনোদা, ছাগলটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

চায়ের দোকানের সামনে একটা বেঞ্চিতে গোটা পাঁচেক জোয়ান ছেলে ঠেসাঠেসি করে বসে আছে। প্যান্ট-শার্ট পরা। বনমালী জানে, ওরা রাতের কারবারি, প্রত্যেক রাতেই বর্ডারের এপারে-ওপারে এই সব ভূতপ্রেতের নৃত্য হয়। এদের মধ্যে দুজন একেবারে অচেনা, খুব সম্ভবত ওপার থেকে এসেছে। এদের পাসপোর্ট লাগে না।

একটা ছোকরা টপ করে উঠে এসে পাঁঠাটার পেট টিপে দেখল। তারপর আদেশের সুরে বলল, গুণধর, এটাকে ভেতরে রেখে দাও!

মাংস হবে অন্তত চার কিলো। পাইকাররা বাজার দর দেয় না, অন্তত আড়াইশো টাকা তো দেবে? সেই ছোকরাটি পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করল, একটা একশো টাকার নোট টেনে এগিয়ে দিল বনমালীর দিকে। কী ভেবে, আবার একটা কুড়ি টাকার নোট।

বনমালী বলল, এ কী? না, না, আমি এত কমে বেচব না!

ছোকরাটি বনমালীকে কিছু না বলে গুণধরের দিকে তাকাল। গুণধর বলল, আর দশটা টাকা দিয়ে দাও গুপীদা!

বনমালী বলল, ওতে হবে না। আমার তিনশো টাকা চাই।

গুপী নামের ছোকরাটি বনমালীর থেকে বয়েসে অন্তত কুড়ি বছরের ছোট হবে। সে বনমালীর গাল টিপে ধরে বলল, চাইলেই কি সব পাওয়া যায়? তুমি আকাশের চাঁদ চাইলে পাবে? শ্রীদেবীকে ঘরের বউ করতে চাইলে পাবে? ফোটো!

বনমালী তবু গোঁজ হয়ে বলল, আমার পাঁঠা ফেরত দাও। আমি বেচব না।

এই সময় সত্যিই বনমালীর মনে হল, পাঁঠাটা বিক্রি করে সুশীলাকে এতখানি আঘাত করা তার ঠিক হবে না। ওটা ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার বেড়ার সঙ্গে বেঁধে রেখে শুয়ে থাকবে ভালমানুষের মতন। আরও কয়েক মাস পাললে দাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাওয়া যাবে অনেক বেশি। ব্লক অফিসই বিক্রির ব্যবস্থা করে দেবে।

কিন্তু হাত থেকে একবার তীর খসে গেলে কেউ ফেরাতে পারে ?

বনমালী গুপীর হাতে টাকাগুলো গুঁজে দিয়ে বলল, এটা কী মগের মুল্লুক নাকি ?

সব কটি ছেলে একসঙ্গে হা-হা করে হেসে উঠল। যা দিনকাল পড়েছে, তা যে মগের মুল্লককে কবে ছাড়িয়ে গেছে, তা বনমালী এখনও জানে না ? কী বোকা !

গুণধর বলল, আর ঝামেলা কোরো না বুনোদা, এর চেয়ে বেশি দাম বাজারেও পাবে না। এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুট খাও, ফিরি !

গুপী নোটগুলো মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে বলল, আমি ছাগলের দাম দিয়ে দিয়েছি, তোমরা সবাই সাক্ষী আছ ? ওই টাকা ওকে মাটি থেকে কুড়োতে হবে !

বনমালী জেদের সঙ্গে বলল, আমি পঞ্চায়েতে যাব বলে দিচ্ছি !

গুপী বলল, যাও যাও যাও, এক্ষুনি চলে যাও। দৌড়ে চলে যাও ! তুমি প্রথমে বিক্কিরি করতে রাজি হয়ে এখন মাজাকি করছ ?

গুণধর মাথা নেড়ে নেড়ে নানারকম চোখের ইঙ্গিত করছে। সে ঝামেলা বাড়াতে চায় না। বনমালীও যে ভয় পায়নি তা নয়। এই সব রাতের কারবারিদের কাছে ছোরাছুরি থাকে। তার রাগ আর অনুতাপকে চাপা দিয়ে দিচ্ছে ভয়। এদের একজনের সঙ্গেও তার লড়বার ক্ষমতা নেই।

শেষ পর্যন্ত হেঁট হয়ে সে মাটি থেকে টাকাগুলো তুলে নিতে বাধ্য হল।

এরকম বঞ্চনার টাকা সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে না মানুষের ? বনমালী দৌড়তে শুরু করল। দৌড়তে দৌড়তে তেঁতুলতলায় পৌঁছে ঝুপ করে বসে পড়ে বলল, দে একটা বোতল !

এই চুল্লুর ঠেকটা চালায় গোলাপী নামের একটি ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়েসী মেয়ে। শুধু যে চুল্লু বেচে না, তার সঙ্গে সঙ্গে যে কিছুটা রং-ঢং, হেরেছা হাসি, ভুরুর নাচন উপহার দেয়। সেগুলো খদ্দেরদের উপরি পাওনা। অন্যদিন একটা ল্যাংড়া ছেলে পাশে বসে ছোলা সেদ্ধ, নাড়িভুঁড়ির চাট বিক্রি করে, আজ সে নেই।

গোলাপীর ঠোঁটে হাসি মাখানো থাকলে কী হয়, ভেতরে ভেতরে সে খুব কঠিন মেয়ে। কাউকে এক পয়সা ধার দেয় না। ধার চাইলেই নানারকম কটু কথা বলে। সে একলা মেয়েছেলে হলেও কোনও পেঁচি মাতাল তার ওপর জোর জবরদস্তি করার সাহস পায় না। সবাই জানে, এ দোকান সে চালায়, কিন্তু দোকানের মালকানি সে নয়। এরকম আরও কত চুল্লুর ঠেক আছে, সবগুলোরই মালিক একজন।

দশ-বারোজন লোক এদিকে সেদিক ছড়িয়ে বসে চুল্লু টানছে। গেলাস, ফেলাসের বালাই নেই, বোতল থেকে সোজা, দু-একজন মাটির ভাঁড় নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসে। কয়েকজন বনমালীর মুখ চেনা, কিন্তু সে প্রথমে কারও দিকে তাকাল না। তার সারা গায়ে অপমানের ক্ষত, কিছুক্ষণ একা একা বসে তা চাটতে হবে।

চুল্লুর আজ তেমন তেজ নেই কেন! বেশি জল মিশিয়েছে? জ্বরের মুখে কোনও কিছুরই স্বাদ পাওয়া যায় না। একটা কাঁচালঙ্কা পেলে বেশ হত। প্রায় চোখের নিমেষে এক বোতল উড়ে গেল।

বনমালী বলল, নেই গো, দাও আর একটা।

একটা কাঠের টুলের ওপর বসে আছে গোলাপী। হলদে-কালো ডুরে শাড়ি পরা, আঁট করে বাঁধা চুল, শরীরটি বেশ মজবুত। তার ডান পাশে বড় বড় তিনটি টিনের ক্যানেস্তারা, খালি বোতল ডুবিয়ে ওখান থেকে চুল্লু ভরে নেয়। তার এখানকার নেশাখোররা কে ক বোতলের খদ্দের তা তার জানা হয়ে গেছে। ছ টাকা ছিল। এ মাস থেকেই বেড়ে আটটাকা হয়েছে বোতল। কেউ কেউ এক দু বোতলের বেশি পয়সা জোগাড় করে আনতে পারে না। তাদের মাল এবং রেস্ত ফুরিয়ে গেলেও কিছুক্ষণ হ্যাংলার মতন বসে থাকে।

এক হাতে বোতল তুলে গোলাপী আর একটা হাত বাড়িয়ে দিল। আগে টাকা, তারপর মাল।

বনমালী আগেরবার দশ টাকার নোটটা দিয়েছিল, এখনও তার কাছে একটা কুড়ি টাকার নোট আছে। তবু সে চাল মেরে বলল, একশো টাকার নোটের ভাঙতি আছে?

গোলাপী বলল, হবে।

অন্য অনেকেই বনমালীর দিকে ফিরে তাকাল। যদি বা কেউ একশো টাকা রোজগারও করে, তবু সব খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে এখানে বার করে না। তা হলে দু চারজন স্যাঙাত জুটে ধার চাইবেই চাইবে। আজ বনমালীর হল কী?

বনমালী বলল, গোলাপিবালা, তুমি আমার পয়সায় এক বোতল খাও!

গোলাপী মুচকি হেসে বলল, এখনই কী। আগে সন্ধে হোক!

ফেরত টাকাগুলো গুনল না পর্যন্ত বনমালী, লুঙ্গির ট্যাঁকে গুঁজে রাখল।

গোলাপী বলল, দোকানের সামনেটা ছেড়ে একটু দূরে গিয়ে বসো গে।

বনমালী ভেবেছিল গোলাপীর সঙ্গে একটু মসকরা করবে, কিন্তু আরও নতুন খদ্দের আসছে, গোলাপী এখন পাত্তা দেবে না। সে উঠে গিয়ে আর একটা জায়গা খুঁজছে। একজন ডেকে বলল, এদিক পানে এসো, একটা ইট খালি আছে।

এর নাম সতীশ। বনমালীর মতনই মাঝবয়েসী, মুখে রুখু দাড়ি, গেঞ্জি ফুঁড়ে পিঠের শিরদাঁড়া দেখা যায়, সেটা কিছুটা বাঁকা মতন। তার বাঁ হাতের কবজিতে একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা, সেটা নোংরা তেল চিটচিটে হয়ে গেছে।

সতীশ উদাসীনভাবে বলল, শালারা মেরেছে। ডান হাতটাই ভাঙল, কাজকম্ম কিছু করতে পারছি না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—কারা মারল ?

—ওই জহরের দলের ছেলেরা। একখানা লোহার রড দিয়ে অ্যাইসা মারল ! অবশ্য আমারও দোষ আছে।

—তুই জহরের দলে ভিড়েছিলি ? এই কাঠামো নিয়ে ?

—বলেছিল বর্ডার থেকে দুটো বস্তা ঘাড়ে করে আনতে পারলে একটা বড় পাত্তি দেব ! ওজন খুব বেশি না, পেরে যেতুম। ভেতরে কী আছে তা তো বলেনি। আমি ভেবেছি চিনি কিংবা মুগের ডাল। আসলে নাকি রেডিও ফেডিও কী সব ছিল। একটা বস্তা একটু জোরে মাটিতে ফেলেছি। ভেতরের জিনিস ভেঙে গেছে ! ওদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল, ওসব তো খুব দামি জিনিস।

—টাকা দিয়েছে ?

—আর টাকা দেয় ? জানে মারেনি এই যথেষ্ট !

—সতে, ওসব কাজ আমাদের পোষাবে না।

—বুনো, তুই-ও তো গেসলি একবার দুবার।

—জষ্টি মাসে যখন কোনও কাজ থাকে না, তখন কী করব, না খেয়ে থাকব ? আমার ইচ্ছে ছিল, ওই কাজে লেগে যাই। জহরের দল টাকা ভাল দেয়। কিন্তু একদিন ওদেরই একটা ছেলে আমাকে বলল, শোনো দাদা, ভাল কথা বলছি, এসব কম্ম তোমাদের দ্বারা হবে না। যাদের শরীরে তাগদ আছে, দরকার হলে দৌড়তে পারবে, লাঠি চালাতে পারবে, সেই সব অল্পবয়েসীদের আমরা নিই। বুড়ো ধুড়োদের নিয়ে এ কাজ চলে না।

—তোকে বুড়ো বলল ?

—এখনও ইচ্ছে করলে একগণ্ডা বাচ্চা পয়দা করতে পারি, তবু বুড়ো বানিয়ে দিল !

সতীশ হি হি করে হাসতে লাগল। তার হাতের বোতলটা খালি। সতীশের একটা গুণ আছে। সে অন্যের কাছ থেকে নিজে থেকে কিছু চায় না কখনও। তাকে কেউ হ্যাংলা বলতে পারবে না।

বনমালী জিজ্ঞেস করল, তা হলে তোর কাঠের কাজও বন্ধ ?

সতীশ বলল, ডান হাত ভাঙা, কে কাজ দেবে ?

—তোর ছেলেটা কাজ করছে না ?

—বাসের কিলিনার হয়েছে।

বনমালী নিজের বোতলটা সতীশের দিকে বাড়িয়ে দিল।

সতীশ একটা লম্বা চুমুক দেবার পর ঠোঁট মুছে বলল, আজ যেন তেমন ধক নেই।

বনমালী উদারভাবে একটা দশ টাকার নোট বার করে বলল, আর একটা বোতল নিয়ে আয় !

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে এসে গেল। আকাশে মেঘ জমেছে। খুব তুমুল বৃষ্টি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না হলে কেউ এ জায়গা ছেড়ে ওঠে না, চুল্লুর ঠেকও বন্ধ হয় না। ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছটায় রাজ্যের পাখি এসে কলকালানি শুরু করেছে। অন্ধকার হতে না হতেই উঁকি মেরেছে বাঁকা চাঁদ।

বনমালী আগে ঠিক করেছিল, কিছুতেই তিন বোতলের বেশি টাকা খরচ করবে না। নেশা যত পাকে, ততই সঙ্কল্প শিথিল হয়। মনে হচ্ছে, জ্বর একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে। শরীরে এসেছে তেজ। সতীশের সঙ্গে গল্প করতেও তার ভাল লাগছে। সতীশ কখনও অভিযোগ করে না কারও নামে। সে খুব ভাগ্য মানে। ভাগ্যে যা আছে, তাই তো হবে। জহরের দলের ছেলেরা লোহার ডাণ্ডাটা তার মাথায় না মেরে যে হাতে মেরেছে, সেটাও তো ভাগ্যের জোরে।

আর সবাই অন্ধকারে বসে আছে, শুধু গোলাপী একটা টেমি জ্বালে। একটু আলো না থাকলে তার টাকা গুনতে অসুবিধে হয়।

দু-তিনজন গোলাপীর সামনে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে কী যেন বলছে। প্রথম দিকটায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় মেতে থেকে বনমালীরা খেয়াল করেনি, বোতল শেষ হওয়ার পর সেখানে উঠে গেল।

বিরাট দুঃসংবাদ, চুল্লু ফুরিয়ে গেছে!

খদ্দেররা মানতে চাইছে না। গোলাপী কেন কম মাল এনেছে? অন্যদিন তো ফুরোয় না। গোলাপী যেখান থেকে রোজ মাল আনে, সেখান থেকে আরও নিয়ে আসুক। এখনও কিছুই রাত হয়নি, পুরো নেশা জমেনি!

গোলাপী বলছে, আজ খদ্দের হঠাৎ কিছু বেশি এসেছে, তাই মালে টান পড়েছে। বৃষ্টি বাদলার কথা ভেবেও সে বেশি আনেনি। এখন আর মাল আনানো সম্ভব নয়। তাকে বাড়ি যেতে হবে, তার মায়ের অসুখ।

দুম দুম শব্দ করে এল একটা মোটরসাইকেল। দুজন নামল তার থেকে, একজনের হাতে লম্বা টর্চ।

যে সব খদ্দেরের গলা উঁচুতে চড়েছিল, তারা থেমে গেল। এই দুজন বিষ্টু হাজরার দলের লোক, এদের সঙ্গে তর্ক চলে না। টর্চধারী যুবকটির একহাতে স্টিলের বালা, সে অন্যহাত মুঠো করে সিগারেট টানছে।

গোলাপী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই নাও গো জিতুদা, টাকাকড়ি সব গোনা আছে।

টর্চধারীর নামই জিতু। সে বলল, হাল্লা হচ্ছিল কীসের?

গোলাপী বলল, মাল ফুরিয়ে গেছে।

জিতু ফাঁকা ক্যানেস্তারাগুলোর মধ্যে টর্চের আলো ফেলল। তারপর বলল, রথতলায় এখনও খোলা আছে, সেখানে যেতে চাও তো যাও না সবাই।

পাশের ছেলেটিকে বলল, ভুতো, তুই বোতল আর টিনগুলো নিয়ে যা। গোলাপী যাবে আমার সঙ্গে।

গোলাপী খানিকটা প্রতিবাদের সুরে বলল, আমি কোথায় যাব? আমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়ি যেতে হবে আজ।

জিতু খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, কেন রে, এত সাততাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে হবে কেন ? মোচ্ছব আছে বুঝি ?

গোলাপী বলল, আমার মায়ের কাল রাত থেকে খুব পেট ব্যথা।

জিতু জিভে চুকচুক শব্দ করে বলল, মা-ফাদের ওরকম পেট ব্যথা মাঝেমাঝেই হয়। দূর দূর, ওই নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় ? বলছি চল আমার সঙ্গে। আজ একটা মজা আছে।

গোলাপী তবু অনুনয় করে বলল, না জিতুদা, আজ ছেড়ে দাও, আজ বাড়ি যাই !

জিতু এবার রুদ্র মূর্তি ধরল। গোলাপীর একটা কাঁধ খামচে ধরে বিকট গলায় বলল, ফের বাড়ি বাড়ি করছিস ! আজ মায়ের পেট ব্যথা, কাল বাপের... ব্যথা, ওসব নাকি কান্না আমি সইতে পারি না !

গোলাপী খুঁ খুঁ করে কাঁদতে কাঁদতে মোটর বাইকের পেছনে চেপে বসল, আলো জ্বলল, ফট ফট শব্দ শুরু হল, বীর যোদ্ধার মতন গোলাপীকে উড়িয়ে নিয়ে গেল জিতু।

খদ্দেররা এরমধ্যে আর একটাও কথা বলেনি। এটা যেন যাত্রাপালার একটা দৃশ্য, তারা দর্শকমাত্র, তাদের কোনও ভূমিকা নেই। কেউ কেউ কোনও বিচিত্র কারণে গোলাপীর এ হেন নির্যাতনে যেন খুশিই হল।

মোটর বাইকের শব্দটা মিলিয়ে গেছে, এবার সবাই ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করেছে। বনমালী জিজ্ঞেস করল, রথতলায় যাবি, সাতে ? সতীশও পাল্টা প্রশ্ন করল, যাবি ?

যেন তার নিজের খুব ইচ্ছে নেই, বন্ধু জোড়াজুড়ি করলে যেতে পারে।

বনমালী দুষ্টু ছেলের মতন ভুরু নাচাল। একবার যখন জলে নেমেছে, তখন ডুব দিতে দোষ কী ? পাঁঠাটা বিক্রি করে দিয়েছে, জ্বর গায়ে কয়েক বোতল চুল্লু টেনেছে, সুশীলাকে আহত, নিপীড়িত করার পক্ষে এই কারণগুলোই যথেষ্টর বেশি। তা হলে আরও চলুক। বাড়ি ফিরে সুশীলা রাগে-দুঃখে কেমন ছটফট করবে, তা ভেবেই বনমালী উৎফুল্ল বোধ করে। হারামজাদী বুঝুক, ঘরের পুরুষমানুষ ঘরে না থাকলে কেমন লাগে।

খানিকটা গিয়েও বনমালী থমকে দাঁড়াল। সুশীলা রথতলার ঠেক চেনে, যদি সেখানে খুঁজতে আসে ? হ্যাঁ, আসবেই।

বনমালী বলল, না রে সাতে, রথতলায় যাব না।

সতীশ ভাল মানুষের মতন বলল, তা হলে বাড়ি চল।

বনমালী বলল, দূর শালা, বাড়ির কথা কে বলেছে ? আর মাল টানবি না ? সবে মাত্র সুলুক সুলুক নেশা হয়েছে ? খালেকের পারলারেও তো পাওয়া যায়, যায় না ? তুই গেছিস কখনও ?

সতীশ উৎসাহিত হয়ে বলল, একবার গেসলুম বটে। অনেক রাত অবধি

www.BanglaBook.org

খোলা থাকে।

রাস্তা সংক্ষেপ করার জন্য ওরা মাঠের মধ্যে নেমে পড়ল।

বৃষ্টি বাদলার দিন, এই সময় সাপখোপ গর্তের বাইরেই ঘোরাফেরা করে। গ্রামের মধ্যে বিষাক্ত সাপ বিশেষ দেখা যায় না। ঢোড়া-ঢ্যামনাই চোখে পড়ে থাকে মাঝেমাঝে, কিন্তু ধান খেতের আলের ধারে শুয়ে থাকে কাল কেউটে। গায়ে পা ফেলারও দরকার নেই, ও বিষনাগিনী বড় রাগী, কাছাকাছি গেলেই ছোবল মারবে।

এদের দু'জনের হাতে টর্চ নেই। অল্প নেশার ঝোঁকে সাপের কথা একবারও মনে এল না। হনহনিয়ে এগোতে লাগল।

আবদুল খালেকের ভিডিও পার্লার পাকা রাস্তা থেকে অনেক দূরে, একটা কবরস্থানের পাশেই। কাছাকাছি কোনও গ্রাম নেই, তবু লোকজনের কমতি নেই এখানে। বিজ্ঞাপনের দরকার হয় না। সবাই জেনে যায়। শুধু পুলিশই যেন জানে না। কোনওদিন এখানে পুলিশের জিপ আসেনি। কষ্ট করে আসতে হবে কেন, আবদুল খালেকের চ্যালা গাট্টু প্রতি সপ্তাহে থানায় গিয়ে প্রণামী দিয়ে আসে।

বেশ এলাহি ব্যবস্থা। অনেকখানি জায়গা চট দিয়ে ঘেরা, ভেতরে সতরঞ্চি পাতা, একসঙ্গে পঞ্চাশ-ষাট জন লোক বসতে পারে। বিদ্যুতের তার এতদূর পৌঁছয়নি, গুটগুট গুটগুট করে জেনারেটার চলছে, বাইরে একটা আলো জ্বলে, ভেতরে টিভি-ভিসিআর-এ দেখানো হয় সিনেমা। এদিককার গ্রামগুলোর কথা বাদ দেওয়া যাক, এমনকি গড়বন্দীপুরের মতন স্টেশন-বাজারেও সিনেমা হল নেই। তা বলে গ্রামের লোক সিনেমা দেখবে না? আবদুল খালেক সেই অভাব দূর করেছে। অনেক গ্রামের মানুষই এখন 'পারলার' শব্দটি জানে।

আগে ছিল দু'টাকা, দু'সপ্তাহ আগে টিকিটের দাম হয়েছে তিন টাকা। ডিজেলের দাম বেড়েছে, তাতে বাস ভাড়া বাড়ে, সিনেমার টিকিটের দাম কেন বাড়বে না? তাও তিন টাকাও বেশ সস্তাই বলতে হবে। মাত্র দু'বাণ্ডিল বিড়ির দামে এত আনন্দ! এত বিস্ময়! কত ভাল ভাল চেহারার মেয়েছেলে, ব্যাটা ছেলে, কত নাচ-গান, কত মারামারি, মোটর গাড়ি উল্টে পড়ে যায়, কী সুন্দর টলটলে নীল জলে সাঁতার কাটে প্রায় ন্যাংটো সুন্দরীরা। সিনেমার ওই সব নারী পুরুষদের মনে হয় যেন স্বর্গের বাসিন্দা। কত তাদের পোশাকের বাহার। টেবিলে থরে ঘরে খাবার সাজানো থাকে, তারা একটুখানি মুখে দিয়েই উঠে চলে যায়! মাঝে মাঝে এই সব সিনেমায় গ্রামের দৃশ্যও থাকে। সে সবও যেন মনে হয় স্বর্গের গ্রাম। কোনও গ্রামের অতগুলো সাফসুরৎ মেয়েকে একসঙ্গে ধেই ধেই করে নাচতে তো কখনও দেখেনি বনমালী-সতীশরা। অতগুলো দূরে থাক, ওরকম একটা মেয়ে, এমন বাতাবি লেবুর মতন বুক, তকতকে পেট, কচি কুমড়োর মতন পাছা, আশপাশের বিশটা গ্রাম টুঁড়লেও তো অমন একটা মেয়ের দেখা পাওয়া যাবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা শো শেষ হয়ে গেলেই গাট্টু এসে সবাইকে উঠিয়ে দেয়। এক টিকিটে যে কেউ দু'বার দেখবে, তার উপায় নেই। গাঁট্টাগোঁটা চেহারার জন্য গাট্টুর নামটা বেশ মানিয়ে গেছে। হাতে একটা পেতলের রিং বসানো লাঠি। সবাই বলে, গাট্টুর শরীরটাও নাকি লোহা দিয়ে তৈরি, আজ অবধি কেউ তার পেটের অসুখ, বা জ্বরজ্বারির কথা শোনেনি। খালেক সাহেব মাঝে মাঝে আসেন না। কিন্তু গাট্টু প্রতিদিন উপস্থিত থাকবেই, এবং সে প্রতিটি শো বসে বসে দ্যাখে। সে কত মাইনে পায় কে জানে, তবে এমন হাঁ করে সে সিনেমা দেখে যে মনে হয়, বিনা মাইনেতেও সে এ কাজ করতে রাজি।

রাত দশটার পর টিকিটের দাম ছ'টাকা। তখন দেখানো হয় ইংরিজি ছবি। গ্রামের লোকদের কাছে হিন্দি বা ইংরিজির কোনও তফাত নেই, হিন্দি ফিলমেরও বেশির ভাগ কথাই তারা বোঝে না, জেনারেটারের আওয়াজের জন্য সংলাপ ভাল শোনাও যায় না। দরকারই বা কী, চলন্ত ছবিই যথেষ্ট। তবে ইংরিজি ছবির টিকিটের দাম বেশি হবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। হিন্দি ছবিতে তবু নীলজলে সাঁতার কাটার সময় যুবতীদের পরনে একটা জাঙ্গিয়া থাকে, বুকটাও খানিকটা বাঁধা, ইংলিশ ছবিতে মেম সাহেবদের সে বালাই নেই। তারা কথায় কথায় চুমো খায়। ওমা ওমা, ওরা ঘরের মধ্যে সব জামা-কাপড় খুলে ফেলে ওই সব শুরু করে, তাও দেখাবে। অনেক গ্রামের লোক ওই সময় মুখ ঢেকে ফেলে লজ্জায়। তারপর আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটু একটু করে দেখে। ওই সব সাহেব মেম, ওরা কত বড়লোক, কত সরেশ খাবার খায়, কী ফর্সা চকচকে ওদের গা, তারা কত দূরে থাকে, তবু তাদের বেহায়াপনা, তাদের ঘরের ভেতরকার সব গোপন ব্যাপার দেখে ফেলছে ঝিকড়দা, রথতলা, জামিমপুর, তিনঘড়িয়া, বোয়াসিয়া গ্রামের মানুষেরা। যে-সব মানুষদের সারা বছর অন্ন নেই, শীতে বস্ত্র নেই, সন্ধের পর আলো নেই, তাদেরও মাত্র সামান্য কটা টাকায় এই সব দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়! কী আজব কলই বেরিয়েছে আজকাল। ধন্য ধন্য তুমি আবদুল খালেক, তুমি ব্যবস্থা না করলে তো এ সবকিছুই দেখা হত না।

চটে ঘেরা জায়গাটার পেছনেই চুল্লির ঠেক। তার পাশে জুয়ার বোর্ড, সেখানে একটা হ্যাজাক বাতি জ্বলে। যার যেমন ইচ্ছে ফুর্তি কর। ইচ্ছে করলে তুমি চুল্লির বোতল নিয়েও পার্লারে ঢুকতে পার, চুমুক দেবে আর দেখবে। খুব উত্তেজক দৃশ্যে হাততালি দিয়ে উঠতে পার, তার বেশি হল্লা করলে গাট্টু তোমাকে বার করে দেবে। মাতালদের বেয়াদপি সে সহ্য করে না।

অনেকটা রাস্তা আসতে বনমালী আর সতীশের বেশ পরিশ্রম হয়েছে, আগেকার নেশা প্রায় হাওয়া হবার উপক্রম, তারা প্রথমে এক বোতল চুল্লু ঝটাকসে উড়িয়ে দিল। পার্লারে একটা শো চলছে, শেষ না হলে ঢুকতে পারবে না। সুতরাং আর একটা বোতলও নিতে হল। খুব ঝাল ঝাল আলুর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দমের চাট পাওয়া যায় এখানে। ঝাল খাবারের গুণ এই, একটু খেলে আরও খেতে ইচ্ছে করে। সতীশের কাছে টাকা নেই, তার মুখে কিন্তু কিন্তু ভাব। কিন্তু বনমালী আজ দিলদরিয়া!

একটা হিন্দি ফিল্‌ম দেখে বেরিয়ে আসার পর বনমালী বলল, আর একটা খাবি?

সতীশ বলল, এবার বাড়ি গেলে হয় না?

বনমালী বলল, তুই শালা কবে থেকে মাগভেড়ুয়া হলি? এরপর ইংলিশ ছবিতে মেম সাহেবদের ... দেখব। তার আগে একটু জুয়ার বোর্ডে বসি!

লুঙ্গির ট্যাঁকে সগর্বে চাপড় মেরে সে বলল, ভয় পাসনি, রেস্ত আছে, আমার কাছে অনেক রেস্ত আছে!

চার

বিশ্বরূপের যাবার কথা ফলতা ইনডাস্ট্রিয়াল জোনে। সেখানে একটা এক্সপোর্ট ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা আছে, কিন্তু জমি নিয়ে কিছুটা জটিলতা দেখা দিয়েছে। গভর্নমেন্টের কর্তাব্যক্তিরা খবরের কাগজে ভাষণ দেন উদার ভাবে, আসল কাজ করতে গেলে দেখা যায়, সেখানে নানা রকম লালফিতের ফ্যাকড়া।

সকালবেলা ভালভাবে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়েছে বিশ্বরূপ, দুপুরে সে কিছুই খায় না। খালি পেটে, খানিকটা খিদে খিদে ভাব থাকলে কাজের উৎসাহ বাড়ে। মফঃস্বলের ছোটখাটো হোটেলে যেতে তার ঘেন্না ঘেন্না করে, সব সময় মনে হয় ওদের রান্নাঘরগুলি দারুণ নোংরা। চা খায় মাটির খুরিতে। আজকাল অবশ্য মাটির খুরি প্রায় উঠেই যাচ্ছে, রেল স্টেশনেও কাগজের গেলাস।

ফিয়াট গাড়িটা নিজেই চালায় বিশ্বরূপ। এইটা তার শখের গাড়ি। একজন ড্রাইভারও আছে, সে অ্যাম্বাসেডারটা চালায়, সে গাড়িটা শ্রুতিই বেশি ব্যবহার করে। প্রায় দু'মাস হল শ্রুতি চলে গেছে সল্ট লেকে, সে বাড়িটা শ্রুতির দাদার। দাদা থাকেন জার্মানিতে, বাড়িটা এতদিন ফাঁকাই পড়ে ছিল। শ্রুতির সঙ্গে তার এই বিচ্ছেদ চূড়ান্ত ছাড়াছাড়ির পর্যায়ে যাবে কিনা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। বিশ্বরূপ নিজে চাইলেও দেখা করতে রাজি হয় না শ্রুতি, ওর জেদ বড় বেশি।

ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে তারাতলার মোড় পেরুবার খানিক পরেই দেখা গেল, রাস্তার মাঝখানে অনেক লোক বসে আছে। গাড়ি যেতে দিচ্ছে না। আজ বেহালা বন্‌ধ! কেন? কাল বিকেলবেলা মিনিবাসে একটি স্কুলের মেয়ে চাপা পড়েছে এখানে।

মিনিবাসগুলো ডাকাতের মতন চলাফেরা করে। সব পায়ে হাঁটা মানুষ, এমনকি অন্য সব গাড়িকেও যেন বাধ্য হয়ে মিনিবাসের জন্য রাস্তা ছেড়ে দিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হবে। বিশ্বরূপ কখনও মিনিবাসে চাপে না। কিন্তু গাড়ির চালক হিসেবে মিনিবাসের ওপর তার খুব রাগ। যখন তখন পেছনে এসে গাঁক গাঁক করে। একটা স্কুলের মেয়েকে মেরে ফেলেছে, খুবই দুঃখের কথা, সে জন্য মিনিবাসদের শাস্তি দেওয়া হোক। কলকাতা শহরে যত লোক চাপা পড়ে, তার মধ্যে বেশির ভাগই মিনিবাসের চাকার তলায়। অন্য গাড়িগুলোকে আটকানো হচ্ছে কেন এখানে ?

কলকাতা শহরের একটা এত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, হঠাৎ সারাদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গেলে কত কাজের ক্ষতি হয় তা কেউ বোঝে না ? ওদিকে যাবার এই একটাই তো রাস্তা। আজকাল প্রায়ই যে-কোনও অভিযোগে পাড়ায় পাড়ায় রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। এই সব দেখলে বিদেশিরা এখানে কারখানা খুলতে আসবে ?

সামনের একটা গাড়ি বুঝি জোর করে এগোতে গিয়েছিল, তার ওপর ইট-পাটকেল ছোঁড়া হচ্ছে। ঝনঝন করে ভাঙছে কাচ। বিশ্বরূপ তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। আজ আর ফলতায় যাবার কোনও আশা নেই।

ফলতায় একটা কাজের কথা ভেবে বিশ্বরূপ বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, সেখানেই সারা দিন কাটাবার কথা, সেখানে যাওয়া হল না, তা হলে কি বিশ্বরূপ নিজের অফিসে ফিরে গিয়ে অন্য কাজে মন দেবে ? সব সময় জীবন এমন সরল অঙ্কে চলে না। দোষ করেছে একটা মিনিবাস, তাতে আমার কেন কাজ নষ্ট হবে ? এই ক্ষোভটা বিশ্বরূপের মনের মধ্যে ধোঁয়াতে লাগল। সে গাড়ি চালাচ্ছে অন্যমনস্কভাবে।

কিছু পরে প্রশ্নটা বদলে গেল। আমি কোনও দোষ করিনি, তবু শ্রুতি কেন সংসার ভাঙতে চাইছে ? বিশ্বরূপ সকাল নটায় বাড়ি থেকে বেরোয়, রাত নটার আগে কোনওদিন ফেরে না, এটাই তার নামে অভিযোগ। সে কোনও মদের আড্ডায় যায় না, অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে গোপনে দেখা করে না, জুয়া খেলে না, অফিসই তার ধ্যান জ্ঞান। কাজের পাগলামি তার দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু এত কাজ কি সে শুধু নিজের জন্য করে ? মেয়ে পড়ছে দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে, ছেলে দার্জিলিঙে, বাড়িতে দুটো গাড়ি, ঠাকুর-চাকর, বাবার আমলের সমস্ত ঠাট-বাঁট তাকে চালিয়ে যেতে হয়। অথচ বাবার আমলের কনসালটেন্সি ফার্মটা প্রায় বসে ছিল, একজন পার্টনার নিয়ে বিশ্বরূপ কোনওক্রমে সেটাকে আবার চাঙ্গা করে তুলেছে। এখনও বাজারে তার কয়েক লাখ টাকা ধার, শ্রুতি তার কিছুই জানে না।

ঠিক আছে, আজ শ্রুতির কাছে গিয়ে সে নিঃশর্তে ক্ষমা চাইবে। তার হাত ধরে বলবে, নিজের ঘরে ফিরে এসো। আজ আর অফিস যাব না, রাত্তিরে কোনও ভাল রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাব। ছেলেমেয়েরা এখনও কিছু জানে না, তারা জানবেও না।

শ্রুতির দাদার বাড়িতে বিশ্বরূপ আগে দু'বার এসেছে, তবু সল্ট লেকের রাস্তা

www.BanglaBook.org

গুলিয়ে যায়। খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরির পরে চোখে পড়ল হলুদ রঙের দোতলা বাড়িটি। ওপরের সব ঘরের জানলা বন্ধ। দিনের বেলা কোনও বাড়ির সব জানলা বন্ধ দেখলে ভুরু কুঁচকে আসে।

এক চিলতে বাগান, তার জন্য লোহার গেট। সেই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে এ বাড়ির কেয়ারটেকার অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলছে। বিশ্বরূপকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে সে বলল, দিদি তো নেই, কাল দার্জিলিং চলে গেছে। কার সঙ্গে গেল ? একজন খুব ফর্সাপনা দিদিমণির সঙ্গে, প্রায়ই এখানে আসে।

দার্জিলিং গেল, একবার একটু জানিয়েও গেল না ? ডিভোর্স হয়নি, লিগ্যাল সেপারেশন হয়নি, এমনকি কথাবার্তাও বন্ধ হয়নি। শুধুই রাগারাগি। একবার টেলিফোনেও বলে দিতে পারত না ! এই কেয়ারটেকারটির সামনে বিশ্বরূপকে বোকা সাজতে হল। বউ গেছে দার্জিলিং বেড়াতে, স্বামী তা জানে না।

এরপর কি আর কোনওদিন বিশ্বরূপ শ্রুতির হাত জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইতে পারবে ?

চুলোয় যাক অফিস। উচ্ছন্নে যাক। পাওনাদাররা সব কিছু ক্রোক করে নিক। বিশ্বরূপ এখন এমন কোথাও চলে যেতে চায়, যেখানে কেউ তার খোঁজ পাবে না।

গাড়িতে তেল ভরে নিয়ে একটানা পাঁচ ঘণ্টা চালাল বিশ্বরূপ। মাঝখানে একবার শুধু পাঞ্জাবি ধাবায় চা খেয়ে নিয়েছে। ওদের বললে এখনও বড় ভাঁড়ে চা দেয়।

কৃষ্ণনগর শহরে না ঢুকে ডান দিকের রাস্তা দিয়ে বেঁকে আরও প্রায় এক ঘণ্টা। গড়বন্দীপুরে যখন সে পৌঁছল, তখন বেলা প্রায় তিনটে। বান্ধব সমিতিতে পৌঁছনোর আগেই রাস্তায় পাগলার সঙ্গে দেখা। সে নাচ দেখাচ্ছে। সত্যি একটা গ্র্যাজুয়েট ছেলে। প্যান্ট-শার্ট পরা, দুপুর রোদ্দুরে বটগাছ তলার বাঁধানো বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে নাচছে, আর কিছু লোক গোল হয়ে ঘিরে তালে তালে হাততালি দিচ্ছে। সাধে কি লোকে ওকে পাগলা বলে ?

বিশ্বরূপের গাড়িটা ওকে পেরিয়ে চলে গিয়েছিল। আবার ব্যাক করে এল। একটা সিগারেট ধরিয়ে নাচ দেখতে লাগল। শুধু নাচ না। তার সঙ্গে গানও গাইছে পাগলা। বাউলদের মতন ভোলা মন বলে লম্বা টান দিচ্ছে।

বিশ্বরূপের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পাগলা মাঝপথে গান থামিয়ে লাফিয়ে নেমে এল, বলল, বিশ্বদা ? কখন এলে ?

বিশ্বরূপ বলল, যথেষ্ট পাগলামি হয়েছে, গাড়িতে ওঠ।

দ্বিরুক্তি না করে সে বিশ্বরূপের পাশে বসে পড়ল।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বিশ্বরূপ বলল, ওখানে ওটা কী হচ্ছিল, অ্যাঁ ? তোর মাথাটা কি একেবারে গেছে ?

পাগলা বলল, গান শোনাচ্ছিলাম। আমি একটা গান তৈরি করেছি, নিজে লিখে সুর দিয়েছি, সেটা কেমন হয়েছে, লোককে শোনালে তো বোঝা যাবে !

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমনি এমনি লোকে গান শোনে না। আগে কয়েক পাক নেচে নিলে ভিড় জমে।

—রাস্তায় ডিগবাজি খেলে আরও বেশি ভিড় জমবে।

—তুমি ঠাট্টা করছ ? জান, বিশ্বদা, বাউল কমে যাচ্ছে ? আজকাল আর আমাদের এদিকে বাউল দেখাই যায় না।

—তাই নাকি ? তাতে কী ক্ষতি হয়েছে ?

—বাঃ বাউল থাকবে না ? জান, আগে এখানে কত সারি গান, জারি গান হত, বোলান, ঝুমুর, এসব আমরা ছোটবেলায় কত শুনেছি। এখন আর কেউ গায় না। পয়সা পায় না, কেউ মুজরো দেয় না। এখন সেই লোকগুলো রিক্সা চালায়, স্টেশনে কুলিগিরি করে, তাদের ছেলেমেয়েরা ওসব গানের গাও জানে না। অথচ এগুলো আমাদের ফোক কালচারের অঙ্গ নয় ? সব নষ্ট হয়ে যাবে। তাই আমি ঠিক করেছি, বাড়ি ছেড়ে বাউল হয়ে বেরিয়ে যাব। একটা সাধনসঙ্গিনী জুটিয়ে নেব, তারপর আমাদের অন্তত এগারোটা ছেলেমেয়ে হবে।

—একেবারে ফুটবল টিম ?

—না, না, খেলাফেলা নয়, ওদের আমি বাউল ধর্মে দীক্ষা দেব, গান শেখাব।

—ঠিক এগারোটা কেন ?

—আমার বাবার দশটা ছেলেমেয়ে ছিল, সাতজন বেঁচে আছে। বাপের ওপর টেক্কা দিতে হবে তো !

—এতগুলো ছেলেমেয়ের খাওয়া জুটবে কোথথেকে !

—চিনি জোগাবেন চিন্তামণি। এতজন মিলে একটা নাচগানের পার্টি খুললে পয়সা পাওয়া যাবে না ? যদি না যায়, ট্রেনে ট্রেনে গান গেয়ে ভিক্ষে করব। সম্পূর্ণ ডি-ক্লাসড হয়ে যাব ! একটা তোমার হাই-ক্লাশ সিগ্রেট দেবে বিশ্বদা ?

প্যাকেটটা বার করে দিয়ে বিশ্বরূপ বলল, নে। প্যাকেটটা তোর কাছেই রেখে দে, আমার আরও আছে। তোর সাধনসঙ্গিনী ঠিক হয়ে গেছে ?

একগাল হেসে পাগলা বলল, সেটা কোনও সমস্যাই নয়। কাকে ছেড়ে কাকে নিই, সেই হচ্ছে কথা ! এদেশে আর যা কিছুরই অভাব থাক, মেয়ের অভাব নেই। তুমি বান্ধব সমিতিতে যাচ্ছ ?

—তা ছাড়া এখানে আর কোথায় যাব ? প্রফুল্লকে কথা দিয়েছিলাম আসব, সময়ই পাই না। কাজের এত চাপ। এলে অবশ্য ভালই লাগে।

—শ্রুতিদি এল না ?

—না। সে নেই, মানে, কলকাতার বাইরে গেছে বেড়াতে।

—প্রফুল্লদা আমার ওপর রেগে আছে। গেলেই ধাতানি দেবে।

—কেন রেগে আছে কেন ?

www.BanglaBook.org

—আমাকে কী যেন একটা দায়িত্ব দেবে বলেছিল। জান তো, আমার কাঁধটা কেমন যেন পিছলা। কেউ কোনও দায়িত্ব চাপালেই গড়িয়ে পড়ে যায়।

—প্রফুল্ল কখনও কাউকে ধাতানি দেয় ?

—ওই যে কিছু বলে না, মেজাজ খারাপ করে না, শুধু চুপচাপ চেয়ে থাকে, তাতেই বুকটা গুড়গুড় করে। শোনো বিশ্বদা, তোমাকে বলি, প্রফুল্লদা কিন্তু ডেঞ্জারাস জীবন কাটাচ্ছে। বিষ্টু হাজরার পেছনে লাগতে গেছে। সে ভয়ঙ্কর লোক, কোনদিন প্রফুল্লদাকে জানে মেরে দেবে তার ঠিক নেই। প্রফুল্লদা আমাদের কথা তো শুনবে না, তুমি কিছুদিন ওকে চুপচাপ থাকতে বলো।

—বিষ্টু হাজরাটা আবার কে ?

—সে এক সময় ট্রেনে চা বিক্রি করত। তারপর কী করে যেন একটা মস্ত বড় দলের সর্দার হয়ে গেছে। এ তল্লাটে যতগুলো চুল্লুর ঠেক আছে, সব বিষ্টু চালায়। ওর দলে অনেক গুণ্ডামার্কা ছেলে আছে, যারা কথায় কথায় মানুষ খুন করতে পারে।

—চুল্লু কী রে ?

—তোমরা শহরের বড়লোকরা কিছুই জানো না ? চুল্লু হচ্ছে চোলাই মদ, গুড় থেকে হয়। গ্রামের লোক তো হুইস্কি-ব্র্যান্ডি-রাম চেনে না। তারা সব চুল্লুই খায়। গভর্নমেন্টকে এক পয়সা ডিউটি দিতে হয় না, যারা চুল্লুর কারবারি তারা মোটা লাভ করে।

—গভর্নমেন্ট এক্সসাইজ ডিউটি পায় না, তো চুল্লু বন্ধ করে দেয় না কেন ?

—তুমি কী সরল লোক গো, বিশ্বদা ! গভর্নমেন্ট চাইলেই সব কিছু বন্ধ করতে পারে ? চুরি-ডাকাতি-স্মাগলিং-মেয়ে বিক্রি বন্ধ হয় কখনও ? বন্ধ করবে কে, পুলিশ তো ? বিষ্টু হাজরার মতন লোকেরা যদি পুলিশের পকেটে নিয়মিত টাকা গুঁজে দেয়, তা হলে বন্ধ করতে যাবে কেন ?

—তা হলে প্রফুল্ল বন্ধ করবে কী করে ?

—ওইটাই তো প্রফুল্লদার গোঁয়ার্তুমি ! গ্রামে গ্রামে সোস্যাল ওয়ার্ক করছে করুক, ওই সব ক্রিমিন্যালদের ঘাঁটানোর কী দরকার ! এর মধ্যে পরশুদিন প্রফুল্লদা পুলিশ নিয়ে গিয়ে পাঁচটা চুল্লুর ঠেক ভাঙিয়ে দিয়েছে। কাল সন্ধেবেলা আমি মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছি, একটা ছেলে পাশ দিয়ে হনহন করে হেঁটে যেতে যেতে বলে গেল, এই তোর গুরুকে বারণ করে দিস। এরপর একদিন ছ'ইঞ্চি হাইট কমে যাবে।

—ব্যাপারটা বুঝলাম না। তুই বললি, পুলিশ কিছু করে না। আবার বলছিল, প্রফুল্লর কথা শুনে ওই ঠেকগুলো ভেঙে দিল ?

—বুঝলে না, এটা পুলিশের খেলা। মাঝে মাঝে লোক দেখাবার জন্য কয়েকটা জায়গা ভেঙে দেয়। আগে থেকে বিষ্টু হাজরাকে খবর দিয়ে রাখে, যাতে ওই সব জায়গায় বেশি মাল না রাখে। পুলিশই তো মাঝে মাঝে কিছু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোর-ডাকাতও ধরে, ধরে না ? সরকারকে বুঝ দিতে হবে তো। আর বেশির ভাগ জায়গায় পুলিশ ইচ্ছে করে ডাকাতদের পালাবার সময় দেয়, তারপর সেখানে উপস্থিত হয়ে হম্বিতম্বি করে। শহরের পুলিশরা সব সময় খবরের কাগজওয়ালাদের নজরে থাকে, কিন্তু মফস্বলে কী যে চলছে, তা তোমরা ধারণাই করতে পারবে না।

—নদীয়ার এস পি আমার বিশেষ বন্ধু। আমি জানি, সে পারফেকটলি অনেস্ট।

—আরে কিছু কিছু এস পি কিংবা এস ডি পিও কিংবা অন্য অফিসাররা অনেষ্ট থাকে তো বটেই, কিন্তু তারা কী করবে ? নীচের তলায় লোকদের সামলাবার ক্ষমতা তাদের নেই। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখ, যখন রিটায়ার করে, তখন পুলিশের কোনও এস পি'র চেয়ে কোনও কোনও থানার দারোগার অনেক বেশি টাকা। এ কী, তুমি পেরিয়ে যাচ্ছ, ডানদিকে ঘোরাও।

বান্ধব সমিতি সাইনবোর্ড নেইই। আলাদা আলাদাভাবে ছড়ানো গোটা পাঁচেক টালির ঘর, মাঝখানে উঠোন। চারদিকটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা। পেছনে একটা বড় পুকুর। এত বেলাতেও জায়গাটা বেশ সরগরম। তাঁতের কাপড় বোনা, মাদুর বোনা, মাশরুম চাষ, লেবুর আচার তৈরি এই সবের ট্রেনিং চলছে। এ সবই সরকারি উদ্যোগ। সরকারের এ রকম অনেক পরিকল্পনা থাকে। সেই সব খাতে টাকার বরাদ্দও হয়, কিন্তু কাজ হয় না, টাকা খরচও হয় না। প্রফুল্ল, সরকারের দফতরের দফতরে ঘুরে নির্দিষ্ট অফিসারদের বোঝায়। সে বলে, আমি ট্রেনিং-এর জায়গা দিচ্ছি, গ্রাম থেকে সত্যিকারের অভাবী মানুষদের এনে দিচ্ছি, আপনারা শুধু দয়া করে এসে ট্রেনিং দিয়ে যান।

প্রথম প্রথম সরকারি দফতরগুলিকে বোঝানো খুব সহজ হয়নি। এদের একটু নড়াচড়া করতেই অনেক সময় লাগে। নাছোড়বান্দা প্রফুল্লর পাল্লায় পড়ে দু'-একজন বিবেকসম্পন্ন অফিসার এসে দারুণ বিস্মিত হয়েছে। সবাই জানে, সোসাল ওয়ার্ক-এর নামে কিছু লোক গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ায়, সেমিনারে বক্তৃতা করে, বিদেশেও যায়। কিছু কিছু গঠনমূলক কাজ তারা করে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে নয়। তা ছাড়া আমি করছি, আমি করছি ভাবটা থাকেই। এমনকি অনেক কো-অপারেটিভ সোসাইটিতেও টাকা ফাঁক হয়ে যায়।

কিন্তু বান্ধব সমিতি সব দিক থেকে ব্যতিক্রম। এরা সরকারি টাকা ছোঁয় না। প্রফুল্ল সরকারি অফিসারদের বলে, আপনারা বেনিফিশিয়ারিদের হাতে সরাসরি বৃত্তি হিসেবে যা দিতে চান তুলে দিন। আমরা শুধু জায়গা দিচ্ছি, আমাদের কর্মীরা প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা করে দেবে, সে জন্যও তাদের কোনও টাকা দিতে হবে না। এমনকি বান্ধব সমিতির নামও না দিলে চলবে, সবই আপনাদের নামে হবে।

প্রফুল্ল নিজেকে জাহির করে না। সে আড়ালে আড়ালে থাকে। সে

www.BanglaBook.org

খবরের কাগজে নাম তুলতে চায় না। তার নিজের জন্য কিংবা প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনওই চাহিদা নেই। এই ধরনের অনেক প্রতিষ্ঠানই বিদেশি সাহায্য পায়। প্রফুল্ল সে রকম চেষ্টা তো কখনও করেইনি, বরং ও কথা শুনলেই আঁতকে ওঠে। সে ওরকম কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দেখেছে। তার ধারণা, বিদেশি অর্থ এলে কাজের কাজ যাই-ই হোক, কর্মীদের চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। তারা লোভী হয়ে পড়ে। বান্ধব সমিতিতে লোভীদের কোনও স্থান নেই।

গড়বন্দীপুরে অধিকাংশ মানুষের কাছে প্রফুল্ল একটা বিরাট ধাঁধা। সে একজন শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান মানুষ, সহজ-স্বাভাবিকভাবে কথা বলে, হাসে, অথচ তার কি নিজের জন্য কিছুই চাইবার নেই। টাকা-পয়সায় লোভ না থাকতে পারে, কিন্তু সে খ্যাতিও চায় না ? নেতা হতে চায় না ? একটা রাজনৈতিক দল তাকে একবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়াবার টোপ দিয়েছিল। প্রফুল্ল হেসে বলেছিল, দূর, ওসব আমার পোষাবে না।

একজন সুস্থ পুরুষ মানুষের মেয়েদের প্রতি আকর্ষণও থাকবে না ? অনেক ক্লাবে, অনেক সেবা প্রতিষ্ঠানে গোপনে গোপনে প্রেমের বৃন্দাবন বসে যায়। বান্ধব সমিতিতে কর্মীদের মধ্যে বেশ কয়েকটি মেয়ে আছে, ট্রেনিং নিতেও অনেক মহিলা আসে। রাজনৈতিক দলগুলি বেশ ভাল করে খোঁজখবর নিয়েছে। প্রফুল্ল মেয়েদের সঙ্গে নটঘট করে কিনা। প্রফুল্লর যে-কোনও দুর্বলতার সন্ধান পেলে তারা ছাড়ত না। কিন্তু প্রফুল্ল মেয়েদের সঙ্গে ঠিক ছেলেদের মতনই সমান ব্যবহার করে। কাজে গাফিলতি হলে সে ছেলেদের যেমন ধমক দেয়, মেয়েদেরও বকুনি দিতে ছাড়ে না। সে কোনও ছেলের কাঁধে হাত দেয় না, কোনও মেয়েকেও কক্ষনও জড়িয়ে ধরে না।

দু'-চারজন লোক মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করেছে, হ্যাঁ মশাই, আপনি যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, এতে আপনি কী পান ?

প্রফুল্ল সংক্ষেপে উত্তর দেয়, আমি খানিকটা আনন্দ পাই।

কিছু মানুষ ব্যাঙ্কে টাকা জমিয়ে আনন্দ পায়, কিছু লোক একটা সুন্দর বাড়ি বানিয়ে আনন্দ পায়। কোনও রূপসী রমণীকে জয় করে আনন্দ পায়, মানুষের মাথায় চড়ে জননেতা হয়ে আনন্দ পায়, ছবি এঁকে, গান গেয়ে, কবিতা লিখে আনন্দ পায়, নিজের সংসারের শ্রীবৃদ্ধিতে আনন্দ পায়, মানুষকে ঠকিয়ে আনন্দ পায়, অন্যের খ্যাতি নষ্ট করে আনন্দ পায়। আনন্দের কি শেষ আছে ? একজন মানুষ শুধু কিছু অসহায়, দরিদ্র, বোবা, অন্ধের মতন মানুষকে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধান দিয়ে আনন্দ পেতে পারে না ? এই আনন্দ কি এতই দুর্বোধ্য ?

বিশ্বরূপ একবার প্রফুল্লকে বলেছিল, তুই কয়েকখানা গ্রামের কিছু লোককে ট্রেনিং-ফ্রেনিং দিয়ে সমাজটা পাল্টাতে পারবি ? এতে সারা দেশের কী কাজ হবে ?

প্রফুল্ল জিভ কেটে বলেছিল, কী যে বলিস ! সারা দেশের সমস্যা নিয়ে মাথা

www.BanglaBook.org

ঘামাবার জন্য কত বড় বড় লোক, মস্ত বড় বড় মাথা আছে। আমি সামান্য লোক, ছোট্ট মাথা, আমি পাঁচ-দশজন লোক নিয়ে থাকি। যদি তাদের জীবনটা কিছুটা সহজে বেঁচে থাকার যোগ্য করে দিতে পারি। সেটাই যথেষ্ট। মনে কর কার্তিকের কথা। কার্তিক ছেলেটাকে তুমি যদি সাহায্য না করতে, সে কোথায় নষ্ট হয়ে হারিয়ে যেত। তোমার জন্য সে এখন দু'পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। এটা জেনে তোমার ভাল লাগে না ?

এই কার্তিক নামে ছেলেটার সূত্রেই বান্ধব সমিতির সঙ্গে বিশ্বরূপের যোগাযোগ সে প্রায় বছর সাতেক আগেকার কথা। প্রফুল্ল কলেজ জীবনে বিশ্বরূপের সহপাঠী ছিল কয়েক বছর। বি কম পাশ করার পর বিশ্বরূপ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টটেন্সি পড়তে যায়, প্রফুল্ল আর পড়েনি, কী যেন একটা চাকরি জুটিয়েছিল। বিশ্বরূপ দু'বছর লন্ডনে কাটিয়ে এসে পৈতৃক ফার্মে যোগ দিয়েছে, প্রফুল্ল তখন তার ঘনিষ্ঠ বৃত্ত থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। তারপর কখন যে প্রফুল্ল চাকরি-বাকরি ছেড়ে সীমান্তের কাছে একটি গ্রামে সমাজ সেবার কাজে জড়িয়ে পড়েছে, তা সে জানত না।

একদিন প্রফুল্ল তার অফিসে এসে হাজির, সেই বছর সাতেক আগে। একটা প্যান্ট আর ছেঁড়া শার্ট পরা, কিন্তু মুখখানা খুব উজ্জ্বল। কলেজ জীবনে বেশ বন্ধুত্বই ছিল, এক সঙ্গে বই বদলা-বদলি করে পড়েছে, নাটক দেখতে গেছে, কলেজের নাটকে অংশগ্রহণও করেছে দু'জনে। এখন প্রফুল্লকে দেখলেই বোঝা যায়, তার সঙ্গে বিশ্বরূপের ব্যবধান হয়ে গেছে অনেকখানি।

দু'-চার মিনিট পুরনো গল্প করার পরই প্রফুল্ল বলেছিল, ভাই বিশ্ব, তোর কাছে এসেছি একটা বিশেষ কারণে। তোকে প্রতি মাসে আড়াইশোটা করে টাকা দিতে হবে।

প্রফুল্লকে প্রথম দেখেই বিশ্বরূপের মনে এই আশঙ্কা জেগেছিল। নিশ্চয়ই ওর চাকরি নেই, বেকার থাকতে থাকতে আরও গরিব হয়ে গেছে, এতদিন পর সাহায্য চাইতে এসেছে। পুরনো সম্পর্কের জের ধরে যদি কেউ এসে টাকা চায়, তখন বন্ধুত্বটাই একটা বোঝার মতন মনে হয়।

গলায় ঝাল মিশিয়ে বিশ্বরূপ বলেছিল, আড়াইশো টাকা ? তাও প্রতি মাসে মাসে ? টাকা বুঝি গাছে ফলে ?

প্রফুল্ল হেসে বলেছিল, না গাছে ফলবে কেন ? অনেকের কাছে আড়াইশো টাকা অনেক টাকা, আবার অনেকের কাছে এমন কিছুই না। কেউ আড়াইশো টাকায় সারা মাস খরচ চালিয়ে দেয়, কেউ এক সন্ধেবেলা চাইনিজ রেস্তোরাঁয় গিয়ে আড়াইশো টাকার অনেক বেশি উড়িয়ে দেয়, তাই না ? তোকে একটা ছেলের লেখাপড়ার ভার নিতে হবে। মোটামুটি আড়াইশো টাকাই লাগবে, খাওয়া-পরারও তো খরচ আছে।

—একটা ছেলের পড়াশুনোর ভার নিতে হবে ? কেন ? কার ছেলে ?

—তুই কি ভাবছিস আমার ? নারে বিশ্ব, আমি বিয়ে করিনি। আমি তো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখন একটা গ্রামে থাকি। সেই গ্রামে একটা অনাথ আশ্রম ছিল। দশ-বারোটা ছেলে সেখানে থেকে পড়াশুনো করত। এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোক সেই অনাথ আশ্রমটা চালাতেন, হঠাৎ তাঁর কী খেয়াল হল, তিনি সেটা তুলে দিয়ে সেখানে একটা কালী মন্দির বানিয়ে ফেললেন। ছেলেগুলো ছন্নছাড়া হয়ে কোথায় হারিয়ে গেল। একদিন দেখি ওদের মধ্যে একটা ছেলে, তার নাম কার্তিক, সে একটা চায়ের দোকানে কাজ করছে। ওই দোকানেই শোয়, মালিক কথায় কথায় তাকে বকে, মারে। অথচ কার্তিকের লেখাপড়ায় মন ছিল, ক্লাশ এইটে উঠেছিল। কার্তিককে আমার কাছে এনে রেখেছি, তুই ওকে অ্যাডপ্ট কর।

—দেশে তো এ রকম লক্ষ লক্ষ গরিব ছেলে আছে। সরকার কিছু ব্যবস্থা না করলে আমরা কী করতে পারি ?

—তোকে তো লক্ষ লক্ষ ছেলের দায়িত্ব নিতে বলছি না। শুধু কার্তিকের জন্য বলছি। তোর এত বড় অফিস, তুই আড়াইশো টাকা করে দিতে পারবি না ?

—যত বড় অফিস দেখছিস, খরচও তেমন। আমি নানা ব্যাপারে জড়িয়ে আছি। সরি প্রফুল্ল, তোর অনুরোধ রাখতে পারছি না।

—তা হলে আমি কাল আসব !

—তুই আমার কথা বুঝতে পারছিস না।

—আমি ঠিকই বুঝতে পারছি। তুই আজ রাজি না হলে আমি কাল আসব। পরশু, তরশু, তার পরের দিন। রোজ একই কথা বলে তোর কান ঝালাপালা করে দেব। অফিসে যদি আমার ঢোকা বন্ধ করে দিস, আমি তোর বাড়িতে যাব। তোকে দিতেই হবে !

এই বলে খুব হাসতে শুরু করেছিল প্রফুল্ল। যেন সে বিশ্বরূপকে খুব একটা প্যাঁচে ফেলেছে।

দু'দিন পর, রবিবার বিকেলে সে সত্যিই বাড়িতে গিয়ে হাজির। শ্রুতির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলল। শ্রুতিকে পুরো কাহিনীটা শুনিয়ে জিজ্ঞেস করল, বউদি, একটি ছেলে, পড়াশুনোয় মাথা আছে, সে কি সারা জীবন চায়ের দোকানে কাজ করে লাথি-ঝাঁটা খাবে ? আপনারা একটু সাহায্য করলে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। একজন মানুষের জীবনটা বদলে দিতে আপনার ইচ্ছে করে না ? আড়াইশো টাকা খুব বেশি ? একদিন মাত্র চাইনিজ রেস্তোরাঁয় খাওয়া বন্ধ করবেন।

এই সব ব্যাপারে শ্রুতির মন নরম। টাকাপয়সার হিসেবও ঠিক বোঝে না। সে বলেছিল, দিয়ে দাও না, আমাদের এমন কিছু অসুবিধে হবে না।

ভেতর থেকে টাকা এনে প্রফুল্লর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বিশ্বরূপ বলেছিল, আমি পাঠাতে-টাঠাতে পারব না। প্রতি মাসে লোক পাঠিয়ে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবি। নইলে আমার মনে থাকবে না।

প্রফুল্ল মাঝেই মাঝেই নির্মল ভাবে হাসে। সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলেছিল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার গল্প শুনেই রাজি হয়ে গেলি ? যদি কার্তিক নামে কোনও ছেলে না থাকে ? যদি সবটাই আমার বানানো হয় ? আমি তোদের ঠকিয়ে টাকা নিয়ে যাচ্ছি।

শ্রুতি একেবারে হতভম্ব, চোখ গোল গোল করে তাকিয়েছিল।

প্রফুল্ল বলেছিল, যাচাই না করে, না দেখে শুনে হুট করে এমনভাবে কাউকে টাকা দিতে নেই।

বিশ্বরূপ বলেছিল, কলেজ জীবন থেকে তোকে চিনি। সে সময় কোনও কোনও বন্ধু আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে শোধ দিত না। তুই কোনওদিন আমার কাছ থেকে এক পয়সা নিসনি !

প্রফুল্ল বলেছিল, তা হলেও মানুষ বদলে যায়। ওসব চলবে না। টাকা আমি নিজের হাতে নেব না। তোমাদের দু'জনকে একবার আমাদের ওখানে যেতে হবে। কার্তিকের সঙ্গে কথা বলবে। যদি তাকে তোমাদের পছন্দ হয়, তারপর টাকা দেবে।

প্রায় জোর করেই পরের রবিবার দু'জনকে ধরে নিয়ে গেল প্রফুল্ল। সেই প্রথমবার মনে হয়েছিল, গড়বন্দীপুর কত দূর, একেবারে ধাবধাড়া গোবিন্দপুর। শেষের দিকে রাস্তা বেশ খারাপ, গাড়িতে ছ'ঘণ্টা লেগে গেল, রাত্রে ফেরা হল না।

কার্তিক নামের কিশোরটিকে দেখেই ভাল লেগে গিয়েছিল। টানা-টানা দুটো চোখ, মুখখানা যেন নদীর পলিমাটি দিয়ে গড়া। দেখলেই মায়া হয়। কথাবার্তাও নম্র ধরনের। এই ছেলে মফস্বলের চায়ের দোকানের বেয়ারা হয়ে সারা জীবন কাটাবে ? শ্রুতি খুব ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। শুধু টাকা নয়, তার জন্য নিয়মিত জামা-কাপড়, কিছু কিছু খাবারও পাঠানো হত। শ্রুতি আর বিশ্বরূপ এর মধ্যে অনেকবার গেছে বান্ধব সমিতিতে। কলকাতায় দু'বার চ্যারিটি শো করে বেশ কিছু টাকাও তুলে দিয়েছে এই সমিতির জন্য।

সেই কার্তিক হায়ার সেকেন্ডারিতে দুটো লেটার পেয়ে পাশ করেছিল, সদ্য পার্ট টু পাশ করেছে হিস্ট্রি অনার্স নিয়ে। স্থানীয় একটা স্কুলে পড়াবার চাকরিও পেয়ে গেছে। তাতেই সে সন্তুষ্ট নয়, ডব্লু বি সি এস পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে, অবসর সময়ে সে বান্ধব সমিতির জন্য খাটে। স্কুলে চাকরি পাবার সঙ্গে সঙ্গে সে বিশ্বরূপকে জানিয়ে দিয়েছিল যে তার আর মাসে মাসে সাহায্যের দরকার নেই। ওই টাকাটা তিনি অন্য কোনও ছেলেকে দিতে পারেন ইচ্ছে হলে। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে সে একখানা শাড়ি কিনে নিয়ে শ্রুতিকে প্রণাম করতে গিয়েছিল। সেদিন শ্রুতি চোখের জল সামলাতে পারেনি !

কার্তিকের এই সাফল্যের জন্য প্রফুল্লর যেন কোনও কৃতিত্বই নেই। সে সবাইকে বলে বিশ্বরূপ আর শ্রুতি বউদিই তো কার্তিককে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, সে তো কিছু করেনি !

পুরনো বন্ধুবান্ধব বা পরিচিত জনদের কাছ থেকে এই রকম কিছু কিছু

www.BanglaBook.org

সাহায্য নেয় প্রফুল্ল। তা ছাড়া বান্ধব সমিতির পুকুরে মাছ চাষ হয়, হাঁস-মুর্গিও পালন করে, তা থেকে কর্মীদের খাওয়া-টাওয়া মোটামুটি চলে যায়। কিন্তু কেউ এক সঙ্গে বেশি টাকা দিতে চাইলে প্রফুল্ল নেয় না। তা নিয়ে একটা গল্প প্রচলিত আছে এখানে।

বান্ধব সমিতিতে একটা বাচ্চাদের স্কুলও আছে। গ্রামের যে-সব ছেলেমেয়েরা কোনও স্কুলেই যায় না, তাদের এখানে ধরে আনা হয়। প্রথম প্রথম প্রায় জোর করেই আনতে হয়, তারপর আস্তে আস্তে তারা স্কুলকে ভালবেসে ফেলে। এক সময় স্কুল বসত গাছতলায়। গোপাল সাপুই এখানকার একজন ব্যবসায়ী, একদিন এই পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, গাছতলার সেই স্কুল দেখে তাঁর বড় দয়া হল। আহারে, ওইটুকু-টুকু দুধের বাচ্চা, ওদের না জানি রোদ্দুরে-বৃষ্টিতে কত কষ্ট হয়!

তিনি প্রফুল্লকে ডেকে বললেন, আপনার ইস্কুলে এত ছেলেমেয়ে পড়ে, একটা পাকা বাড়ি তো এবার বানাতেই হয়। এটা আমাদেরই দায়িত্ব। আপনি এত কিছু করছেন, আমরা কিছু করব না? কত খরচ লাগবে একটা এস্টিমেট করুন, টাকাটা আমিই দেব। স্কুলটা আমার মায়ের নামে রাখবেন, তাতেই আমি সন্তুষ্ট!

প্রফুল্ল বিনীতভাবে বলেছিল, পাকা বাড়ি এখনই দরকার নেই। বেশ তো চলে যাচ্ছে।

গোপাল সাপুই বললেন, আরে মশাই, বর্ষাকালে কী করবেন? বাচ্চাগুলো যে পাঁঠা-ভেজা ভিজবে। না না, আপনি কাজ শুরু করে দিন, যত টাকা লাগে আমি দেব!

প্রফুল্ল বলেছিল, আপনি ইস্কুল বাড়ি বানিয়ে দিতে চান, কেতুগঞ্জ কিংবা ময়নামারিতে করে দিন। ওসব গ্রামে কোনও ইস্কুল নেই। এটা তো মোটামুটি চলছে, আরও কত জায়গায় ইস্কুল খোলার দরকার আছে।

গোপাল সাপুই বললেন, ওসব আমি জানি না। ওই জায়গাটা দেখে আমার মনে হল—

পরদিন গোপালবাবু একটা চামড়ার ব্যাগ নিয়ে ফিরে এলেন। রাতে তিনি মাকে স্বপ্ন দেখেছেন। আজই তিনি তাঁর ব্যবসার একটা পেমেন্ট পেয়েছেন বাহাত্তর হাজার টাকা, পুরো টাকাটাই তিনি বান্ধব সমিতির ইস্কুল গড়ার জন্য দিতে চান।

সে একটা দৃশ্য বটে। গোপালবাবু ঝোলা ব্যাগ থেকে গোছা গোছা একশো টাকার নোটের বান্ডিল বার করছেন আর প্রফুল্ল হাত জোড় করে বলছে, আমায় মাপ করুন, ও টাকা আমি নিতে পারব না। অন্য জায়গায় দিন।

প্রফুল্লর প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থা। সে দৃশ্য অনেকে দেখেছে, গড়বন্দীপুরে রিক্সাওয়ালা, দোকানদার, এমনকি ভিখিরিরাও সে কাহিনী জানে, এখনও প্রায়ই বলাবলি করে হাসাহাসি করে। একজন যেচে টাকা দিতে চাইছে, আর একজন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছুতেই নেবে না, এ রকম কথা ভূ-ভারতে কেউ কখনও শুনেছে ? ওই প্রফুল্ল লোকটা পাগল !

বিশ্বরূপ প্রফুল্লকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুই নিলি না কেন টাকাটা ? স্কুলের একটা পাকা বাড়ি হয়ে যেত। অন্তত একটা লম্বা হলঘর হলেও অনেক কাজে লাগত ! তোর না-নেবার যুক্তি কী ?

প্রফুল্ল মুচকি হেসে বলেছিল, সত্যি কথা স্বীকার করব ? আমার ভয় করছিল। অতগুলো ক্যাশ টাকা, কোথা থেকে এসেছে কে জানে ! যদি নোংরা টাকা হয়, তা দিয়ে কি বাচ্চাদের জন্য কোনও কিছু করা উচিত ? তা ছাড়া, যারা সেধে সেধে টাকা দিতে চায়, তারা নিশ্চয়ই পরে এসে অনেক কিছু দাবি করে। হয়তো বলত, ওর পছন্দ মতন মাস্টার ঠিক করতে হবে। ওর মায়ের জন্মদিনে ছুটি দিতে হবে। সে সব কি আমি মানতে পারি ? সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, তাই না ?

যারা সার্থক ব্যক্তি, তাদের অনেকে অনুসরণ করে। প্রফুল্লর এই যে নিজের জন্য কিছুই না চাওয়া, এটাকে সার্থকতা বলা যায় না, তবু এটাও আকৃষ্ট করে কিছু কিছু মানুষকে। দু'-তিনজন সরকারি অফিসার নিজেদের ডিউটি আওয়ারের বাইরে, এমনকি রবিবারেও বান্ধব সমিতিতে এসে কাজ করে যান। নিজেরাই প্রজেক্ট জোগাড় করে আনেন। একজন এস ডি ও নিজের পদমর্যাদা ভুলে গিয়ে প্রফুল্লর হাত থেকে কোদাল কেড়ে নিয়ে মাটি কুপিয়েছিলেন একদিন।

হাসপাতালের ডাক্তাররা মন দিয়ে রুগি দেখেন না, এই অভিযোগ সর্বত্র। অথচ সেই সেই সরকারি হাসপাতালেরই তিনজন ডাক্তার বান্ধব সমিতিতে সপ্তাহে তিনদিন ক্লিনিক চালিয়ে যান, একটা পয়সা নেন না। তাঁরা বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানিতে চিঠি লিখে দেন, প্রফুল্ল সে সব জায়গা থেকে স্যামপল ওষুধ এনে রুগিদের দেয়। অনেক গ্রামের মানুষ এখন হাসপাতালে যায় না, বান্ধব সমিতিতে এসে ভিড় করে। হাসপাতালে যে-সব ডাক্তাররা রুগিদের দিকে মনোযোগ দেন না, তাঁরাই বান্ধব সমিতিতে এসে এত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেন কেন ? বিনিময়ে কিছুই পান না, বরং তাঁদের মূল্যবান সময় খরচ হয়, কৃষ্ণনগর থেকে যাওয়া-আসার খরচও নিজস্ব। তবে ? উত্তরটাই অতি সহজ, কোনও হাসপাতালেই প্রফুল্লর মতন কেউ নেই।

পাগলাকে নিয়ে বিশ্বরূপ যখন গাড়ি থেকে নামল, তখনই প্রফুল্ল বাইরে যাবার জন্য একটা সাইকেলে চেপেছে। সাইকেল থামিয়ে সে সহাস্যে বলল, কী ব্যাপার, আজ তো ছুটির দিন নয় ! তুই হঠাৎ চলে এলি যে বিশ্ব !

বিশ্বরূপ বলল, তোর ছোঁয়াচ লেগে গেছে রে ! অকাজের নেশা ধরে গেছে !

প্রফুল্ল বলল, ও, তোরা কলকাতায় অফিস সাজিয়ে, টাইপ রাইটার-কম্পিউটার নিয়ে যা করিস, সেগুলোই আসল কাজ ? আমরা যা করি,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তা অ-কাজ ?

বিশ্বরূপ বলল, কাজ কাকে বলে, তা নিয়ে একটা ডিবেট হতে পারে বটে। যাই হোক, কী যেন মনে হল, চলে এলুম !

প্রফুল্ল বলল, তোর তো আজ আর ফেরা হবে না। রাত্তিরে এখানেই থাকবি। অনেকখানি ড্রাইভ করে এসেছিস, একটু ভেতরে বসে জিরিয়ে নে। আমি ঘণ্টা দেড়েকের জন্য একটু ঘুরে আসছি।

—কোথায় যাচ্ছিস ?

—ঝিকড়দা গ্রামে একবার যেতে হবে। জরুরি কাজ আছে।

—মারামারি টারামারি কিছু হয়েছে নাকি ;

—না, না। সে সব কিছু না !

বিশ্বরূপের আড়াল থেকে পাগলা বলল, প্রফুল্লদা, তুমি এখন গ্রামে যাবে, ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে না ? একলা একলা যাবে কেন ?

প্রফুল্ল বলল, একলা ছাড়া দোকলা পাব কোথায় রে ? তুই তো আর যাবি না আমার সঙ্গে !

পাগলা বলল, তোমাকে তো বলেইছি, ওসব গ্রাম সেবা টেবা আমার দ্বারা হবে না। বড্ড সিরিয়াস কাজ। আমি চাকরি বাকরিও করলাম না। আমি হচ্ছি কনজেনিটাল ফাঁকিবাজ !

বিশ্বরূপ বলল, প্রফুল্ল, তুই পাগলার ওপর কী যেন দায়িত্ব চাপাতে চেয়েছিলি ? সেই ভয়ে ও বাউল হয়ে যাচ্ছে !

প্রফুল্ল বলল, ওর ওপর কী দায়িত্ব চাপাতে চেয়েছিলাম জানিস ? জানি তো ও গ্রামে যাবে না, ইস্কুলে পড়াবে না, আমি চেয়েছিলাম ও মাঝে মাঝে সন্ধেবেলা আমাদের এখানে গান শুনিয়ে যাবে। সারাদিন ট্রেনিং-এর পর অনেকে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন একটু গান শুনলে চাঙ্গা হয়। আমারও শুনতে ইচ্ছে করে।

পাগলা প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, ও, এই ? আগে বলনি কেন ? এখনই একটা গান শোনাব ? আজই লিখেছি।

প্রফুল্ল হা-হা করে হেসে উঠে বলল, শুনলি ওর কথা ? এখন সবাই ব্যস্ত, এখন ও গান শোনাবে ! কেন, সন্ধেবেলা আসতে পারিস না ?

পাগলা বলল, প্রফুল্লদা, আজ আর তোমায় গ্রামে যেতে হবে না। বিশ্বদা এসেছে, আজ একটু জমিয়ে গুলতানি হোক। আজ তোমার এখানে মুর্গি খাওয়াও না !

প্রফুল্ল বলল, আচ্ছা, সে দেখা যাবে। তোরা বসে গল্প কর না। আমার বেশিক্ষণ লাগবে না। একবার ঘুরে আসতেই হবে।

বিশ্বরূপ বলল, দাঁড়া, আমি কখনও গ্রামে যাইনি। মানে অনেক গ্রামের পাশ দিয়ে গেছি, কখনও কোনও গ্রামের কারও বাড়িতে বসিনি, লোকজনের সঙ্গে কথা বলিনি। তুই গ্রামে গিয়ে কী করিস একটু দেখব। আমি যাব তোর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে। তুই আমার গাড়িতে ওঠ।

প্রফুল্লর মুখে সব সময়ই হাসি থাকে। তার বাপ-মা সেই জন্যই ওই নাম রেখেছিলেন বোধহয়। ওই হাসি দিয়েই প্রফুল্ল অনেক কঠিন-হৃদয় মানুষকে পর্যন্ত জয় করে।

সে হাসি মুখে বিশ্বরূপের মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে বলল, তুই যেতে চাস ? কিন্তু ওই সব গ্রামে তো গাড়ির রাস্তা নেই। সাইকেলই একমাত্র গতি। তুই সাইকেল চালাতে জানিস ?

পাঁচ

বিশ্বরূপ সাইকেল চালাতে শিখেছিল স্কুলে পড়ার সময়। তারপর ইংল্যান্ডে গিয়ে গ্লাসগো শহরে সে প্রায় এক বছর সাইকেলে যাতায়াত করেছে। প্রথমেই গিয়ে গাড়ি কিনতে পারেনি। কিন্তু সে-ও তো এক যুগ আগের কথা। এর মধ্যে সে আর সাইকেল ছোঁয়নি।

সাঁতার আর সাইকেল চড়া নাকি একবার শিখলে কেউ আর ভোলে না। তবু ঠিক ভরসা পেল না বিশ্বরূপ, প্রফুল্লকে বলল, দে তো একটা সাইকেল, চেষ্টা করে দেখি !

কয়েকজন কর্মী ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে রেবতী নামে একটি মেয়ে বলে উঠল, বিশ্বদা, আমারটা নিন ! আমারটা নিন !

সে দৌড়ে একটা ঘর থেকে তার সাইকেল নিয়ে এল। সেটার মাঝখানের রডটা বাঁকানো।

বিশ্বরূপ বলল, এটা তো লেডিজ সাইকেল। এ কি পুরুষ মানুষরা চড়তে পারে ?

রেবতী বলল, কেন পারবে না ? সব সাইকেলই তো এক !

বিশ্বরূপ বলল, উহুঁং, পুরুষদের সাইকেল মেয়েরা চালাতে পারে না।

রেবতী হেসে বলল, হ্যাঁ, তাও পারে। দেখবেন, আমি প্রফুল্লদারটা চালাব ? শাড়ি পরলে কিংবা স্কার্ট পরলে অসুবিধে হয়, কিন্তু শালোয়ার-কামিজ পরলে কোনও অসুবিধে নেই !

রেবতী শালোয়ার-কামিজ পরে আছে। তার বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ। টান করে চুল বাঁধা, তার শরীরে চুড়ি-আংটি-দুল কিছু ধারণ করেনি। প্রথম যখন এই মেয়েটিকে দেখেছিল বিশ্বরূপ, তখন সে ভাল করে কথা বলতে পারত না, মুখে একটা তেলতেলে ভাব, কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেও যেন লজ্জায় মরে যায়। সেই রেবতীর কত পরিবর্তন হয়েছে, এখন তার চোখ মুখ পরিষ্কার, চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে। সব ব্যাপারে তার একটা নিজস্ব মতামত আছে। কার্তিকের তুলনায় রেবতীর রূপান্তরও কম নয়।

বিশ্বরূপ লম্বা মানুষ, রেবতীর সাইকেলে চেপে দেখল, মাটিতে তার পা

www.BanglaBook.org

ঠেকে যায়। সেটা এক হিসেবে ভালই, ব্যালান্স হারালেও পড়ে যাবে না। প্রথম খানিকক্ষণ ল্যাক-প্যাক করল বটে, তারপর উঠোনটা দু'পাস ঘুরে এসে বলল, এখনও ভুলিনি দেখছি। মোটামুটি চলে যাবে!

রেবতী বলল, আমায় এই সাইকেলটা বউদি কিনে দিয়েছে।

কার্তিকের মাসোহারা বন্ধ হয়ে যাবার পর শ্রুতি অন্যভাবে এখানে প্রায় কিছু কিছু টাকা দেয়। পুরনো জামা-কাপড়, শাড়ি অনেকের কাছ থেকে জোগাড় করে বান্ধব সমিতির জন্য। বিশ্বরূপ সব খবর রাখে না।

বড় রাস্তায় বেরুবার পর প্রফুল্ল বলল, বউদি তো দার্জিলিং গেছে?

দারুণ চমকে উঠল বিশ্বরূপ। তার স্ত্রীর খবর তার থেকে প্রফুল্ল বেশি জানে! মাত্র কালই গেছে শ্রুতি, এর মধ্যে এখানে সে খবর পৌঁছবে কী করে?

—তুই কী করে জানলি?

—বউদি তো গত রোববার এসেছিল। সঙ্গে আর একজন ভদ্রমহিলা ছিলেন, মিসেস সোম, একটু মোটা মতন, খুব ফর্সা।

—বুঝেছি, শুক্লা।

—সেই ভদ্রমহিলা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার নিয়ে কী সব কাজ-টাজ করেন। আমাদের এখানে তো ট্রাইবালদের গ্রাম আছে, সেখানে কিছু সাহায্য করতে পারবেন। আর বউদি বলল, সামনের মাস থেকে থাকবে এখানে এসে। খুব সিরিয়াস। আমি ঠাট্টা করছিলাম, বউদি বলল, আমার থাকার জন্য আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। আমি রেবতী আর নীলার সঙ্গে এক ঘরে শোব, ওদের বলেছি! কেন, তোকে জানায়নি কিছু?

—কলকাতার স্বামী-স্ত্রীরা সপ্তাহে একদিন-দু'দিনের বেশি কথা বলার সময় পায় না। এ তো তোদের গ্রামের মতন নয়।

—অর্থাৎ তোরা পার্ট টাইম স্বামী-স্ত্রী!

বন্ধুর স্ত্রী হিসেবে শ্রুতিকে নাম ধরেই ডাকা উচিত ছিল প্রফুল্লর। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই সে বউদি বউদি শুরু করেছে, সেটা আর বদলায়নি। বিশ্বরূপ আর প্রফুল্ল সমবয়েসী হলেও বিশ্বরূপের চুলের সামনের দিকে সাদা ছোপ লেগেছে, প্রফুল্লর সব চুল এখনও কালো। গ্রামের দিকে কি দেরিতে চুল পাকে?

কথা ঘোরাবার জন্য বিশ্বরূপ জিজ্ঞেস করল, তুই যে প্রায়ই গ্রামে যাস, সেখানে এগজ্যাকটলি কী করিস? তোদের সমিতিতে বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখানো হয়, গ্রামের মানুষ এসে নানা রকম ট্রেনিং নেয়, সেগুলো বোঝা গেল। তবু তোর গ্রামে ঘোরাঘুরি করার কী দরকার?

প্রফুল্ল বলল, গ্রামের লোকের হাতের রান্না খাওয়ার ইচ্ছে হলে আমি টুক করে গ্রামে চলে যাই। কেউ কেউ পান্তা ভাত খাওয়ায়, দারুণ লাগে। লেবু, শুকনো লঙ্কা পোড়া, আর তার সঙ্গে ডালের বড়া থাকলে তো কথাই নেই!

—ইয়ার্কি করিস না! তুই তাদের শলা-পরামর্শ দিস, না কী?

www.BanglaBook.org

—কিছুই দিই না। টাকা পয়সা দিই না। কোনও রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিই না। শুধু তাদের সঙ্গে কথা বলি। অনেক সুখ দুঃখের গল্প হয়। অনেকের অনেক রকম সমস্যা থাকে, কোনও একজনের সঙ্গে কথা বলতে পারলে তাদের মন খানিকটা খোলসা হয়। ওদের চেয়ে আমার বুদ্ধি বেশি নয় যে সব ব্যাপারে তাদের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারব। গ্রামের মানুষের প্রধান অভাব কী জানিস ? অ্যাওয়ারনেস। এই সচেতনতা যে তারাও অন্যদের মতন সমান সমান মানুষ। তারা গরিব হতে পারে, আধ-পেটা খেয়ে থাকতে পারে, গায়ে জামা না থাকতে পারে, কিন্তু তারা ভোট দেয়, গ্রামের মানুষের ভোটেই সরকার গড়া হয়, সেই জন্য নাগরিক হিসেবে তাদেরও সমান অধিকার আছে। তারা ভদ্দরলোকদের সামনে, সরকারি অফিসার বা পুলিশের সামনে ভিতু ভিতু ভাব করবে কেন ? কাচুমাচু হয়ে থাকবে কেন ?

—আরে ভোটের সময় গ্রামের গরিব মানুষদের খাতির হয়। অন্য সময় কি তারা বুক ফুলিয়ে চলতে পারে ! সরকার চালায় ভদ্দরলোক শ্রেণীর লোক। গরিব মানেই অসহায়...

—বুক ফুলিয়ে চলার কথা বলছি না। কিন্তু প্রত্যেক মানুষেরই যে আত্মমর্যাদা থাকার কথা, সেটুকু থাকবে না কেন ?

—তুই বলছিস বটে প্রফুল্ল, কিন্তু যেখানে শুধুই অশিক্ষা আর দারিদ্র, সেখানে আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলা মোটেই সহজ নয়।

—কঠিন তো বটেই। তবে অনেক দিন ধরে চেষ্টা করলে কিছু কিছু কাজ হয়। আসল কথা, এইসব গ্রামের মানুষদের জীবনের গল্প শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। আমি সেই টানে আসি।

—আজকাল তো গ্রামে গ্রামেও পলিটিক্স। পলিটিক্যাল পার্টিগুলো তোর এই সব কাজকর্ম কী চোখে দেখে ?

—আমি বুঝিয়ে দিয়েছি, আমি কোনও দলে নেই, আবার কোনও দলের বিরুদ্ধেও নই। ভোটের সময় গ্রামের লোকরা আমাকে জিজ্ঞেস করে, কাকে ভোট দেব ? আমি সব সময় বলি, আমি জানি না, তোমরা নিজের বুঝে শুনে নেবে। কেউ ভয় দেখালেও গ্রাহ্য করবে না। এই অঞ্চলে সি পি এমের জোর বেশি। তাদের নেতারা আগে আমাকে সন্দেহ করত। তাদের আমি বান্ধব সমিতিতে নেমন্তন্ন করে এনেছি। বলেছি, আপনাদের কোনটাতে আপত্তি আছে জানান। গ্রামে আমার সঙ্গে চলুন। এখন আর কিছু বলে না। দু' একজন নেতা আমাকে সাহায্যও করে। অনেকটা তোর জন্যও বটে, কলকাতায় সি পি এমের অনেক বড় বড় নেতার সঙ্গে তোর ভাব আছে, তুই মাঝে মাঝে এখানে আসিস, তা এখানকার লোকাল কমিটি জানে। দেখিস, দেখিস, সামনে একটা ট্রাক আসছে। সাইডে নেমে যা।

—ঠিক আছে, আর কতটা দূর রে !

—আর একটু গিয়ে ডান দিকে বেঁকব। অনেকদিন পর সাইকেল

www.BanglaBook.org

চালাচ্ছিস, দেখবি কাল উরুতে খুব ব্যথা হবে।

—মন্দ লাগছে না কিন্তু। মনে হচ্ছে, ছাত্র বয়েসে ফিরে গেছি। হ্যাঁ রে প্রফুল্ল, আমি রিপোর্ট পেলাম, তুই নাকি স্মাগলার আর চুল্লুর ব্যবসায়ীদের ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেছিস ! বর্ডার এরিয়া, এখানে এসব চলবেই। তুই একা কী করে রুখবি ? এরা সাঙ্ঘাতিক লোক, তুই বিপদে পড়ে যাবি।

—না, আমি ঘাঁটাঘাঁটি করতে যাইনি। স্মাগলারদের দু'-তিনটে দল আছে। তাদের আমি কী করে রুখব ? ওপর মহলেরও অনেকে চায়, স্মাগলিং চলুক ! তবু কী জানিস, অন্তত একটা গ্রামের লোক নিজেরাই স্মাগলিং বন্ধ করে দিয়েছে। তারাপুর গ্রামের লোকেরা ঠিক করেছে, তারা ওই গ্রামের মধ্যে দিয়ে স্মাগলারদের যাতায়াত করতে দেবে না, নিজেরাও কেউ ওই কাজ করবে না। তারা চাষ-বাস করে ভদ্রজীবন যাপন করবে। ওই গ্রামের দুটো ছেলে তবু স্মাগলারদের দলে ভিড়েছিল, তাদের একদিন সবাই মিলে ধরে খুব পিটিয়েছে !

—তুই সেই গ্রামে যাস ?

—হ্যাঁ, আমি তারাপুরেও যাই। কিন্তু আমি তাদের উস্কে দিইনি, এই সিদ্ধান্ত ওদের নিজেদের।

—তবু স্মাগলাররা তোকেই দায়ী করবে। চুল্লুর ব্যবসা যারা চালায়, তারাও তো খুব শক্তিশালী।

—চুল্লুর ব্যাপারটা খানিকটা আলাদা। স্মাগলাররা অসামাজিক লোক, কিন্তু চুল্লুর জন্য ক্ষতি হচ্ছে সাধারণ নিরীহ মানুষদের। এদিককার আট-দশখানা গ্রামে মোটামুটি ভাল কাজ হচ্ছিল, আগে এত চুল্লুর উপদ্রব ছিল না। হঠাৎ দু'-তিন বছর ধরে প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে চুল্লুর ঠেক বসে গেছে। অনেক লোক, যাদের সারা বছর পেট ভরে ভাত জোটে না, বউকে একখানা শাড়ি কিনে দিতে পারে না, তারা চুল্লুর পেছনে বহু টাকা নষ্ট করে। শুধু টাকা নষ্ট নয়, নেশা করে এসে তারা বউ-ছেলে-মেয়েদের পেটায়, বিকট হল্লা করে, পরিবারগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। একটা লোক নেশার ঝোঁকে তার তিন বছরের বাচ্চা মেয়েটাকে এমনভাবে তুলে আছাড় মেরেছে যে মেয়েটা মরেই গেল ! যে-কোনও উপায়ে এই চুল্লুর ব্যবসা বন্ধ করতেই হবে।

—তোরা লোকজনদের বোঝাতে পারিস না যে চুল্লু খেয়ো না ! তারা না খেলেই তো ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে।

—সেটা সম্ভব নয়। একেবারে ঘরের পাশেই চোলাই যাচ্ছে। রঙিন শাড়ি পরা মেয়েরা চুল্লু বেচে, নানারকম মুখরোচক চাট পাওয়া যায়, খিস্তি-খেউড় হয়, একেবারে নরক গুলজার যাকে বলে। যারা সকালে প্রতিজ্ঞা করে আর খাব না, তারাই সন্ধেবেলা ছুটে যায়। এ এক সাঙ্ঘাতিক টান !

—চুল্লুর ব্যবসায়ীদের স্বার্থে আঘাত লাগলে তারা তোকে ছাড়বে কেন ?

—বিষ্টু হাজরা নামে একটা লোক এদিককার গ্রামের চুল্লুর ঠেকগুলোর মালিক। আমি একবার তার মুখোমুখি হতে চাই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—সে কী রে, তার সঙ্গে মারামারি করবি নাকি ! দু'জনে ডুয়েল লড়বি ?

—সে আমি পারব কী করে ? ছোরা-ছুরি চালাতে জানি না, রিভলভার-পাইপগান কোনওদিন ছুঁয়েও দেখিনি। চেষ্টা করব, যদি কথার খেলায় তাকে কাবু করা যায়। তার সাইকোলজিটা বুঝে নিতে চাই। সে নিজে এক সময় গরিব ছিল, এখন এতগুলো গরিব লোকের মাথা খাচ্ছে কেন ? তাকে বোঝাব, তুমি তো যথেষ্ট টাকা করেছ, এবার অন্য ব্যবসা ধর !

—তোকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই যদি তোর ছ'ইঞ্চি হাইট কমিয়ে দেয় ?

—হাঃ হাঃ হাঃ, তুই যে এখানকার ভাষা বেশ শিখে গেছিস দেখছি ! এখানকার গুণ্ডারা ভয় দেখাবার সময় গলার কাছে একটা আঙুল টেনে বলে ছ' ইঞ্চি হাইট কমিয়ে দেব ! এরা যখন কাউকে খুন করে, তখন শুধু বুকে ছুরি বসায় না, ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে দেয় !

—প্রফুল্ল, তোর যদি ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দেয়, সে দৃশ্য আমি দেখতে আসতে পারব না।

—সেই অবস্থায় কি আমি টের পাব, তুই এলি, কি না এলি ?

বড় রাস্তা ছেড়ে ওরা এবার ঘুরে গেল ডান দিকে। শুধু ইঁট বসানো রাস্তা, সাইকেল অনবরত লাফায়। বিশ্বরূপ বলল, ওরে বাবা, এরকম রাস্তা আর কতটা ?

প্রফুল্ল বলল, খুব বেশি নয়, এর পর মাটির রাস্তা। সেখানে চালাতে অসুবিধে হবে না।

একজন লোক হাত তুলে বলল, নমস্কার ডাক্তারদাদা, একবার আমাদের বাড়ি আসবেন নাকি !

প্রফুল্ল বলল, আজ না, পারলে কাল যাব।

বিশ্বরূপ জিজ্ঞেস করল, তুই আবার ডাক্তার হলি কবে ? হোমিওপ্যাথি ?

প্রফুল্ল বলল, না, না, আমাদের কাজ হচ্ছে গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখা, কোন কোন লোক অসুস্থ, অনেক মহিলা অ্যানিমিয়ায় ভোগে, বাচ্চাদের পেটগুলো বড় বড়, অথচ ডাক্তারের কাছে যায় না। আমরা তাদের টিকিট দিই, সেই টিকিট নিয়ে তারা বান্ধব সমিতির ক্লিনিকে আসে। কারও কারও অত ধৈর্য থাকে না। আমাদের দেখলেই যেন রোগ বেড়ে যায়, মরে যাচ্ছি মরে যাচ্ছি ভাব করে। সেই জন্য আমি সঙ্গে কিছু ওষুধ রাখি, তক্ষুনি কিছু ওষুধ খাইয়ে দিই। তাই আমাকে ডাক্তার বলে।

বিশ্বরূপ বলল, কিন্তু ডাক্তারি না জেনে এরকম ওষুধ দেওয়া খুব খারাপ। বে-আইনি। অনেক হাতুড়ে ডাক্তার মানুষের বেশি ক্ষতি করে।

প্রফুল্ল বলল, যাঃ, আমি কি সেরকম ওষুধ দিই নাকি ! সাধারণ সর্দিজ্বর, পেট ব্যথা, মাথা ধরা এই সব সাধারণ ওষুধ, ও টি সি, অর্থাৎ ওভার দা কাউন্টার, মানে যে সব ওষুধ কিনতে প্রেসক্রিপশান লাগে না, তা তো সবাই

www.BanglaBook.org

দিতে পারে ! এই সব ওষুধেই কিন্তু এখানে অনেকের বেশ কাজ হয়। একটা মজার কথা শুনবি ? ওই যে তারাপুর গ্রামের কথা বললাম, একবার সেখানে গিয়ে দেখি একটা লোকের কলেরা হয়েছে, লোকটার নাম অজু শেখ, বছর পঞ্চাশ বয়েস হবে, বেশ খারাপ অবস্থা। ডিহাইড্রেশান শুরু হয়ে গেছে, গ্রামটা এত দূরে, ওখান থেকে হাসপাতালে পৌঁছনোর এত ঝামেলা যে কেউ যায় না। আমি নুনজল খাওয়াতে বললাম, ঘুরতে ঘুরতে গেছি, কাছে আর কোনও ওষুধ নেই। শুধু এক পাতা জেলুসিল ছিল। সেই জেলুসিলই গোটা চারেক গুঁড়ো করে খাইয়ে দিলাম। শুনলে ডাক্তাররা হাসবে, তুইও বোধহয় বিশ্বাস করবি না, কিন্তু লোকটা ভাবল আমি তাকে মোক্ষম দাওয়াই দিয়েছি। মনের জোরেই লোকটা বেঁচে গেল। সত্যিই এটা ঘটেছিল, সেই অজু শেখ এখনও ঘুরে বেড়ায়। আসে আমাদের ওখানে।

বিশ্বরূপ বলল, একেবারে অবিশ্বাস্য নয়। মনের জোরে এরকম হতে পারে।

প্রফুল্ল হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

রথতলার মোড় থেকে একটু দূরে মাঠের মধ্যে কারবাইডের আলো জ্বলছে, কিছু লোক উবু হয়ে বসে আছে গোল হয়ে। কয়েকজন কথা বলছে জড়ানো গলায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রফুল্ল বলল, আবার চুল্লুর ঠেক চালু হয়ে গেছে। দু'-দিন আগে পুলিশ এসে ভেঙে দিয়েছিল !

এতক্ষণ বাদে বিশ্বরূপ একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ওই রকমভাবে বসে ? দোকান-টোকান থাকে না ?

প্রফুল্ল বলল, সেসব কিছু লাগে না। চল, কাছে গিয়ে দেখবি ?

বিশ্বরূপ প্রফুল্লর হাত চেপে ধরে বলল, না, দরকার নেই ! তুইও যাবি না।

—ভয় পাচ্ছিস নাকি ? ভয়ের কিছু নেই, ওরা আমাদের কিছু বলবে না। তুই ড্রিংক করিস, তুই খদ্দের হয়ে একটু চেখে দেখতে পারিস।

—হ্যাঁ আমি ড্রিংক করি বটে। তা বলে ওই সব বিষ টেস্ট করার বয়েস আমার নেই। ওগুলো তো গুড় দিয়ে বানায় শুনেছি। কী দিয়ে ফারমেন্ট করে ?

—কী সব যেন পাওয়া যায়।

—অনেক সময় বিষাক্ত হয়ে যায়। বিষাক্ত চোলাই মদ খেয়ে এক সঙ্গে অনেক লোক তো মারাও যায়, প্রায়ই কাগজে পড়ি।

—এক দিনে দশ-বারোটা লোক মারা গেলে সে খবর কাগজে ছাপা হয়। আর এরা সবাই মিলে রোজ একটু একটু করে মরছে, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। চল, এগোই তা হলে।

এখানেও একটা লোক বলল, নমস্কার মাস্টারবাবু !

প্রফুল্ল বলল, নমস্কার। ভাল আছ তো ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিশ্বরূপ জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার, তুই বহুরূপী নাকি !

প্রফুল্ল হেসে বলল, কেউ বলে ডাক্তার, কেউ বলে মাস্টার, কেউ আবার আমায় বান্ধবদা বলে ডাকে। আমার নিজের নামটা প্রায় কেউই জানে না।

কাঁচা রাস্তাটা ধরে খানিকটা যাবার পর তেঁতুলতলা পেরিয়ে একটা মাটির বাড়ির সামনে ওরা থামল। রোদ্দুরের আঁচে ঘামে ভিজে গেছে বিশ্বরূপের জামা, প্রফুল্লর সেই তুলনায় ঘাম কম। আচমকা গুমগুম করে মেঘ ডেকে উঠল।

সাইকেল থেকে নেমে প্রফুল্ল ডাকল, সুশীলাদি, সুশীলাদি !

দরজাটা কাঠের নয়। এক খণ্ড টিনের। বাড়িটার এক পাশ দিয়ে লাউ গাছ উঠে গেছে, ওপরের চালে একটি নধর লাউ ফলে আছে। বিশ্বরূপ তরি-তরকারির বিশেষ ভক্ত নয়। মাছ-মাংসই তার প্রিয়, তবু তার মনে হল, আঃ কী টাটকা লাউ !

দরজা খুলে দিল হেনা। বুকে গামছা জড়ানো, এই দু'জন পুরুষকে দেখেই সে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এল ফ্রক পরে।

প্রফুল্ল জিজ্ঞেস করল, মা নেই ?

হেনা বলল, আছে।

এমন কিছু বড় বাড়ি নয় যে প্রফুল্লর ডাক শুনতে পাবে না। তবু যে সুশীলা সামনে আসছে না, তার নিশ্চয়ই কারণ আছে। প্রফুল্ল এবার জিজ্ঞেস করল, বাবা আছে বাড়িতে ?

হেনা বলল, ভেতরে শুয়ে আছে।

বোঝা গেল, প্রফুল্লর জন্য বিশেষ কোনও সাদর অভ্যর্থনা নেই এ বাড়িতে। প্রফুল্ল তা গ্রাহ্য করল না। সে 'আয় বিশ্ব' বলে ভেতরে ঢুকে গেল।

একটা মাত্র জানলা, ভেতরটা অন্ধকার-অন্ধকার। একটি খাটিয়ায় শুয়ে বনমালী বিড়ি টানছে, পা নাচাচ্ছে বেশ জোরে জোরে। ঘরের আর এক দিকের মেঝেতে বিছানা পাতা, সে বিছানা কোনওদিন তোলা হয় বলে মনে হয় না। সব মিলিয়ে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ।

প্রফুল্ল জিজ্ঞেস করল। কেমন আছেন বনমালীদা ?

বনমালী শুকনো গলায় বলল, ভাল !

হেনা বলল, বাবার জ্বর।

বনমালী কটমট করে মেয়ের দিকে তাকাল।

প্রফুল্ল খাটিয়ার এক পাশে বসে পড়ে বনমালীর একটা হাত তুলে নিল। কপালে হাত দিয়ে দেখল। তারপর পাকা ডাক্তারের ভঙ্গিতে বলল, অন্তত আড়াই-থেকে তিন জ্বর। বনমালীদা, লক্ষণ তো ভাল না, আপনার প্রায়ই জ্বর আসে। ডাক্তার দেখিয়েছেন ?

বনমালী বলল, অত কথায় কথায় আমরা ডাক্তার দেখাই না। জ্বর হয়,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবার এমনিতেই সেরে যায়।

প্রফুল্ল বলল, বারবার জ্বর এলে রক্ত পরীক্ষা করানো দরকার। বান্ধব সমিতিতে আসুন না, ওখানে ব্যবস্থা আছে। পয়সা লাগবে কিন্তু। বিনা পয়সায় চিকিৎসায় কি রোগ সারে ? ওখানে টিকিট কাটলে তিন টাকা দিতে হবে।

—তেমন ঠেকায় পড়লে হাসপাতালে যাব।

—বান্ধব সমিতির ওপর আপনার এত রাগ কেন ?

—রাগের কী আছে ? আমি সমিতির খাই, না পরি ! না কোনও ধার ধারি !

—তা নয়, আপনাকে বললেও তো সেখানে যেতে চান না। একবার গিয়ে দেখে এলেও তো পারেন !

—আমার অত সময় নেই।

—কিন্তু আপনি সুশীলাদিকে যেতে দিচ্ছেন না কেন ? আর কটা দিনের জন্য ট্রেনিংটা শেষ হবে না। শেষ হলে টাকা পাবে, তারপর নিজে মাদুর বুনে কিছু রোজগারও করতে পারবে !

—আমি কি দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি ? যার ইচ্ছে হয় সে যাবে !

—বনমালীদা, আমাদের কানে তো সব কথা আসে। আপনি নাকি বলেছেন, সুশীলাদি ট্রেনিং নিতে গড়বন্দীপুরে গেলে তাকে আর এ বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না ? ছেলে মেয়ে নিয়ে আপনাদের সুন্দর সংসার, এটা কি ন্যায্য কথা হল আপনার ?

—আপনাকে সব ব্যাপারে কে মাথা গলাতে বলেছে ?

—কেউ বলেনি। এটাই আমার স্বভাব। আপনি যদি এ ঘর থেকে আমাকে দূর হয়ে যেতে বলেন, তাও আমি যাব না। আচ্ছা, বনমালীদা, আপনার আর সুশীলাদির মধ্যে যখন মারামারি হয়, তখন কে জেতে ? আপনার তো এই শরীর !

প্রফুল্লর মুখে রাগ বা বিদ্রূপের চিহ্নমাত্র নেই, যেন সে এখানে কৌতুক করতে এসেছে।

বসার জায়গা নেই, দাঁড়িয়েই আছে বিশ্বরূপ। সে দেখতে পাচ্ছে, পেছন দিকের দাওয়ায় তাদের দিকে পেছন ফিরে বসে আছে একজন স্ত্রীলোক। ওই নিশ্চয়ই সুশীলা। সম্ভবত কাঁদছে। একটু আগে নিশ্চিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া চলছিল, তারা ভুল সময়ে এসে পড়েছে।

প্রফুল্ল আবার বেশ বন্ধুর মতন আন্তরিক গলায় জিজ্ঞেস করল, বনমালীদা, আজ চুল্লু খেতে যাবেন না ?

বনমালী প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠল, না !

—আবার চুল্লুর ঠেক আজ থেকে খুলেছে দেখে এলাম।

—পারলেন ? আপনি বন্ধ করতে পারলেন ? কত মুরোদ, তা তো বোঝা গেল !

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—আমি কী করে পারব, আমার আর কতটুকু ক্ষমতা ! পুলিশই পারে না।

—হুঁঃ পুলিশ !

—চুল্লু খেতে খুব ভাল লাগে, তাই না ? আচ্ছা, তাড়ি খেলে হয় না। শুনেছি তাড়িতেও নেশা হয়, স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

—তাড়ি কী থেকে হয় জানেন ? এই সব গেরামে তাল গাছ কটা আছে ? সারা বছর কে তাড়ি জোগাবে ? কিছুই জানেন না।

—সত্যি, আমরা কত কম জানি ! এদিকে তো তেমন খেজুরের গুড়ও হয় না। চুল্লুর জন্য গুড় চালান আসে বাইরে থেকে। আচ্ছা বনমালীদা, আপনার বউয়ের সঙ্গে আমি দুটো কথা বললে আপনি রাগ করবেন ?

—আপনি আমায় ভেবেছেন কী ! আমি বউকে পেটাই, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখি, আমি একটা বনমানুষ ? হ্যাঁ, একদিন ঝোঁকের মাথায় পাঁঠাটা বেচে দিয়েছি, আমার ঘাট হয়েছে। একদিন একটু ফুর্তি করার সাধ হয়েছিল, তা নিয়ে রোজ রোজ কানের পোকা খসাবে ! বাড়ি মাত করবে !

প্রফুল্ল বলল, ঠিক বলেছেন, সেটা উচিত না। একদিন তো এরকম শখ হতেই পারে। সব মানুষই মাঝে মাঝে ভুল করে। তা মনে রাখলে চলে ? পাঁঠাটার দরুন বিডিও অফিসকে টাকা দিতে হবে। সেটা ছাড়ান ছুড়িন নেই। সুশীলাদি ট্রেনিং থেকে যে টাকা পাবে, তার থেকে শোধ করে দেবে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কিছু কিছু রোজগার করলে সংসারের অনেক সুবিধে হয়, তাই না ? সুশীলাদি ও সুশীলাদি, এখানে আসুন না !

সুশীলা এবারও সাড়া দিল না।

বিশ্বরূপের একটা অদ্ভুত কথা মনে হল। ওই সুশীলা আর তার স্ত্রী শ্রুতি যেন একই। ওই দাওয়াটা সল্ট লেক। আর এই খাটিয়াটা ভবানীপুরে তাদের পৈত্রিক বাড়ি, বনমালী সে নিজে। প্রসঙ্গ আলাদা হলেও একই রকম ঝগড়ায় তাদের কথা বন্ধ। এদেরও ছেলে মেয়ে আছে। তাদেরও ছেলে মেয়ে আছে। শুধু তাদের ছেলে মেয়েরা দূরের স্কুল-কলেজ হস্টেলে থাকে, বাবা-মায়ের ঝগড়া শুনতে পায় না, আর্থিক সচ্ছলতার এই একটা সুবিধে। তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মারামারি হয় না, বটে, কিন্তু কটু কথার বিনিময় বোধহয় এদের থেকে কম নয় !

প্রফুল্ল এবার পুরো ভারতীয় মূল্যবোধে আঘাত দিয়ে বলল, ও সুশীলাদি, এক গেলাস জল খাব !

হেনা বাইরে বেরিয়ে যাবার জন্য উদ্যত হতেই প্রফুল্ল আবার বলল, উহুঁ, তুমি দিলে চলবে না। তোমার মাকে আনতে হবে।

সুশীলা এবার আঁচল দিয়ে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। টিনের গেলাসে নিয়ে এল জল। বিশ্বরূপের চোখে আতঙ্ক ঘনিয়ে এল। এরা নিশ্চয়ই পুকুরের জল খায়, যে-পুকুরে গরু-মোষ গা ডোবায়। এদের ইমিউনিটি হয়ে গেছে, কিন্তু বাইরের লোক সেই জলে চুমুক দিলেই নির্ঘাত কলেরা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রফুল্ল তার সেই চোখের ভাষা পড়তে পেরেই বোধহয় বলল, ব্লক অফিস থেকে টিউবওয়েল বসিয়ে দিয়ে গেছে। তুই খাবি নাকি ?

যদিও বেশ তেষ্টা পেয়েছে, তবু বিশ্বরূপ জোরে জোরে মাথা নাড়ল। এই সব শ্যালো টিউবওয়েলে তার বিশ্বাস নেই। গেলাস ঠিক মতন ধোয় কি না কে জানে !

প্রফুল্ল ঢকঢক করে পুরোটা জল শেষ করে বলল, আর এক গেলাস !

তারপর বলল, সুশীলাদি, তা হলে ওই কথা ঠিক হল। আপনার ট্রেনিং-এর টাকার কিছুটা দিয়ে পাঁঠার দাম শোধ করবেন। এরপরে একটা গামছা বোনার ট্রেনিং আছে, সেটাও আপনি নিতে পারেন। আর বনমালীদাকে একদিন জোর করে ক্লিনিকে নিয়ে আসুন, ভাল করে চিকিৎসা করাতে হবে।

বিকেল পর্যন্ত খটখটে রোদ ছিল, এবার ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে গেল।

বনমালী আর সুশীলা পুরনো ঝগড়াটা উস্কে তোলার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু ঠিক জমল না। ঘরে বৃষ্টির ছাঁট আসছে। বাইরের দাওয়ায় গুটুনি 'সাপ, সাপ' বলে চেঁচিয়ে উঠল, সবাই মিলে বাইরে গিয়েও সাপটাকে দেখা গেল না।

বৃষ্টি একটু ধরে আসতেই প্রফুল্ল ব্যস্ত হয়ে বলল, এবার আমাদের যেতে হবে। আশপাশের অবস্থা ভাল নয়। সুশীলাদি, আপনি তা হলে কাল থেকে আসছেন !

বাইরে বেরিয়ে সাইকেল দুটো নিয়ে খানিকটা হাঁটল ওরা। সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। বৃষ্টি একেবারে থামেনি। খুব মিহিভাবে পড়ছে। দূরে কোথাও ঝগড়ার সুরে ডাকছে দু'-তিনটে কুকুর।

প্রফুল্ল জিজ্ঞেস করল, তুই এরকম বাড়িতে আগে কখনও ঢুকেছিস ?

বিশ্বরূপ বলল, না। সিনেমাতেই এই ধরনের গরিবদের দেখি। তাতে অবশ্য বউগুলোর চেহারা অনেক সুন্দর হয়।

প্রফুল্ল বলল, এদের থেকেও আরও গরিব আছে। এদের মোটে তিনটে ছেলেমেয়ে, যে পরিবারে সাত-আটটা বাচ্চা, একটা দুটো বিধবা পিসি কিংবা ঠাকুমা থাকে, তাদের প্রায়ই খাওয়া জোটে না। সেসব বাড়ির ছেলেগুলো একটু বড় হলেই স্মাগলারদের দলে ভেড়ে।

—তোরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং নিয়ে কাজ করিস না ? তিনটে বাচ্চাও তো বেশি !

—আমাদের কি সব ব্যাপারে মাথা গলাবার ক্ষমতা আছে ?

—চিনে দুটোর বেশি বাচ্চা হলে জেল হয়। সরকারি কর্মচারিদের মাত্র একটি বাচ্চা।

—চিনে কি এই ধরনের গ্রাম আছে ? আমি জানি না। এই সব গ্রামে তো সরকারের প্রায় কোনও অস্তিত্বই নেই। বনমালীদার মতন অনেকে জানেই না, দেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী !

—না জানলেও ক্ষতি নেই কিছু। আচ্ছা প্রফুল্ল, তুই যে বুঝিয়ে এলি,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাতেই ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিটমাট হয়ে যাবে ?

—স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া কি বাইরের কেউ এসে মিটিয়ে দিতে পারে ? জজ সাহেবরা পর্যন্ত পারে না। সাধারণত এইসব গ্রামের মানুষদের কী হয়, মাঝে মাঝে স্বামী স্ত্রী তুমুল ঝগড়া করে, হাত-পাও চলে। আবার দু'দিন বাদে মিটে যায়, আবার ক'দিন বাদে একটা তুচ্ছ কারণে আবার লেগে যায়, আবার মেটে, এই রকম চলতেই থাকে। সেইসব ঝগড়ায় একেবারেই মাথা গলানো চলে না কিন্তু এখানে প্রশ্নটা মৌলিক। ঐতিহাসিকও বলা যেতে পারে, তাই না ?

—ওই বনমালী নামে লোকটার ইগোতে আঘাত লাগছে।

—ইগো, মানে মেল ইগো। পুরুষতন্ত্র। গোটা সমাজটাই পুরুষতান্ত্রিক, শহুরে শিক্ষিত সমাজে কিছুটা বদলালেও গ্রামের গরিবদের মধ্যে প্রবল পুরুষতন্ত্র। যুগ যুগ ধরে কী হয়ে আসছে, পরিবারের কর্তাটি তার সামর্থ্য অনুযায়ী রোজগার করবে, সে বউ-বাচ্চাদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব নেবে। স্ত্রীলোকদের স্থান বাড়িতে। স্ত্রীলোকদের সতীত্ব সম্পর্কে কতকগুলো অদ্ভুত ধারণা তৈরি করে দেওয়া আছে। কোনও মেয়ে অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে কথা বললেও তার সতীত্ব নষ্ট হয়ে যায়। মেয়েরা যদি বাড়ির বাইরে গিয়ে কিছু উপার্জন করে, তা হলেই মনে করা হয়, সেই রোজগারের সঙ্গে কিছু চারিত্রিক অসততা জড়িয়ে আছে।

—আজকালকার থিয়োরি হচ্ছে, মেয়েরা যে বাড়িতে থেকে রান্না করে, ঘর-দোর পরিষ্কার রাখে, বাচ্চাদের মানুষ করে, স্বামীর অসুখে সেবা করে, এসবই উপার্জন। স্বামীর উপার্জনের চেয়ে বউদের এই উপার্জন কম নয়।

—ওসব থিয়োরি তোদের শহরে খাটে। এই সব ভূমিহীন কৃষক, এদের একলার রোজগারে একটা সংসার চালানো এখন সম্ভব না। সারা বছর এরা কাজ পায় না, সরকার মজুরির রেট বাড়ালে কী হবে ! ইনফ্লেশানে অনেকটা খেয়ে যাচ্ছে। এইভাবে চললে এদের অবস্থার কিছুতেই উন্নতি হবে না, বরং আরও খারাপ হবে। তাই বাড়ির মেয়েদের এখন বাড়ির কাজ ছাড়াও আর কিছু উপার্জন না করলে গতি নেই। সেই জন্যই ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা। আনস্কিল্‌ড লেবারের চাহিদা দিন দিন কমবে। ট্রেনিং পেলে মেয়েরা নিজেরাই কিছু কিছু জিনিস বানিয়ে বিক্রি করতে পারবে। এক গ্রামের আট-দশজন মেয়ে এক সঙ্গে কাজ করলে সরকার থেকে প্রাথমিক জিনিসপত্র জোগান দেবারও ব্যবস্থা আছে।

—তোরা পুরুষতন্ত্রটাকেই ভাঙতে চাইছিস ?

—ভাঙা অত সোজা নয়, তবু আঘাত তো দিতে হবে ?

—তোকে এরকম প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝাতে হয় ?

—অনেক জায়গায় আমাদের সমিতির মেয়েরা যায়। তবে কি জানিস, ওই বনমালীর মতন কিছু গোঁয়ার স্বামী আছে বটে, অনেকে আবার আস্তে আস্তে বুঝতেও শিখেছে। বউয়ের হাত দিয়ে যখন কিছু কিছু টাকা আসতে শুরু করে,

www.BanglaBook.org

বউ নিজের টাকায় স্বামীর জন্য গেঞ্জি কিনে নিয়ে যায়, এগুলোই তো ঐতিহাসিক বদল ! মুসলমান পরিবারের মেয়েদের ঘরের বার করা কত কঠিন, তবু তারাও আসছে, আমাদের সমিতিতে বেশ কয়েকটি মুসলমান মেয়ে ট্রেনিং নেয়।

—একটা কথা ভেবে হাসি পাচ্ছে, ওই সুশীলা বলে স্ত্রীলোকটি, তার যা চেহারা, মনে হয় ওকে কেউ শিল-নোড়ায় বেটেছে, বুক বলতে কিছু নেই, ওর স্বামী ওরও চরিত্রে সন্দেহ করে !

—তুই এরকম ভাবছিস। বনমালীর চোখে হয়তো ওই সুশীলাই অপ্সরী।

—এবার তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, প্রফুল্ল, সত্যি উত্তর দিবি। তোর বিয়ে করতে ইচ্ছে করে না ?

—সকলকেই কি বিয়ে করতেই হবে !

—না, সাধু-সন্ন্যাসীরা বিয়ে করে না। সমাজসেবা করতে গেলে বুঝি সাধু হতে হয় ? তোর তো ধর্মে টর্মে মতি দেখি না। প্যান্ট-শার্ট পরিস। একদম ফ্র্যাঙ্কলি বল তো, মেয়েদের সম্পর্কে তোর কোনও আকর্ষণ নেই ? ফিজিক্যাল নিড বোধ করিস না ?

—আমার অনেক মেয়েকেই ভাল লাগে। কাকে ছেড়ে কাকে বিয়ে করব, এই ভেবে ভেবে আর কাউকেই বিয়ে করা হয় না।

—ইয়ার্কি হচ্ছে, আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছিস !

—সাধু-সন্ন্যাসী না হয়েও অনেকে সারা জীবন ব্যাচেলর থাকে। তোর এক কাকাকেই তো দেখেছি। আমার চেনা এরকম আরও কয়েকজন আছে। এর মধ্যে অস্বাভাবিক কী আছে ?

—আবার উল্টো পাল্টা বকছিস। আমি পারটিকুলারলি তোর কথা জিজ্ঞেস করছি, তোর ডিজায়ার আছে কি না ?

—ঠিক আছে, তুই যা শুনতে চাস, তার উত্তর হচ্ছে এই যে, আমি কোনওদিন বিয়ে করব না, এমন ধনুর্ভঙ্গ পণ করিনি। ভবিষ্যতে কখনও করতেও পারি। তবে বিয়ে না করে কোনও মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা আমার ধাতে নেই। সেটার আমি নিন্দে করছি না, অনেকে করে, সেরকম প্রেমও হয়, নিজেরা যদি বুঝে সুঝে করে, তাতে আর কী ক্ষতি আছে। তবে আমার সে রকম ইচ্ছে জাগে না ! এই রে, আবার বৃষ্টি এসে গেল।

সবে ওরা রথতলা পার হয়েছে, তার মধ্যেই আবার বৃষ্টি, বেশ জোরে। কাছাকাছি আশ্রয় নেবার মতন কোনও জায়গাও নেই। এদিকে বেশ অন্ধকারও হয়ে এসেছে।

প্রফুল্ল বলল, পেছন দিকে ফিরে যাবি ? রথতলার দোকানঘরে দাঁড়ানো যেতে পারে।

বিশ্বরূপ বলল, আবার পিছোব ? অন্য দিন এরকম বৃষ্টি নামলে তুই কী করিস ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রফুল্ল বলল, আমি এর মধ্যেই চালিয়ে যাই। কিন্তু আমার তো অভ্যেস আছে। তোর কষ্ট হবে।

বিশ্বরূপ বলল, চল তো এগিয়ে যাই, দেখি যদি বৃষ্টি কমে যায়।

প্রফুল্ল বলল, তোর এক দিনের পক্ষে একটু বেশি বেশি অভিজ্ঞতা হয়ে যাচ্ছে। তুই কত দিন এমন বৃষ্টি ভিজিসনি ?

—কলকাতা শহরে গাড়িতে ঘুরে বেড়াই, বৃষ্টি ভেজার চান্স কোথায় ? শেষ বৃষ্টি ভিজেছি, কবে ? বছর তিনেক আগে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পুরী গিয়েছিলাম, সমুদ্রের ধারে বসে আছি। হঠাৎ হুড়মুড় করে বৃষ্টি এল !

—পুকুরে সাঁতার কাটিসনি কত দিন ?

—পুকুর ! পুকুর কোথায় পাব ! দিল্লিতে প্রায়ই কাজে যেতে হয়, একটা হোটেলে উঠি, সেই হোটেলে সুইমিং পুল আছে, দু'-চারবার সাঁতার কেটেছি।

—কোনও গাছতলায় কখনও শুয়ে থেকেছিস ?

—ভাই প্রফুল্ল, এসব তোদের গ্রামের জিনিস। আমার শহরে জন্ম, আমার জীবনে কখনও গ্রাম আর শহর মেলেনি। তোদের এই গড়বন্দীপুরে এসেই আমি প্র্যাকটিক্যালি প্রথম গ্রাম দেখছি। তবে, গাছতলায় শোওয়া-টোওয়া আমার পোষাবে না। পিঁপড়ে কামড়ায় না ?

—বউদিও কি শহরের মেয়ে ?

—আমার থেকেও বেশি। শ্রুতি জন্মেছে দিল্লিতে, তারপর পড়াশুনো করেছে কলকাতায় কনভেন্ট স্কুলে। ওর কাছে ঘাটশিলা-মধুপুরও গ্রাম। আমি তবু ছোটবেলা বরানগর সাইডে কয়েকবার গেছি, সেখানে আমার পিসির বাড়ি ছিল।

—বউদি যে বলছে এখানে বান্ধব সমিতিতে এসে থাকবে, তা কি পারবে ?

একটু থেমে গেল বিশ্বরূপ। তারপর খানিকটা আড়ষ্ট গলায় বলল, তা ও নিজেই বুঝবে, নিজেই ঠিক করবে। আমাদের ফ্যামিলিতে পুরুষতন্ত্র নেই।

বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। বড় রাস্তার মোড়ে এসে প্রফুল্ল বলল, আর যাওয়া যাবে না এভাবে। মেন রাস্তায় বড় বড় ট্রাক চলে, বাস চলে, রাস্তায় আলো নেই, এর মধ্যে তোর সাইকেল চালানো ঠিক হবে না।

দু'জনে নেমে একটা চায়ের দোকানের ঝাঁপের তলায় এসে দাঁড়াল। সর্বাঙ্গ জবজবে ভিজে গেছে, মাথা দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বিশ্বরূপের বুক পকেটে রাখা সিগারেটের প্যাকেট একেবারে নষ্ট, ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

প্রফুল্ল বলল, সাইকেল দুটো এখানে রেখে যাই। বাস ধরে একেবারে সমিতির গেটের কাছে নামতে পারব। সাইকেল দুটো কাল সকালে কেউ এসে নিয়ে যাবে !

বিশ্বরূপ বলল, প্রায় শীত লেগে গেল ! চা খেতে হবে। এদের যদি ভাঁড় না থাকে, কাপ দুটো গরম জলে ভাল করে ধুয়ে দিতে বল।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বিশ্বরূপ বলল, বিকেল চারটে-সাড়ে চারটে বাজলেই

www.BanglaBook.org

আমার চায়ের নেশা লেগে যায়। ওই সুশীলাদের বাড়িতে চায়ের ব্যবস্থা নেই ?

প্রফুল্ল বলল, তুই বুঝি ভেবেছিলি, আমরা দু'জন অতিথি গেছি, ওরা চা খাওয়াল না কেন ? না। ওদের বাড়িতে চায়ের ব্যবস্থা নেই। সমাজের যে শ্রেণী পর্যন্ত বাড়িতে নিয়মিত চা খায়, ওরা তার থেকেও নীচে। দোকান-টোকানে কখনও কিনে খায় হয়তো ! তবে একটা আতিথেয়তা ওরা এখনও করে। আমরা যদি দুপুরে যেতাম, তা হলে ঠিক ভাত খাওয়াত। প্রায় জোর করেই খাওয়াতে চাইত। যতই দারিদ্র থাক, এমনকি পরের দিনের খাবারের সংস্থান যদি নাও থাকে, তবু অতিথিকে খাওয়াতে দ্বিধা করে না।

বিশ্বরূপ বলল, হুঁ, চা নিয়মিত খায় না, কফি বোধহয় চেখেই দেখেনি। রাবড়ি কাকে বলে জানে ? চিকেন ওয়ানটং সুপ, হ্যাম স্যান্ডুইচ, ক্যারামেল কাস্টার্ড এই সবের নামই শোনেনি নিশ্চয়ই, কিন্তু মদটা ঠিক জানে। আদিমতম নেশা। মদটা বানানো সহজ বলেই বন্ধ করা এত শক্ত !

প্রফুল্ল বলল, তোদের মতন সমাজের উঁচু শ্রেণীর লোকেরাও মদ খায়...

বলতে বলতে সে থেমে গেল। গর্জন করতে করতে একটা মোটর সাইকেল বড় রাস্তা ছেড়ে এই ইঁটের রাস্তায় ঢুকল। যাত্রীটি রেন কোট পরা, মাথায় টুপি। চায়ের দোকানটার সামনে একটু থেমে এই দু'জনকে দেখল, কোনও কথা না বলে আবার আওয়াজ তুলে চলে গেল।

প্রফুল্ল ভুরু কুঁচকে বলল, কে ? লোকটিকে চিনলাম না তো !

চায়ের দোকানিকে জিজ্ঞেস করল, কানাই, কে বলো তো, এই কি বিষ্টু হাজরা নাকি ?

কানাইকে দেখে মনে হল সে যেন ভূতের ভয় পেয়েছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, আমি চিনি না দাদা। কত মানুষ আসে যায়।

—তুমি বিষ্টু হাজরাকে দেখেছ ?

—ওই নামও শুনিনি। আমার কী দরকার !

বাসের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, ওরা ছুটে গিয়ে বাসটা থামাল। এমনই মজার ব্যাপার, বৃষ্টি কমতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে, একেবারে বন্ধ হয়ে গেল দু' মিনিটের মধ্যে।

বিনা সাইকেলে ওদের ফিরতে দেখে রেবতীই প্রথম ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, এ কী আমার সাইকেল কোথায় ?

বিশ্বরূপ চোখ-মুখে আতঙ্ক ফুটিয়ে বলল, কী হয়েছে জান ? আমরা গুণ্ডার পাল্লায় পড়েছিলাম। হাতে এত বড় বড় ছুরি, কোনওক্রমে সাইকেল দুটো তাদের গছিয়ে দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।

রেবতী চোখ বড় বড় করে বলল, সত্যি ?

বিশ্বরূপ বলল, হ্যাঁ। আমরা প্রাণ নিয়ে বেঁচে এসেছি তাতে খুশি হয়েছ, না সাইকেল গেছে বলে বেশি দুঃখ হচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রফুল্ল বলল, সাইকেল গেছে বলে বেশি দুঃখ হচ্ছে, না রে ?

রেবতী বলল, আমার দুটোই হচ্ছে !

তারপর সেও হেসে ফেলে বলল, আমাকে ঠকানো হচ্ছে ? প্রফুল্লদার কাছ থেকে সাইকেল কেড়ে নেবে, এরকম কেউ এ দেশে নেই !

একটু দূরে, উঠোনটায় পাগলা নেচে নেচে গান গেয়ে চলেছে। তার আট-দশজন শ্রোতা। বোঝাই গেল গানটি তার স্বরচিত।

রাজার ঘরে এক বান্দর জন্মেছে
সেই বান্দর এক মস্ত বড় কদম গাছে চড়েছে
রাজা কান্দে রানি কান্দে সেই বান্দর আর নীচে নামল না
সকাল বিকাল সন্ধ্যা হল
রাজা বলে তবে রে শালা কদমগাছটারেই কেটে ফেল
আহা কদমগাছের কী দোষ হল তোমরা বলো না...

ওদের দেখে গানটা থামাল, কিন্তু নাচ থামল না। পাগলা জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে বিশ্বদা ! ট্রেনে ট্রেনে এই গান গাইলে পয়সা পাব ?

বিশ্বরূপ বলল, হাতে একতারা কই ? পায়ে ঘুঙুর বাঁধতে হবে।

প্রফুল্ল বলল, শালা কথাটা বাদ দে পাগলা।

বিশ্বরূপ বলল, না, না, থাকুক। রাজার মুখে শালা ভাল শোনাচ্ছে। চলুক, আরও চলুক।

দু'জনে দুটো গামছা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে গান শুনতে লাগল। বিশ্বরূপ তোয়ালের বদলে গামছা বোধহয় জীবনে এই প্রথম ব্যবহার করছে।

ছয়

রথতলায় সকালের দিকে একটা বাজার বসে। তরকারি বলতে আলু-পেঁয়াজ, চিচিঙ্গে, করলা, ডুমুর, গাঠি কচু, লাউ আর কলমি শাক, হেলেঞ্চা শাক, পুঁই ডাঁটা। একজন মাছ বিক্রি করে। বাটা মাছ, তেলাপিয়া, বেলে, ল্যাটা। এক একদিন শুধু কাঁটাভরা সিলভার কার্প ছাড়া আর কিছু থাকে না।

একটা থলে হাতে এসেছে গোলাপী। দিনের বেলায় তার অন্য চেহারা। সন্ধেবেলা সে রঙিন শাড়ি পরে, চুলে এলো খোঁপা বাঁধে, চোখে কাজলও দেয়। এখন সে কালো নরুণ পাড় সাদা শাড়ি পরে আছে, মাথায় অর্ধেক ঘোমটা।

বাড়িতে তার মা আছে, এক পিসি, পিসির এক বোবা মেয়ে আছে, পুরুষমানুষ কেউ নেই। মা আর পিসি মিলে রান্নাবান্না করে, ঘর-দোর সাফ করে, জল আনে, এমন কি বোবা মেয়েটাও কিছু কিছু সংসারের কাজ করে দেয়। কিন্তু খাওয়া-পরা চলার জন্য রোজগারটা করবে কে ? এটা গোলাপীর বাপের বাড়ি। তার বাপের আমলে যেটুকু জমি-জায়গা ছিল মেয়েদের বিয়ে

www.BanglaBook.org

দিতে দিতে সব বন্ধক-বিক্রি হয়ে গেছে। সাধে কি আর চাষির ঘরে পরপর মেয়ে জন্মালে কান্নার রোল ওঠে ! মেয়ে মানেই একখণ্ড জমি খাবে। এখন বাপের বাড়ি বলতে শুধু একখানা মাটির বাড়ি, তা নিয়ে অতগুলি মানুষের পেট ভরে না।

তা গোলাপীর মোটামুটি ভালই বিয়ে হয়েছিল। তার চক্ষু দুটি কড়ি কড়ি, নাকটা একটু বোঁচা। কিন্তু তার শরীর মজবুত। মাথাতেও কিছুটা বুদ্ধি আছে, সে পড়া-লেখা জানে না। কিন্তু হিসেব শিখে নিয়েছে নিজে নিজে। আলুর কিলো তিন টাকা পঁচাত্তর হলে তিনশো গ্রামের দাম কত, তা সে চোখের নিমেষে বলে দিতে পারে।

তার শ্বশুরবাড়ি গণেশকান্দিতে, এখান থেকে অনেকটা দূর, বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গা। নদীর ধারে স্টিমার ভেড়ে, সিনেমা হল আছে, সপ্তাহে একদিন হাট বসে। শ্বশুরের মস্ত বড় পরিবার, স্ত্রী-পুরুষ-বাচ্চা মিলিয়ে একুশজন, তার মধ্যে খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো মিলিয়ে গোলাপীর ভাসুরই ছিল পাঁচজন। ওরা তিলি সম্প্রদায়ের লোক, আলুর ব্যবসা। গ্রাম থেকে আলু কিনে এনে গঞ্জের হাটে বিক্রি করে। সে বাড়ির একটি ছেলে শুধু ব্যবসায়ে না গিয়ে প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টারি নিয়েছিল। সে-ই গোলাপীর স্বামী নিশিকান্ত।

নিশিকান্ত নরম স্বভাবের মানুষ, ছোটবেলা থেকেই সে খেলাধুলো পারে না, সাঁতার শেখেনি, গাছে চড়েনি। একটু ফাঁক পেলেই বিছানায় শুয়ে থাকে, বই পড়ে। বিড়ি সিগারেট খায় না, মদ খায় না, অন্যদের মতন দু' তিন থালা ভাতও খায় না। নিশিকান্ত কোনওদিন বউকে ঠ্যাঙায়নি, এমন কি চোখ রাঙানিও দেয়নি, স্বামীর সঙ্গে বড় ভাব গোলাপীর। শুধু তাই নয়, তার একটা শ্রেণী-উত্তরণও হয়েছিল। সে চাষির বাড়ির মেয়ে, শ্বশুরবাড়ির এরা যেন ভদ্দরলোকদের মতন। এ বাড়ির মেয়েরা বাড়ি থেকে বেরুবার সময় পায়ে চটি পরে। দল বেঁধে সিনেমা দেখতে যায়, দোকান থেকে পান কিনে খায়। রামায়ণের গল্প জানে। ভাসুরঠাকুরদের দেখলে মাথায় ঘোমটা টেনে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

অল্প দিনের মধ্যেই সে বাড়ির চালচলন রপ্ত করে নিয়েছিল গোলাপী। নিশিকান্ত তাকে রাত্তিরবেলা অ-আ-ক-খ পড়াতেও শুরু করেছিল। কিন্তু এই সুখ গোলাপীর বেশিদিন সইল না। নিশিকান্ত আসলে যক্ষা রোগী, বছর পাঁচেক আগে ওই রোগে সে একবার প্রায় মরতে বসেছিল, সেরে ওঠে কোনওক্রমে। এদিককার সব লোক সে কথা জানে, সেই জন্যই তার বউ আনতে হয়েছে অনেক দূরের গরিব ঘর থেকে। সেই জন্যই তো নিশিকান্ত-গোলাপীর ঘরখানা বাড়ির থেকে একটু আলাদা।

বিয়ের মাত্র ন' মাসের মাথায় আবার কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতে লাগল নিশিকান্তর। কাঁচরাপাড়ার হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও এবার বাঁচানো গেল না। গোলাপীর সঙ্গে তার শেষ দেখাও হয়নি। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পরই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোলাপীর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। সোমত্থ বিধবা হল গলার কাঁটা। মোটে একটা বছরও পুরোয়নি, সে এ বাড়ির কেউ নয়। বিশেষত যে বউয়ের ছেলেপুলে হয়নি, স্বামী মরে গেলে তার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির সম্পর্ক থাকে নাকি! তাকে বাপের বাড়ির দিকে ঠেলা দেওয়াটাই প্রথা। দু'খানি মাত্র শাড়ি আর শাশুড়ির দেওয়া পঞ্চাশটা টাকা সম্বল, এক দেওর তাকে পৌঁছে দিয়ে গেল গ্রামে।

গোলাপীর বাবাও কিছুদিন আগে গত হয়েছে ; মায়ে-ঝিয়ে জড়াজড়ি করে কাঁদল দু'-তিন দিন। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। খিদের কামড় সব শোক-তাপ ভুলিয়ে দেয়।

গোলাপীর মা-পিসির এতদিন কী করে চলছিল ? ঘরে সোনা-দানা কিছু নেই, থাকার মধ্যে ছিল কিছু পেতল-কাঁসার থালাবাসন, একটা লাঙল, কয়েকখানা কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি—এই সব একটা একটা বিক্রি করে কোনওরকমে কিছু চাল জোটানো। এ ভাবে কতদিন চলবে ?

তখন রামকানাইপুরে একটা ইঁটভাটা ছিল। চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে গোলাপী সেখানে কাজ খুঁজতে গেল। ইঁটভাটার মালিক একজন বিহারি, কিছুতেই মেয়ে-শ্রমিক রাখতে চায় না, এদিকে মেয়েদের দিয়ে কাজ করাবার রেওয়াজ নেই, তা ছাড়া বাঙালি মেয়েরা বেশি পরিশ্রম করতে পারে না। গোলাপী তখন কেঁদে তার পায়ে পড়ল। তার শরীরের গড়ন লক্ষ করে মালিক রাজি হল শেষ পর্যন্ত। সত্যি কথা বলতে কী, সেই মালিক বা অন্য শ্রমিকরা কোনওদিন তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি।

কিন্তু এমনই কপাল, সেই ইঁটভাটা উঠে গেল তিন মাস বাদে। মাটি কাটতে কাটতে সেখানে একটা বিশাল জলা হয়ে গেল, কাছাকাছি আর জমি নেই, ইঁটভাটা চলে গেল অন্য জায়গায়। এর পরে কিছুদিন যে গোলাপীদের কীভাবে চলেছে, তা শুধু ভগবানই জানেন। না, ভগবানও জানেন না, জানলে কি কিছু সাহায্য করতেন না ? বোবা মেয়েটি খিদের জ্বালায় মাটিতে মুখ ঘষত, মা আর পিসি নিঃশব্দে শুয়ে থাকত উপুড় হয়ে। বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে গোলাপী ভাবত, হে ভগবান, আমায় ব্যাটাছেলে করলে না কেন ? আমি পুরুষ হলে কি মা-পিসিদের কোনওরকমে রোজগার করে খাওয়াতে পারতাম না ? মেয়েমানুষের জন্য তুমি কোন রাস্তা খোলা রেখেছ ?

কলমি শাক আর ডুমুর সেদ্ধ খেয়ে খেয়ে পেট ছেড়ে দিল বোবা মেয়েটার। মা ওসব আর খেতেই চায় না। এবার একেবারে সর্বনাশের শেষ সীমায়। শরীর এমন কমজোরি হয়ে গেছে যে, হঠাৎ হঠাৎ চোখের সামনে লকলক করে মৃত্যু। বাতাস নেই, কোনও গাছের পাতা নড়ছে না, তবু যেন এক ঝলক ধুলোর ঝড় বয়ে যায়। যারা এই পৃথিবীতে আর নেই, তারা যেন ডাকে। শুনশান দুপুরে 'গোলাপী, গোলাপী' বলে কেউ ডেকে ওঠে, অবিকল বাবার কণ্ঠস্বর।

www.BanglaBook.org

তখন গোলাপীর মাথায় একটা বুদ্ধি এল, কলমি শাক আর ডুমুর কিনতে হয় না, পুকুর ধারে, জলার ধারে অজস্র ফলে থাকে। গ্রামের লোক এগুলো তুলে তুলে আনে। কিন্তু রথতলার কাছে কয়েক ঘর ভদ্দরলোক থাকে, তারা বাজার থেকে এসব কেনে। গোলাপী এক ঝুড়ি বোঝাই করে ওই শাক আর ডুমুর নিয়ে গিয়ে বসল বাজারে। আর একটি বুড়িও এসব বিক্রি করে। সে রাগ রাগ করে তাকাল তার দিকে। গোলাপী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। মনে মনে কপাল চাপড়ে ভাবে, এ বুদ্ধি তার আগে এল না কেন ? তা হলে সে আলুর দোকান দিতে পারত। শ্বশুরদের আলুর ব্যবসা ছিল, ওটা সে মোটামুটি বোঝে। কিন্তু এখন তো আর উপায় নেই, মূলধন পাবে কোথায় ? শাশুড়ির দেওয়া পঞ্চাশটা টাকাও কবে উড়ে গেছে।

প্রথম দিন পেল মাত্র দেড় টাকা। পুরনো খদ্দেররা বুড়ির কাছ থেকেই কেনে। তবু চেষ্টা করে যেতে হবে। সেই দেড়টাকায় আটা কিনে নিয়ে গিয়ে অনেকদিন পর দু'খানা করে রুটি খেল সবাই।

পরদিন গোলাপী আগে ভাগেই গিয়ে কলমি শাক আর ডুমুর সাজিয়ে বসেছে বাজারে, একটি প্যান্ট-শার্ট পরা ছোকরা এসে উবু হয়ে বসল তার সামনে। ফিসফিস করে বলল, তোমাকে এখানে নতুন দেখছি। এই শাক ফাক বিক্রি করে কত পাও ?

গোলাপী উত্তর দেয়নি।

ছোকরাটি বলল, এসব ছাড়ো, এতে কোনও মধু নেই। আর একটা দোকানে তোমাকে বসাব। প্রথম প্রথম পনেরো টাকা করে পাবে ডেলি, এই সব ছেঁড়া শাড়ি চলবে না, এক জোড়া নতুন শাড়ি পাবে। বিকেল চারটে থেকে রাত নটা-দশটা পর্যন্ত ডিউটি, সারাদিন ফিরি। আজ বিকেল ঠিক চারটেয় এখানে চলে আসবে।

প্রস্তাব নয়, আদেশের মতন। সে যাই হোক। প্রত্যাখ্যান করার কোনও উপায় ছিল গোলাপীর ? শুধু নিজের জন্য নয়। মাকে বাঁচাতে হবে না ? ইঁটভাটায় বারো টাকা দিত, এরা দেবে পনেরো টাকা। এখানেও সে দোকানে বসেছে। তার বদলে আর একটা দোকানে গিয়ে বসতে হবে।

যখন না খেয়ে মরতে বসেছিল, তখন গোলাপীদের কেউ খবরও রাখত না। এখন চুল্লুর ঠেকের গোলাপীকে সবাই চেনে।

বাড়িতে পুরুষমানুষ নেই, গোলাপীকেই তাই বাজারে আসতে হয়। মা চুনোমাছ খুব পছন্দ করে, বাড়িতে ডালও রান্না হয় মাঝে মাঝে। বুড়িটা রুটি একেবারে খেতে পারে না, তার রোজ ভাত চাই। গোলাপী এখন বাড়ির মানুষদের দু' বেলা খাওয়াতে পারছে। তার বদলে একটা ছেলে থাকলে এর বেশি কিছু কি করতে পারত বাড়ির জন্য ! তবু সে মেয়ে, অনেক তফাত, এই তফাতটা কেউ ভুলতে দেয় না।

আর পাঁচ জনের সঙ্গে মিলেমিশে বাজার করছে গোলাপী। সেই শাক-বেচা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুড়ি আজও আছে। দিনে বড়জোর তিন টাকা-চার টাকা বিক্রি হয়, তাই দিয়েই কী করে চালায় কে জানে ! আজ তার কাছে একটা চালকুমড়ো রয়েছে। পাঁচ টাকা চাইছে, তিন টাকায় দিলে নেওয়া যায়। গোলাপী সেখানে দাঁড়িয়ে দরদাম করছে, পাশে দাঁড়িয়ে একজন বুড়োমতন লোক। সেই লোকটি হঠাৎ পাশ ফিরে গোলাপীকে দেখল, এমনভাবে মুখটা বিকৃত করল যেন গোলাপী রাস্তার পাশে পড়ে থাকা তিন দিনের পচা গোবর। তারপর মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, সরে দাঁড়া না ! গায়ের ওপর এসে পড়ছে দেখ !

গোলাপী মোটেই গায়ে পড়েনি, বুড়োর সঙ্গে তার সামান্য ছোঁয়াও লাগেনি।

বুড়ি চালকুমড়োটা তুলে বুড়োকে বলল, এই নাও গো, পুরো তিন টাকাই দিয়ো !

গোলাপী আগেই তিন টাকা বলেছিল, বুড়ি তবু তাকে দিল না। বাজারে মাল বেচতে বসেছে, যে খদ্দেরের সঙ্গে আগে দরে পোষাবে তাকেই তো বেচবে, এই নিয়ম। কিন্তু এই বুড়ি এখনও গোলাপীর সঙ্গে ভাল করে কথা বলে না।

গোলাপী প্রতিবাদ বা চ্যাঁচামেচি করল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এই রকম সময় তার চোখ ফেটে জল আসে। মাঝে মাঝেই কেউ কেউ এমন ব্যবহার করে যেন সে একটা গু-মাথায় করা ম্যাথরানি কিংবা চণ্ডালের বউয়ের মতন অচ্ছুৎ !

কিছু একটা ভয়ে কেউ সরাসরি তাকে গালমন্দ করে না, কিন্তু ঘেন্নায় মুখ ব্যাঁকায়। এই বুড়োটিকে যতদূর মনে হয়, আগে একবার দেখেছে গোলাপী। একদিন চুল্লুর ঠেকে একটি বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে এসে বোতল ওড়াচ্ছিল, ছেলেটি প্রায়ই আসে, খানিকটা নেশা হবার পরই হল্লা শুরু করে। সেদিন তার বাবা এসে চুলের মুঠি ধরে বাড়িতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। তারপর বাবা-ছেলেতে কী ধুন্ধুমার লড়াই ! বাবা জেতে না ছেলে জেতে, সবাই দেখছে। শেষ পর্যন্ত বাপটাই কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। এই বুড়োই সেই বাবা ! ছেলেকে ফেরাতে পারেনি বলে গোলাপীর ওপর রাগ ! গোলাপী কি ওর ছেলেকে বাড়ি থেকে ডেকে আনে ? গাছে কামরাঙা ফলে থাকে, তুমি একটা খাও কিছু হবে না। তুমি যদি পাঁচ-সাতটা খাও, নির্ঘাত তোমার পেট কামড়াবে কিংবা জ্বর হবে। কামরাঙার রসে জ্বরের ডাক আছে। তুমি যদি বেশি খাও, সেটা কি গাছটার দোষ ?

গোলাপী তেজী মেয়ে, কেউ তার মুখের ওপর কথা শোনাতে এলে সে ছেড়ে কথা কয় না। কিন্তু লোকেরা যদি মুখে কিছু না বলে, শুধু চোখ দিয়ে ঘৃণা ঝরায়, তখন তার বড় অভিমান হয়। বাড়িসুদ্ধ সবাই মিলে মরতে বসেছিল, শুধু শাক-পাতা খেয়ে মানুষ বাঁচে ! মেয়েমানুষের অন্তত একখানা পরনের কাপড়ও তো লাগে ! চুল্লুর ঠেকে কাজ নিয়ে সে বেঁচে গেছে। সে না

www.BanglaBook.org

নিলে অন্য কোনও মেয়ে এ কাজ নিত ! এক জনের জন্য কি কিছু থেমে থাকে এ বিশ্ব সংসারে ?

চুল্লুর ঠেক চালানোর কাজটাই তার পুরো কাজ নয়। মাঝে মাঝেই বিষ্টু হাজরার লোকরা তাকে মোটর বাইকে তুলে নিয়ে যায়। জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা শিব মন্দির, সেখানে ওদের আর একরকমের ঠেক আছে, ওরা চুল্লুর বদলে ভাল মাল খায়, আর কত কাণ্ডই যে করে ! ভগবান জানেন, সেখানে যেতে গোলাপীর একটুও ইচ্ছে করে না, তার কান্না পায়, তার গা বমি বমি করে। কিন্তু ওদের বাধা দেবার কী শক্তি আছে তার ? ওরা ভোগও করে, আবার থাপ্পড় মারে, হাত মুচড়ে দেয়, চুল ধরে টেনে মাটিতে ফেলে দেয়। ওরা যেন মানুষ নয়, অসুর, দৈত্য-দানো, ওদের সঙ্গে কোনও মেয়ে কি পারে !

বাজার করতে আর ইচ্ছে করল না গোলাপীর, বাড়ি ফিরতেও মন চায় না, তার ইচ্ছে করে কোথাও বসে ডাক ছেড়ে কাঁদতে। হে ভগবান, কেন এই ভাগ্য দিলে ? কত বাড়ির মেয়েদের একটা স্বামী জোটে, ছেলেমেয়ে হয়। দু' বেলা ঠিকমতন খেতে পাক বা না পাক, বাড়ির মধ্যে নিজের মনে থাকে, তাদের সুখ-দুঃখ তাদের নিজস্ব। গোলাপীর যে আর কিছুই নিজের কবজায় নেই, এখন ওরা ডেলি পঁচিশ টাকা দেয়, আরও এটা সেটা দেয়, সংসারে আর অভাব নেই, তবু গোলাপীর মরে যেতে ইচ্ছে করে।

যে-সব দিন গোলাপী অনেক রাত করে ফেরে, সে সব দিন মা ও পিসি দু'জনেই জেগে বসে থাকে। প্রথম প্রথম উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হত, এখন আর কিছুই জিজ্ঞেস করে না। শুধু গোলাপী ফিরলেই তারা নিশ্চিন্ত। গোলাপী ফিরলে তারা পরের দিন খেতে পাবে, সুতরাং আর কোনও প্রশ্ন নেই।

এই সময় রাস্তা দিয়ে মানুষ চলাচল করে, সেই জন্য গোলাপী রাস্তা ছেড়ে মাঠ ভাঙতে লাগল। মানুষ কি নিমকহারাম ! সন্ধের সময় চুল্লুর ঠেকে এসে যে-সব নেশাখোরেরা তার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করার চেষ্টা করে, তারাও দিনের বেলা তাকে দেখলে চিনতে পারে না, মুখ ফিরিয়ে নেয়। দিনের বেলা সব সাধুপুত্তুর যুধিষ্ঠির ! পুরুষমানুষের কোনও দোষ হয় না।

গোলাপীর বাড়ি একটা নদী পেরিয়ে যেতে হয়। এ নদী জীবন্ত ছিল এক কালে, এখন মরে হেজে গেছে। এই নদী দিয়ে কোনও এক সময়ে বাংলাদেশের খুলনা পর্যন্ত যাওয়া যেত। এখন বর্ষাতেও এক হাঁটু জল হয় না, নৌকো চলার প্রশ্ন নেই। নদীর মাঝখানে মাঝখানে কুঁজ হয়েছে, সেখানে ধান চাষ হয়, কোথাও দু' দিকে আঁটল দিয়ে কিছু লোক মাছ চাষ করে। একটা সেতু আছে সেই মাঝদরিয়ায়, এদিকে একটা সাঁকো ছিল, তাও ভেঙে পড়ে গেছে কবে, এখন প্রয়োজনও হয় না, গোলাপীরা হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে হেঁটেই পার হয়ে যায়।

নদীর ধারে একটা অশত্থ গাছের তলায় একজন স্ত্রীলোক পা ছড়িয়ে বসে কোঁচড় থেকে মুড়ি তুলে তুলে খাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি এমনই উদাসীন যে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোলাপী যখন পাশে গিয়ে বসল, প্রথমটা সে টেরও পেল না।

বাচ্চা ছেলে-মেয়ে তো নয়, একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের রমণীর এই সময়টায় বাড়িতে কত কাজ থাকে, নদীর ধারে বসে একলা একলা মুড়ি খাওয়া স্বাভাবিক নয় মোটেই।

গোলাপী জিজ্ঞেস করল, এখানে বসে আছিস যে পদু ? বাড়িতে জায়গা জুটল না ?

পদু আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। হঠাৎ চমকে ওঠার মতনও মনটা সজাগ নেই। গোলাপীর চোখে চোখ রেখে টেনে টেনে বলল, বাড়িতে বড় অশান্তি রে গোলাপী। যাদের জন্য খেটে খেটে মরি, তারাই দু' বেলা লাথি ঝাঁটা মারে।

গোলাপীর মতন পদুর শরীরটা আঁটসাঁটো নয়, একটু রোগাপানা আর ঢ্যাঙা। ব্লাউজ পরেনি, শুধু একটা ছাই রঙের শাড়ি আলুথালুভাবে জড়ানো। এই পদুও গোলাপীর মতন আর একটা চুল্লুর ঠেক চালায়। ভাঙা শিবমন্দিরে কোনও কোনও রাতে পদুর সঙ্গে গোলাপীর দেখা হয়েছে।

পদু বিধবা নয়, তার একটা স্বামী আছে, তবে না থাকারই মতন। মাঠের কাজ ছেড়ে সে কিছুদিন স্মাগলারদের দলে ভিড়েছিল। একবার ছুরি মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে বর্ডারের ওপারে, কোনওক্রমে এদিকে টেনে আনা হয়েছিল, কিন্তু ঠিকমতন চিকিৎসা হয়নি। তারপর থেকেই তার শরীরটা শুকিয়ে যেতে থাকে, ভেতরের কিছু কলকবজা নষ্ট হয়ে গেছে বোধহয়, গালদুটো তুবড়ে ঢুকে গেছে ভেতরে, পাঁজরা গোনা যায়, এখন একেবারে শয্যাশায়ী। তার আগেকার স্যাঙাতরা কেউ আর খবরও নেয় না। এ লাইনে যার শরীর নষ্ট হয়ে যায়, তার কোনও দাম নেই।

পদুর তিনটে ছেলেমেয়ের মধ্যে একটা মারা গেছে, দুটো বেঁচে আছে। শাশুড়িও আছে বাড়িতে। কিন্তু রোজগার করার আর কেউ নেই।

পদু বলল, দ্যাখ না, কাল রাত্তিরে একটা দানাও মুখে দিইনি। সকালে খিদে পায় না ? বাড়িতে বসে যে দুটো মুড়ি খাব, তারও উপায় নেই। নরুর বাপ ঘুম থেকে উঠেই হল্লা করছে, আমার কপালে একটা বাটি ছুড়ে মেরেছে। কাল যে ফিরতে দেরি হল !

পদুর বাড়িতে এক দিনই গিয়েছিল গোলাপী। হ্যাঁ, সে স্বীকার করতে বাধ্য, পদুর অবস্থা তার থেকেও খারাপ। পদুর স্বামীর শরীরের ওই অবস্থা, কিন্তু গলার জোর কমেনি। বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে বুঝিয়ে দেয়, সে-ই বাড়ির কর্তা। কী যে অকথ্য গালমন্দ করে, তা কানে শোনা যায় না। এর থেকে ওই স্বামীটা মরে গেলেও পদু বাঁচত। কিন্তু হিন্দু ঘরের বউ, স্বামী যতক্ষণ বেঁচে থাকে, গলার কাছে নিঃশ্বাস ধুকপুক করে, ততক্ষণ বিধবা হয় না। দুশ্চরিত্র, হাড়-জ্বালানো স্বামীকে বাড়ি থেকে দূর করে দিতেও পারে না। স্বামীরা পারে। যখন তখন বউকে তাড়িয়ে দিতে পারে, এক বউ থাকতেও আর এক

www.BanglaBook.org

মেয়েকে নিয়ে ঘর বাঁধতে পারে।

পদুর ছেলে নরুর বয়েস বারো-তেরো বছর, সে পর্যন্ত চোটপাট করে মায়ের ওপর।

গোলাপী জিজ্ঞেস করল, কাল রাত্তিরে কিছু খাসনি কেন ? ঘরে কিছু ছিল না ? নাকি বাপ-ব্যাটায় মিলে সব শেষ করে ফেলেছিল ?

পদু বলল, কাল আমায় সেই শিবমন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল !

—ওমা ! সেখানে খাবারদাবার কিছু রাখেনি ?

—থাকবে না কেন, কত কিছু ছিল ! একটা পাঁঠা কাটল। পুলিশের সঙ্গে নতুন কী সাঁট হয়েছে, তাই ওদের খুব আনন্দ, কাল যে ওদের ফিস্টি ছিল। আমাকে নিয়ে গিয়েছিল মাংস রান্না করে দেবার জন্য।

—তারপর তোকে মাংস দেয়নি ?

—মাংস রাঁধলুম, রুটি সেঁকে দিলুম। এই কাঁড়ি কাঁড়ি রুটি। ওরা বসে বসে মাল খাচ্ছিল। বিলিতি মাল। একটুতেই নেশা হয়। রান্না শেষ হওয়ার পর বলল, এই পদু, তুই পাতায় বেড়ে বেড়ে দে। আরও রুটি আন। কাঁচা পেঁয়াজ কাটিসনি কেন ? লঙ্কা দে !

—তুই দিতে দিতে সব ফুরিয়ে গেল ?

—একটা গোটা পাঁঠা, ওরা মোটে সাতজন, সব কি খেতে পারে ? অনেক ছিল। আমি হাতায় করে করে তুলে দিচ্ছি, এক আবাগীর পুত বলে কী, তোর কাপড়টা খুলে ফেল ! আমি না শুনি না শুনি করে আছি, রক্ষেকালীর ভূতগুলোর মতন ওরা হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল। এক হারামজাদা উঠে এসে টানামানি করে আমার শাড়ি টাড়ি সব খুলে দিল। একেবারে উদোম। তুই বল গোলাপী, মেয়েমানুষের ইজ্জত এমন করে কেড়ে নিলে তারপর আর কোনও খাবার মুখে রোচে ? আমার মনে হচ্ছিল, ওই মাংস যেন ছাগলের গু, আর রুটিগুলো মরা ব্যাঙ। বাড়ি ফেরার সময় ওয়াক তুলে বমি করতে করতে এসেছি। বাড়িতেও কি কেউ আমার দুঃখ বোঝে ? এর পরেও ওরা আমার চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল পদু।

কিছুক্ষণ আগে গোলাপীর নিজেরই কান্না পাচ্ছিল, এখন পদুর কান্না দেখে তার চোখ শুকিয়ে গেছে। সে বলল, আমার মা যদি বেঁচে না থাকত, তা হলে আমি একদিন ওই হারামজাদাদের অন্তত একটাকে খুন করে তারপর নিজের গলায় ফাঁস দিতাম।

পদু কান্নার বেগে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, আমি আর যাব না, কোনওদিন যাব না। চুল্লু বেচতেও যাব না।

গোলাপী বলল, আমারও তো ওই ইচ্ছে করে। কিন্তু খাবি কি পদু ?

পদু বলল, না খেয়ে মরব। গুষ্টিসুদ্ধ সবাই মরুক। নরুর বাপ বুঝুক, কেন আমাদের গতর খাটিয়ে টাকা আনতে হয় !

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পদু আরও কিছুক্ষণ কাঁদল, চুপ করে বসে রইল গোলাপী।

নদী পেরিয়ে আসছে তিনটি রমণী। সুশীলা, ক্ষেমী আর মানদা। ওরা নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করছে আর হেসে মাথা ঠেকিয়ে দিচ্ছে এ ওর কাঁধে। বাড়িতে ওরা এমনভাবে হাসে না, এমন সহজভাবে পরিষ্কার বাতাসে নিঃশ্বাস নেয় না। গত তিন মাসে ওদের মুখ-চোখের চেহারা কত বদলে গেছে। এখন আর সব সময় ভুরু কুঁচকে থাকে না। ফেরতা দিয়ে শাড়ি পরেছে, চুল আঁচড়েছে, তা কাউকে ভোলাবার জন্য নয়, নিজেদের মন ভাল করার জন্য।

পদু আর গোলাপীর দিকে নজর পড়তেই ওদের হাসি থেমে গেল, কথা থেমে গেল। মুখে ফুটে উঠল বিরক্তির রেখা, দ্রুত এই জায়গাটা এমনভাবে পার হয়ে গেল, যেন এখানে পচা গন্ধ আছে।

রাগে শরীর জ্বলে উঠল গোলাপীর। ওদের সে প্রায়ই দেখে। ওদের অত গুমোর কিসের! কী একটা সমিতিতে ওরা টেরেনিং নিতে যায়, তাতেই যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করে।

সে বলল, মাগীগুলোকে দেখলি, দেখলি পদু? আমরা যেন মানুষ না, আমাদের দিকে ঘেন্না ঘেন্না চোখে চায়।

এবারে পদুও বদলে গেল। সে পাগলাটে গলায় বলল, ঘেন্না করবেই তো! ওরা কি অন্যের কথায় উদোম হয় পাঁচজনের সামনে? আমরা কী? আমরা তো নষ্ট মেয়েমানুষ। বেবুশ্যে! এর চেয়ে শহর-বাজারে গিয়ে নাম লেখালে বরং ভাল ছিল।

গোলাপী খানিকটা চুপসে গিয়ে বলল, আমরা কি ইচ্ছে করে ও লাইনে গেছি? আমাদের অন্য কোনও উপায় ছিল? পুরুষমানুষরা মনিবের বাড়িতে মাঝে মাঝে খেটে দিয়ে আসে, আমাদেরও তেমন খাটতে হয়।

পদু বলল, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলোও এসে চুল্লু টানছে। আমরা তাদের মাথা খাচ্ছি না? কত সংসার তছনছ হয়ে যাচ্ছে!

গোলাপী বলল, আমরা শুধু নিমিত্তের ভাগী।

পদু বলল, পনেরো-কুড়ি বছরের ছেলেগুলোকে দেখলে তোর মায়া হয় না? যখন ওরকম একটা দুটো ছোঁড়া আমার সঙ্গে নষ্টামি করতে আসে, তখন ইচ্ছে করে ঠাস ঠাস করে চড়িয়ে দি। কোন দিন দেখবি আমার নিজের পেটের ছেলেও পয়সা চুরি করে ওখানে জুটে গেছে! এই তোকে বলে দিচ্ছি, ও কাজ আর আমি করব না, করব না, করব না!

গোলাপী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অনেক নেশাখোর যেমন সকালবেলা প্রতিজ্ঞা করে আর জীবনে চুল্লু খাব না, কিন্তু সন্ধে হলেই গুটি গুটি গিয়ে হাজির হয়, তেমনি পদুর মতন তারও প্রায়ই মনে হয়, আর ও নোংরা কাজ করব না, আর কুকুর-বেড়ালের মতন ওই গুণ্ডাদের অনুগ্রহ কুড়োতে যাব না। কিন্তু বিকেল হলেই পেটের দায়ে, সংসারের অন্যদের বাঁচাবার চিন্তায় সে সঙ্কল্প

www.BanglaBook.org

ভেসে যায়।

দু' দিন পরে অবশ্য অন্যরকম একটা ঘটনা ঘটল।

তখন বেলা দশটা এগারোটা হবে। গড়বন্দীপুরের বান্ধব সমিতিতে পুরোদস্তুর কাজকর্ম চলছে। বাচ্চাদের স্কুলটা আজ ছুটি, একটা ঘরে তাঁতের কাপড় বোনার খটাখট শব্দ হচ্ছে, ডান দিকের এক টুকরো জমিতে খড় পচিয়ে হাতে-কলমে মাশরুম তৈরির শিক্ষা নিচ্ছে প্রায় কুড়িজন পুরুষ, মাঝখানের উঠোনটায় মাদুর বোনার ট্রেনিংয়ে রমণীর সংখ্যা অনেক বেশি, প্রায় পঁয়তাল্লিশজন। কলকাতা থেকে ইনস্ট্রাক্টর এসেছে, একজন চশমা পরা দিদিমণির উৎসাহ এমন বেশি যে, তার কাজের উৎসাহ অন্যদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে যায়।

উঠোনের এক পাশে গুটিগুটি এসে দাঁড়াল দুটি রমণী। পদু আর গোলাপী। সারা শরীর ঢাকাঢাকি দিয়ে শাড়ি পরা, মুখে আড়ষ্ট ভাব।

বিভিন্ন গ্রাম থেকে মহিলারা এসেছে, সকলেই তো আর ওদের চেনে না। কয়েকজন ঘাড় ঘুরিয়ে শুধু দেখল। কিন্তু সুশীলা-মানদার মতন কেউ কেউ চেনে। এ দুটি যে চুল্লু ঠেকের ডাকিনী-যোগিনী। এরা যেন জাদু মন্ত্র দিয়ে ঘর ঘর থেকে পুরুষদের সন্ধেবেলা টেনে নিয়ে যায়। এদের দেখলেই বউ-ঝিদের গা জ্বলে ওঠে।

সুশীলা মানদাকে বলল, ওই আপদ দুটো আবার এখানে কেন এসেছে?

মানদা উত্তর দিল না। চিলের মতন তীক্ষ্ণ চোখে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে উঠে গেল। ওদের কাছে গিয়ে ভাঙা কাচের মতন ধারালো গলায় জিজ্ঞেস করল, তোমাদের এখানে কী চাই!

গোলাপী মিনমিন করে বলল, কিছু চাই না। এমনিই একটু দেখতে এসেছি।

মানদা বলল, এখানে দেখার কিছু নেই। সবাই কাজ করে।

পদু বলল, তা হলে একটু দেখতে কী দোষ? ওই যে মাদুর এক পাশে রাখা আছে। ওগুলো তোমরা বানিয়েছ?

মানদা বলল, যাও, যাও, এখান থেকে যাও!

গোলাপীর এমন ধরনের কথা সহ্য হয় না। তারা কি ভিখিরি নাকি যে, খেদিয়ে দিচ্ছে! সে পদুর হাত ধরে টেনে বলল, চল, চল, ভারী তো একটা ব্যাপার।

কয়েক পা ফিরে গিয়েও পদু থমকে দাঁড়াল। মুখটা কঠিন করে বলল, শুধু ওর কথায় চলে যাব কেন? ও এখানকার কে? এই সমিতির কোনও ব্যাটাছেলের সঙ্গে কথা বলব।

ওরা আবার ফিরে এসে দাঁড়াল আগের জায়গায়।

চাঁদা দিয়ে এই সমিতির সভ্য হতে হয় না। যারা কিছুদিন আসা-যাওয়া করে, তারা আপনা আপনি সমিতির মধ্যে মিশে যায়, এখানকার কাজ আপন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাজ মনে করে। এখানকার ভাল মন্দের অংশীদার।

পুরুষ কর্মীরা অনেকেই গ্রামে ঘুরতে চলে গেছে। কেউ কেউ আসে বিকেলের দিকে। প্রফুল্ল অফিসঘরে চিঠিপত্র লেখালেখির কাজ করছে, তাকে এই সামান্য ব্যাপারে বিরক্ত করার কোনও মানে হয় না। সুশীলা গিয়ে ডেকে আনল রেবতীকে। ফিসফিস করে আগেই জানিয়ে দিল, এই দুটো অতি খারাপ চরিত্রের মেয়েমানুষ, সর্বনাশিনী। নিশ্চয়ই কোনও বদ মতলবে এসেছে, সমিতির ক্ষতি করতে চায়।

রেবতী কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন ?

পদু বলল, ওই ওদিকের গ্রাম থেকে। ঝিকড়দা তারাপুর চেনেন ?

রেবতী বলল, হ্যাঁ চিনি। গেছি তো অনেকবার। আপনারা আমাদের সমিতি দেখতে এসেছেন ? যখন ট্রেনিং-এর কাজ চলে, তখন তো বাইরের লোকের থাকার নিয়ম নেই। আপনারা বরং রবিবার আসবেন।

পদু বলল, আবার কবে আসব ? একটুখানি দেখি না দাঁড়িয়ে ! দাঁড়াতেও দোষ !

গোলাপী ফের পদুর হাত ধরে টানল। পদু তবু যেতে চায় না।

অফিস ঘরে বসে প্রফুল্ল কটেজ ইন্ডাস্ট্রিতে একটা চিঠির মুসাবিদা করছে, আর জানলা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে মাঝে মাঝে। দৃশ্যটি তার চোখে পড়ল। ওখানে একটা কিছু ঘটছে।

প্রফুল্ল বাইরে বেরিয়ে এল।

প্রফুল্লকে দেখে রেবতী দৌড়ে এসে বলল, প্রফুল্লদা, ওরা চুল্লুর ঠেক চালায়, কারা যেন পাঠিয়েছে।

সব শুনে প্রফুল্ল বলল, ঠিক আছে, তোরা তোদের কাজ কর, আমি কথা বলছি।

রমণী দুটির সামনে এসে প্রফুল্ল পুরো এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। স্মাগলারদের দল, চুল্লুর কারবারিদের দল এ পর্যন্ত বান্ধব সমিতির এলাকায় এসে কখনও হামলা করেনি। ওরা অসাধারণ ক্ষমতাবান হলেও দিনের বেলা থাকে আড়ালে আড়ালে, দিনের বেলা দোকান পাট খোলা থাকে, হাট-বাজার বসে, মোটামুটি জীবনযাত্রার স্রোত অব্যাহত রাখতে দেয়। তাদের ক্রিয়াকলাপ ও শক্তি পরীক্ষা হয় মধ্য রাত্রির পর। দৈবাৎ দিনের বেলাতেও প্রকাশ্য রাজপথে দু একটা খুন হয় বটে, সেটাও নিজেদের ব্যাপার, বোঝাই যায় কোনও পলাতককে হঠাৎ দেখে ফেলেছে তার প্রতিপক্ষ।

বান্ধব সমিতিতে কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই, সে রকম কোনও প্রশ্নও ওদের মনে আসেনি। রাত্তিরে প্রফুল্ল ও তার কয়েকজন কর্মী এখানেই ঘুমিয়ে থাকে। সারা দিন খাটাখাটনির পর ওদের অঘোরে ঘুমোবার বিঘ্ন ঘটায় শুধু কিছু মশা।

ঠোঁটে হাসি ছুইয়ে প্রফুল্ল জিজ্ঞেস করল, আপনারা আমাদের সমিতি দেখতে

www.BanglaBook.org

এসেছেন ?

পদু বলল, হ্যাঁ, এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। সমিতির অনেক নাম শুনেছি।

—আপনারা কোন গ্রামে থাকেন ?

—ও ঝিকড়দা, আমি তারাপুর।

—তারাপুর তো বেশ দূর আছে, সেখান থেকে এসেছেন ? দেখুন না, ঘুরে ফিরে দেখুন। তবে যেখানে যেখানে কাজ চলছে, সেখানে কথা বলতে গেলে তো তাদের ব্যাঘাত হবে, আপনারা এমনি ঘুরে দেখতে পারেন।

গোলাপী এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে প্রফুল্লর দিকে। আগে কয়েকবার সে প্রফুল্লকে তাদের গ্রামের পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যেতে দেখেছে। কথা হয়নি কখনও। তবু প্রফুল্লকে যেন তার খুব চেনা মনে হল।

সে ফস করে বলে ফেলল, আমাদের গ্রামের কয়েকজন এখানে আসে। আমরাও টেরেনিং নিতে পারি না ?

প্রফুল্ল কৌতূহলী হয়ে তাকাল। শুধু দেখতে আসেনি, ভেতরে ঢুকতে চায়, তা হলে সত্যিই কি ওদের কেউ পাঠিয়েছে ?

সে বলল, ট্রেনিং নেবেন ? আচ্ছা, আমার সঙ্গে অফিস ঘরে আসুন, কথা বলি।

সুশীলা-মানদাদের অবাক দৃষ্টি ওদের অনুসরণ করল। অফিস ঘরে একটা টেবিল, কয়েকখানা চেয়ার, একটা আলমারি। এইটুকুই বান্ধব সমিতির সম্পত্তি। বিকেলবেলা এই ঘরে বসেই ডাক্তারবাবুরা ক্লিনিক চালান।

নিজের টেবিলে বসে অন্য চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে প্রফুল্ল বলল, বসুন !

ওরা দুজন ইতস্তত করতে লাগল।

এ রকম টেবিলের সামনের চেয়ারে ওরা কখনও বসেনি। রথতলায় এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের চেম্বার আছে, সেখানে একটি মাত্র চেয়ার ডাক্তারবাবুর জন্য, গ্রামের রুগিরা বসে মাটিতে উবু হয়ে।

প্রফুল্ল আবার বলল, কই, বসুন !

এ বার ওরা বসল বটে, কিন্তু পুতুলের মতন সোজা হয়ে রইল।

প্রফুল্ল বলল, আপনারা এখানে ট্রেনিং নিতে চান কেন ? আপনারা তো চুল্লর ঠেক চালান, তাই না ?

পদু আর গোলাপী জানে, তাদের এ পরিচয় গোপন রাখবার উপায় নেই। তবু প্রফুল্লর কথায় সহসা কোনও উত্তর দিতে পারল না, পরস্পরের দিকে তাকাল একবার।

প্রফুল্ল আবার বলল, আপনারা চুল্লর ঠেক চালান, তার মানে আপনাদের কিছু রোজগার আছে। আমরা ট্রেনিংয়ের ব্যাপারে তাদেরই প্রেফারেন্স দিই, মানে সুযোগ দিই, যে সব মহিলাদের কোনও উপার্জন নেই। বুঝলেন ?

প্রফুল্ল এমনভাবে বলল যেন চুল্লুর ঠেক চালানোর ব্যাপারে তার কোনও আপত্তি নেই। ওটা একটা উপার্জনের পথ মাত্র।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই দুজন এখনও চুপ করে আছে দেখে সে আরও বুঝিয়ে বলার ভঙ্গিতে বলল, তা ছাড়া, আমাদের এখানে যারা ট্রেনিং নেয়, তাদের ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যায়। আপনারা এক সঙ্গে দুটো তো চালাতে পারবেন না!

গোলাপীর মনে অনেক কথা জমে আছে, কী করে প্রকাশ করতে হয় তাই-ই সে জানে না। এ বারে সে ফস করে বলে ফেলল, আমরা ও কাজ ছেড়ে দেব!

—চুল্লুর কাজ ছেড়ে দেবেন? কেন? ও কাজে শুনেছি অনেক পয়সা পাওয়া যায়। ট্রেনিং নিলে আর কতই বা পাবেন।

—না, ও কাজ ছেড়ে দেব। আমাদের আর ভাল লাগে না।

—ছেড়ে দেবেন, না মালিকরা আপনাদের কোনও কারণে ছাড়িয়ে দিয়েছে?

—ছাড়িয়ে দেবে কেন? ওদের এখনও কিছু বলিনি। আজ থেকেই যদি আপনি আমাদের কাজ দেন, আমরা আর ওখানে যাবই না!

প্রফুল্ল একটু চুপ করে রইল। একটা নতুন চিন্তা খেলে গেল তার মাথায়।

যারা চুল্লু খায়, তারা বারণ করলেও শুনবে না। পুলিশের কাছ থেকেও সাহায্য পাওয়া যাবে না। এই সব মেয়েরা যদি চুল্লু বিক্রি করতে অস্বীকার করে, সব মেয়েই যদি অস্বীকার করে, তা হলেই চুল্লুর উপদ্রব বন্ধ করা যেতে পারে। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের বোঝানো সহজ।

কিন্তু প্রফুল্ল এখনই তেমন উচ্ছ্বাস দেখাল না।

সে খানিকটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে বলল, আপনারা যদি এখানে কাজ করতে চান, আমাদের আপত্তি কিছু নেই। কিন্তু ট্রেনিং তো ব্যাচ বাই ব্যাচ হয়। একটা ব্যাচ শেষ না হলে নতুনদের নেওয়া যায় না। পরের ব্যাচে যাতে আপনাদের নাম ঢোকানো যায়, সে চেষ্টা আমি নিশ্চয়ই করব।

পদু জিজ্ঞেস করল, সে কতদিন পরে?

প্রফুল্ল বলল, ঠিক নেই। এই ব্যাচ শেষ হতে আরও দিন সাতেক লাগবে। তারপর আর একটা শুরু হতে হতে কয়েকটা দিন, গভর্নমেন্টের তো ব্যাপার, তাঁরা ঠিক করবেন।

দুই রমণীরই মুখ শুকিয়ে গেল। অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অপেক্ষা? পদু যে জেদ ধরেছে, সে আর একদিনও ঠেকে গিয়ে বসবে না।

পদু অবুঝের মতন বলল, না দাদা, একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। অতদিন বসে থাকতে পারব না।

একটু চিন্তা করে প্রফুল্ল বলল, ট্রেনিং হবে না। আপনারা ইচ্ছে করলে সমিতির কাজ করতে পারেন। আজ থেকেই। এই সব ঘর ঝাঁট দিতে হবে, ধুতে হবে, রোজ সব কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতে হবে। গাছে জল দেওয়ার কাজ, হাঁস-মুরগি খাওয়ানো, পুকুরে গোবর ফেলা, এ রকম অনেক কাজ আছে।

www.BanglaBook.org

চওড়াভাবে হেসে বলল, ভাবছেন বুঝি এ সব ঝি-চাকরের কাজ ? আমরা সমিতিতে ঝি-চাকর রাখি না, কর্মীরাই এ কাজ করে, এমন কি যারা ট্রেনিং নিতে আসে, তারাও স্বেচ্ছায় এ সব করে দিয়ে যায়। আমিও এক এক সময় আপনাদের সঙ্গে হাত লাগাব। কী, রাজি ?

গোলাপী ম্লানভাবে বলল, সব কাজ করতেই রাজি আছি। কিন্তু খাব কী ?

প্রফুল্ল বলল, সারাদিন এখানে থাকলে আমাদের জন্য যা রান্না হয়, তাই খাবেন। আর বাড়ির জন্য এক কিলো করে চাল পাবেন রোজ। পয়সা দেবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

এবার দুজনেরই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হাতে কিছু পয়সা জমেছে, এর ওপর প্রতিদিন এক কিলো করে চাল পেলে মাসখানেক ভালই চলে যাবে। বাড়িতে হাঁ করা ক্ষুধার্ত পেটগুলো ঠাণ্ডা থাকবে।

গোলাপী উঠে দাঁড়িয়ে গদগদ করে বলল, আমাদের নিয়ে নিন গো। আর ও দিকে ঠেলে দেবেন না।

সাত

ভবানীপুরে বিশ্বরূপদের পৈতৃক বাড়িটি বেশ বড়। হরিশ মুখার্জি রোডের ওপর দোতলা বাড়ি, পেছন দিকে খানিকটা জমি আছে, এই ধরনের বাড়ি ভেঙে বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ি বানাবার জন্য প্রোমোটাররা প্রায়ই লোলুপ দৃষ্টি দেয়, বিশ্বরূপের এখনও সে রকম অভাব হয়নি।

এক কালে বাড়িতে অনেক লোকজন ছিল। এক কাকা যোধপুর পার্কে আলাদা বাড়ি বানিয়ে সপরিবারে উঠে গেলেন, আর যে কাকা বিয়ে করেননি, তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছেন দু বছর আগে। বাবা আর মা চলে গেছেন ছ মাসের ব্যবধানে। বিশ্বরূপের একমাত্র দিদি থাকে কানাডায়।

একতলার সামনের দিকটা একটা ব্যাঙ্ককে ভাড়া দেওয়া আছে। পেছনের ছোট ছোট তিনটি ঘরে থাকে কাজের লোকেরা। কৃষ্ণধনবাবু ছিলেন বিশ্বরূপের বাবার আমলের ম্যানেজার। এখন বয়েস আশির কাছাকাছি, তাঁর কোথাও যাবার জায়গা নেই, তিনিও রয়ে গেছেন ওই একখানা ঘরে।

দোতলার পাঁচখানা ঘর একেবারে শূন্য।

অনেকদিন পর শ্রুতি এসেছে এ বাড়িতে। দার্জিলিং থেকে ফিরেছে দুদিন আগে, ফিরে সল্টলেকের বাড়িতেই উঠেছিল। ফিরেও বিশ্বরূপের সঙ্গে কথা হয়নি, সে সেদিনই চলে গেছে দিল্লি।

দোতলায় ওঠার সিড়িতে একটা কোলাপসিবল গেট, তালা বন্ধ। সে চাবি শ্রুতির কাছে নেই। ভানু, ভানু বলে কয়েকবার ডাকাডাকি করে কোনও সাড়া পেল না। পারুল নামে একজন স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে বলল, ওমা, বউদি ! ভানু তো বাজারে গেছে !

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শ্রুতি গম্ভীরভাবে বলল, চাবিটা কোথায় রেখে গেছে দ্যাখ !

পারুল সে চাবি খুঁজে পেল না।

একতলায় বসবার ঘরটি ব্যাঙ্কের অংশের মধ্যে চলে গেছে, বিশ্বরূপের বসবার ঘর এখন দোতলায়। শ্রুতি এ বাড়ির কর্ত্রী, কিন্তু সে এখন দোতলায় উঠতে পারছে না, একতলাতেও তার বসবার জায়গা নেই।

মাঝারি উচ্চতার পাতলা চেহারা, খুব ফর্সা নয়, রোদ্দুরের সঙ্গে যেন একটু ছায়া মেশানো। একটা হালকা নীল রঙের তাঁতের শাড়ি পরে আছে, বিশেষ কিছু সাজগোজ না করলেও শ্রুতিকে সব সময় ছিমছাম দেখায়।

আজকাল শ্রুতির প্রায়ই মেজাজ খারাপ হয়। ভুরু কুঁচকে থাকে। এতদিন পরে বাড়িতে এসে ওপরে উঠতে না পারলে তো আরও মেজাজ খারাপ হবেই। কিন্তু শ্রুতির ব্যবহারে একটা সূক্ষ্ম আভিজাত্য আছে, বাড়ির কাজের লোকদের সঙ্গে সে কখনও বকা-ঝকা করে না। সে নরম গলায় কঠিন আদেশ দেয়।

দোতলায় দিনের পর দিন কেউ থাকছে না, সিঁড়ির গেটে তালা দিয়ে রাখাই স্বাভাবিক। ভানুর ওপর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব, সে পারুলের কাছেও চাবি দিয়ে যায় না।

শ্রুতি বলল, পারুল, তোর দাদা কি এখন বাড়িতেই খায়, না দোকানে খায় ?

পারুল বলল, রাত্তিরে প্রায়ই খেয়ে আসে বাইরে থেকে। সকালে শুধু জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে যায়। দুপুরে তো কিছুই খায় না শুনি।

—কী ব্রেকফাস্ট দিস এখন ?

—ফল খায়, পেপে, কলা, আঙুর, দু খানা টোস্ট আর একখানা ডবল ডিমের ওমলেট।

—ডাবল ডিমের ? রোজ ?

—ওইটা ভালবাসে খুব। এক একদিন মাছের চপ করে দিই। এর মধ্যে একদিন, গত শনিবারেই তো অনেক লোক এসেছিল, পার্টি হল, আমি সব রান্না করে দিয়েছি। ভিগুালু করেছিলাম, সবাই ভাল বলেছে। দশ-বারোজন তো হবেই, কজন ফরসা ফরসা বউ, একটা মেয়ের বোধহয় বিয়ে হয়নি।

শ্রুতি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ভানু কোথায় গেল, খুঁজে নিয়ে আয়। আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব ?

তার অনুপস্থিতিতে এ বাড়িতে কী কী ঘটেছে, তার রিপোর্ট সে কাজের লোকদের কাছ থেকে নিতে চায় না। পারুলের গলায় চুকলি কাটার সুর আছে।

পারুলকে যেতে হল না, তখনই ভানুর প্রবেশ। বউদিকে দেখে সে হন্তদন্ত হয়ে গেটের চাবি খুলে দিল।

পারুল বলল, বউদি, তুমি তো আতপ চাল ছাড়া খেতে পার না। আতপ ফুরিয়ে গেছে।

www.BanglaBook.org

সে কথা গ্রাহ্য না করে শ্রুতি ওপরে উঠে গেল।

মাত্র দু মাসের অনুপস্থিতিতেই যেন সব কিছু অচেনা লাগছে। বারান্দায় দুটো পাখির খাঁচা ছিল, একটা ময়না আর একটা চন্দনা, সে খাঁচা দুটো নেই। শ্রুতির পাখি পোষার শখ নেই, বিশ্বরূপের মায়ের আমলের পাখি, তাই বিশ্বরূপ রেখে দিয়েছিল, গেল কোথায় ? শোওয়ার ঘর থেকে আলনাটা খালি করে বাইরে রেখেছে কেন ?

লম্বা টানা, বেশ চওড়া বারান্দা। এই বারান্দাতেই অনেক লোক বসতে পারে, কয়েকবার এখানে গান-বাজনার আসরও হয়েছে। আগেকার আমলের বাড়ি বলেই খোলামেলা, বড় বড় ঘর, অনেক জানলা। ওপরের বাথরুমটাই এখনকার অনেক ফ্ল্যাট বাড়ির শোওয়ার ঘরের সমান।

সব ঘরগুলোই তালা বন্ধ, তবে এগুলোর ডুপ্লিকেট চাবি আছে শ্রুতির কাছে।

প্রথমে নিজস্ব ঘরখানা খুলল শ্রুতি। এ ঘরে কোনও খাট নেই। পাশের ঘরটি স্বামী-স্ত্রীর শয়নকক্ষ। মন কষাকষি শুরু হবার পরেও ওরা আলাদা বিছানায় শোয়নি।

এ ঘরখানায় রয়েছে শ্রুতির কাপড়-চোপড়, সাজগোজের জিনিস, কিছু বই। একটা ড্রেসিং টেবিল ও কয়েকটা চামড়ার গদি মোড়া চেয়ার। এখানকার কোনও কিছুই নড়ে চড়েনি, বোধহয় এর মধ্যে একবারও খোলেনি বিশ্বরূপ।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শ্রুতি পূর্ণাঙ্গ নিজেকে দেখল। আঠেরো বছর আগে এ বাড়িতে নববধূ হয়ে এসেছিল সে। তখন তার বয়েসও ছিল আঠেরো। বেশ কম বয়েসে, বিশ্বরূপ বিলেত যাবার আগে তার বাবা-মা বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। সম্বন্ধ করা বিয়ে, তবু প্রথম থেকেই বিশ্বরূপকে পছন্দ হয়েছিল শ্রুতির, প্রাণবন্ত মানুষ, মনের মধ্যে কোনও ক্ষুদ্রতা নেই।

সংসারটাও তো বেশ ভালই পেয়েছিল শ্রুতি, কোনও জিনিসেরই অভাববোধ করেনি কখনও, যখন যা চেয়েছে তাই পেয়েছে, শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে বড় রকম সমস্যা হয়নি কোনওদিন, ছেলে-মেয়ে দুটিও মূলের মতন, পড়াশুনোয় ভাল। তবু বিশ্বরূপের সঙ্গে তার সম্পর্কটায় চিড় খেয়ে গেল কেন ?

যখন বাড়ি ভর্তি লোক ছিল, ছেলেমেয়েরা ছোট ছিল, তখন সব সময় এত ব্যস্ত থাকত শ্রুতি যে নিজের দিকে তাকাবার সময়ই পায়নি। তারপর গুরুজনরা সব একে একে চলে গেলেন, ছেলেমেয়েরা গেল হস্টেলে, এ বাড়িতে শুধু স্বামী আর স্ত্রী, তখনই তো দুজনের আরও কাছাকাছি আসার কথা। কিন্তু সংসারের অনেক অঙ্কই মেলে না।

বছর দু-এক আগে থেকেই শ্রুতির মনে হতে শুরু করেছিল, বিশ্বরূপের জীবনে সে অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে। গ্রাজুয়েট হবার আগেই বিয়ে হয়েছে

www.BanglaBook.org

শ্রুতির, প্রথম সন্তান জন্মেছে এক বছরের মধ্যে, তবু সে পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে পরে। এম এ পড়তে আর ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া হয়নি, কিন্তু শ্রুতির বই পড়ার নেশা, শুধু গল্পের বই নয়, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বই সে নিয়মিত পড়ে। কিন্তু বই কি মানুষের সর্বক্ষণের সঙ্গী হতে পারে ? কখনও কখনও মনের মধ্যে এক ধরনের হাহাকার জন্মায়, যার সান্ত্বনা কোনও বইতে পাওয়া যায় না।

বাবার মৃত্যুর পর কম্পানিটা সামলাবার জন্য বিশ্বরূপকে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছে। মাঝে কম্পানিটা একেবারে ডুবতে বসেছিল, সে খবরও শ্রুতি জানে, সুতরাং বিশ্বরূপকে তো জান লড়িয়ে খাটতে হবেই। কিন্তু এই যে লড়াই, এই যে আবার মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা, সামাজিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা, এই ব্যাপারে বিশ্বরূপ তার স্ত্রীকে সঙ্গিনী করে নেয়নি। তাকে একটা সুন্দর পুতুলের মতন বাড়িতে সাজিয়ে রাখতে চেয়েছে।

হ্যাঁ পুতুলই তো, তা ছাড়া আর কী ? বাড়িতে রান্নার লোক আছে, ঘর-বাড়ি গুছোনো, পরিষ্কার রাখার লোক আছে, শ্রুতিকে সে সব কিছুই করতে হয় না। ছেলে-মেয়ের দায়িত্বও নেই। বিশ্বরূপ সকাল নটায় বেরিয়ে যায়, রাত নটা-দশটায় ফেরে, ফিরেও অফিসের গল্প করে। শরীরের টান কমে গেছে, মাঝে মাঝে বড়জোর পুতুলের মতনই বউয়ের গাল টিপে আদর করে বিশ্বরূপ।

সে রকম কোনও গুরুতর অভিযোগ করা যায় না বিশ্বরূপের নামে। সে কখনও সখনও মদ খায়, আজকাল তাদের মতন সামাজিক অবস্থার প্রায় সকলেই খায়। কোনওদিনই মাতাল হয় না, বেচাল হয় না বিশ্বরূপ। অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েনি সে, যদিও তাদের জীবনের মাঝখানে অন্য একটি নারী এসে পড়েছে।

কম্পানিটাকে আবার চাঙ্গা করার জন্য পার্টনার নিতে হয়েছে, বিশ্বরূপেরই বাবার বন্ধুর ছেলে সুশোভন। শুধু টাকা দিয়েই খালাস নয়, সুশোভন আর তার স্ত্রী দীপা নিয়মিত ওই অফিসে গিয়ে বসে। দীপা কম্পিউটার ট্রেনিং নিয়েছে, খুবই কাজের মেয়ে। বিশ্বরূপ দিন দিন দীপার ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

দীপাকে কেন ঈর্ষা করতে যাবে শ্রুতি ? তার স্বামী তো দীপার সঙ্গে লুকিয়ে চুরিয়ে প্রেম করে না, অফিসের বাইরে কোথাও দেখা করে না ! সুশোভনদের বাড়িতে কখনও নেমন্তন্ন হলে বিশ্বরূপ সব সময় শ্রুতিকে সঙ্গে নিয়ে যায়। বিশ্বরূপ আর দীপার চোখাচোখির মধ্যে যদি কোনও গোপন ভাষা থাকত, তা কি শ্রুতি বুঝতে পারত না ? এ সব স্ত্রীদের নজর এড়ায় না। রোমান্টিক ধরনের মেয়ে নয় দীপা, সব ব্যাপারেই সে তার বাস্তবজ্ঞানের অহঙ্কার করে।

অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে যদি স্বামীর প্রেম নাও হয়, কিন্তু সেই মেয়েটি যদি স্বামীর জীবনে বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, তাতেও কি স্ত্রীর ঈর্ষা হতে পারে

www.BanglaBook.org

না ?

শ্রুতি একদিন বিশ্বরূপের অফিসে গিয়ে দেখেছিল, একটা কম্পিউটারের সামনে বসে আছে দীপা, পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বরূপে। না, ওদের গায়ে গায়ে ছোঁয়া লাগেনি, দুজনেই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চৌকো পর্দার দিকে। শ্রুতি যে এসেছে তা একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বিশ্বরূপ, তবু প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের আগে দীপার পাশ থেকে নড়ল না।

সেদিনই কান্না পেয়ে গিয়েছিল শ্রুতির।

অথচ তার এ কান্না যে অযৌক্তিক তাও সে বোঝে। অফিসে বউ এলে তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে নাকি ? তার থেকে কাজের গুরুত্ব অনেক বেশি। ওরা দুজনে তো কাজই করছে, আর কিছু না।

তবু বুকের মধ্যে একটা ঝাঁঝ তৈরি হয়, চোখে জল আসে।

বিশ্বরূপের সঙ্গে ঝগড়া করেনি শ্রুতি, বরং ইদানীং তার কথা বলতেই ইচ্ছে করে না। যেচে যেচে কথার দরকার কী ! সে একটা পুতুল হয়েও থাকতে চায় না।

আলমারি খুলে কতকগুলো শাড়ি বার করতে লাগল শ্রুতি। দামি শাড়ি না, সেগুলো রইল, ঘরোয়া, আটপৌরে শাড়ি যত ছিল সব ভরে নিল একটা সুটকেসে। ওই আলমারির একটা তাক ভর্তি নানারকম পারফিউমের শিশি, সে সব কিছু নিল না, শুধু একটা ক্রিম ছোটবেলা থেকে তার মাখা অভ্যেস, রাত্তিরে শোওয়ার আগে ওই ক্রিমটা মুখে না মাখলে তার ঘুমই আসে না, সেটা নিয়ে নিল।

তারপর সে চিঠি লিখতে বসল :

বিশ্ব :

আমি দার্জিলিং যাবার আগে বাড়িতে তোমাকে দুবার ফোন করেছিলাম। দোতলায় কেউ ফোন ধরে না, তুমি বাড়িতে ছিলে না। আমার বন্ধু নন্দার সঙ্গে হঠাৎই যাওয়া ঠিক হয়েছিল। বিল্টুকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল, তাই ওর স্কুলে গেলাম। ছেলে ভাল আছে।

আজ এ বাড়িতে এসেছিলাম। না, থাকতে ইচ্ছে করল না। এত বড় বাড়ি, কিন্তু বারবার মনে হচ্ছে এখানে আমার কোনও স্থান নেই। দাদারা শিগগির আসছে, সল্টলেকের বাড়িতেও থাকা যাবে না। অনেকদিন থেকেই কোথাও একটা চলে যাবার কথা ভাবছি, যেখানে আমি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছে মতন দিন কাটাতে পারব। শুধু নিজের ইচ্ছে মতন নয়, যেখানে আমি কোনও কাজে লাগাতে পারব নিজেকে। তবে, কোনও অচেনা জায়গায় তো গিয়ে থাকতে পারব না। এমনভাবে মানুষ হয়েছি, স্বাবলম্বী হতে শিখিনি। অচেনা লোকজনদের মাঝখানে গিয়ে পড়লে ভয় ভয় করে। তাই গড়বন্দীপুরে বান্ধব সমিতিতে গিয়েই থাকব ঠিক করেছি। তোমার বন্ধু প্রফুল্ল আমাকে সেখানে কাজ দেবেন বলেছেন। আর কিছু না পারি, ওঁদের চিঠিপত্রগুলো তো লিখে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিতে পারব।

খুকিকে আমার এই সিদ্ধান্তের কথা চিঠি লিখে জানিয়েছি। বিল্টুকেও বলে এলাম। লকারের চাবি, চেক বই সব রেখে গেলাম। আমার জন্য তুমি চিন্তা কোরো না। আমার চিন্তায় তোমার কাজের সামান্য ব্যাঘাত হয়, তা আমি চাই না।

ইতি

তোমার

শ্রুতি

লেখার পর চিঠিটা সে একবার পড়ল তারপর কলম দিয়ে ঘষে ঘষে 'তোমার' কথাটা কেটে দিল।

এ বার সে দরজা খুলে এল শোওয়ার ঘরে। এ ঘরেরও কিছু অদলবদল হয়েছে। যামিনী রায়ের বাঁধানো ছবিটার কাচ ফেটে গেছে। এ ধরনের ফাটা ছবি শ্রুতি সহ্য করতে পারে না, বিশ্বরূপ হয়তো লক্ষই করেনি। একটা ছোট্ট শ্বেতপাথরের টেবিল ছিল এক কোণে, সেখানে বিরাজ করছে একটি কম্পিউটার। এই যন্ত্রদানব এখন শয়নকক্ষেও ঢুকে পড়েছে!

কম্পিউটারের ওপরেই চিঠিটা রাখল শ্রুতি।

শোওয়ার খাটটা বিশাল, অন্তত চারজন মানুষ অনায়াসে শুতে পারে। আগেকার আমলের পালঙ্ক যাকে বলে। এখানে তাদের ফুলশয্যা হয়েছিল।

গোলপফুল আঁকা বেড কভারটা নিজে পছন্দ করে কিনেছিল শ্রুতি, সেটাই পাতা আছে। শ্রুতি কাছে গিয়ে সেটাতে হাত বুলাল, তারপর শুয়ে পড়ল।

এটা তার নিজের বাড়ি, নিজের বিছানা, এখানে তার যতক্ষণ খুশি থাকার অধিকার আছে। তবু যেন সে শেষবারের মতন শুয়ে নিচ্ছে, উঠে পড়ল দু মিনিটের মধ্যে।

পারুল ও ভানুর বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে সুটকেশ নিয়ে নেমে এল শ্রুতি। ভানু তার হাত থেকে সুটকেস নিয়ে বলল, বউদি, আবার চলে যাচ্ছেন? এখানে থাকবেন না?

শ্রুতি বলল, না। আমি বাইরে যাচ্ছি কিছুদিনের জন্য। তুই আবার গেট বন্ধ কর।

এর আগে গড়বন্দীপুরে প্রত্যেকবার গাড়িতেই গেছে শ্রুতি। কিন্তু গাড়ির দিনও শেষ। অ্যাম্বাসেডার গাড়িটা নিয়ে সে এল শিয়ালদা পর্যন্ত। তারপর ড্রাইভারকে বলল, তুমি গ্যারেজ করে দাও, আমার আর লাগবে না।

টিকিট কেটে, কুলির মাথায় সুটকেস চাপিয়ে ট্রেনের দিকে এগোচ্ছে শ্রুতি। জীবনে কোনওদিন সে একা একা ট্রেনে চাপেনি। কোনওদিন নিজে কাউন্টার থেকে টিকিট কাটেনি। পারা যায় তো সব কিছুই।

ট্রেন চলতে শুরু করার পর তার মনে হলে, এখন থেকে সে যেন আর

www.BanglaBook.org

কারও মা নয়, কারও স্ত্রী নয়, সে স্বতন্ত্র একজন মানুষ, তার নাম শ্রুতি। এই নামটাও বদলানো যায় না ?

আট

একটা পচা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে সকাল থেকে, খুঁজতে খুঁজতে একটা মরা ইঁদুর আবিষ্কৃত হল রান্নাঘরের এক কোণে।

রান্নাঘরটা পুকুরের ধারে, খুবই সামান্যভাবে তৈরি। চ্যাঁচার বেড়া, খড়ের চাল। ইঁদুরেরা এক কোণের বেড়া ফুটো করে ফেলেছে, সেখানকার মেঝেতে একটা গর্ত, তার মধ্যে খলবল করছে আরও কয়েকটা ইঁদুর। চানু একটা কাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছে, আর এক একটা ইঁদুর লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসছে। রেবতী ইঁদুর দেখে ভয় পায়, চানু যেন ইচ্ছে করেই ইঁদুরগুলো তাড়াচ্ছে রেবতীর দিকে।

পুকুরে অনেকক্ষণ ধরে সাঁতার কেটে স্নান করেছে প্রফুল্ল, এখন উঠে ঘাটে দাঁড়িয়ে গা মুছছে। গ্রামের দিকে যাবার আগে সে রোজ স্নান সেরে নেয়। তার শীত-গ্রীষ্ম নেই, বারো মাসই সে সাঁতার কাটে। রান্নাঘরের মধ্যে গোলমাল শুনে সে দেখতে এল। ভিজে পাজামা পরা, খালি গা, হাতে গামছা।

প্রফুল্ল অনেকদিন রান্নাঘরে ঢোকেনি, প্রায় দিনই দুপুরে সে এখানে খায় না। রাত্তিরবেলা এই সমিতির দশ-বারো জন কর্মী অফিসঘরের পিছনের বারান্দায় একসঙ্গে খেতে বসে, কোনও দিন নীলা, কোনও দিন পুষ্পদি খাবার এনে দেয়। এখন রান্নাঘরের ভেতরে এসে সে এই ইঁদুর-কাণ্ড দেখে বেশ চটে গেল।

প্রফুল্ল অপরিচ্ছন্নতা একেবারে সহ্য করতে পারে না। পুষ্পদির ওপরে রান্নাঘরের দায়িত্ব, সে এক পাশে দাঁড়িয়ে রেবতীর তিড়িংবিড়িং দেখে হাসছিল, প্রফুল্ল তাকে ধমক দিয়ে বলল, রান্নাঘরে ইঁদুরে গর্ত খুঁড়েছে, তুমি আগে দ্যাখনি ? তার মানে, সব খাবারে ইঁদুরে মুখ দেয় ?

চানুকে সে জিজ্ঞেস করল, মরা ইঁদুরগুলো কোথায় ফেলবি ?

চানু বলল, পুকুরের ওপাশটায় ?

প্রফুল্ল বলল, কাক এসে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খাবে, আরও নোংরা করবে। একেবারে বড় রাস্তার ওপারে ডোবাটার কাছে নিয়ে যা। কাকগুলো ওদিকে চলে যাক।

তারপর পুষ্পদিকে বলল, শোনো, নিজের শোওয়ার ঘরের চেয়েও রান্নাঘরটা বেশি পরিষ্কার রাখা দরকার। এখানে নোংরা থাকলে সকলের অসুখ হতে পারে। আজ রান্না দেরিতে হয় হোক, এ ঘরের সমস্ত বাসনপত্র, হাঁড়ি-কুড়ি, কৌটো-মৌটো মাজতে হবে আগে। রান্নাঘরটা জলে ফিনাইল মিশিয়ে ধুয়ে সাফ করতে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুষ্পদি মুখ ভার করে বলল, তা না হয় করছি। তুমি আর একটা ব্যাপার ঠিক করে দাও। দুপুরের খাওয়ার একটা সময় থাকবে না ? যার যখন ইচ্ছে পাত পেড়ে বসে, আমি হাঁ করে বসে থাকি, কেউ বেলা সাড়ে তিনটের সময় এসে বলে, ভাত দাও— !

কাউকে একটা ব্যাপারে বকুনি দিলে সে তখন অন্য একটা প্রসঙ্গ তুলে বিষয়টা এড়িয়ে যেতে চায়। কারও নামে অভিযোগ করলে সে অন্যের নামে পাল্টা অভিযোগ তোলে। দুপুরবেলা সত্যিই কারও খাওয়ার সময়ের ঠিক থাকে না।

প্রফুল্ল অবশ্য ব্যাপারটা আমল দিল না। তার মুখে কঠিন রেখা ফুটে উঠেছিল, এবার সেগুলো মুছে গেল। হালকা গলায় বলল, পুষ্পদি, তুমি এই ইঁদুরগুলো পুষেছিলে নাকি ? ইঁদুর পুষলে কী হয় জানো ? পিছনে পিছনে সাপ আসে। তুমি হয়তো কে কখন খেতে আসবে গালে হাত দিয়ে বসে সেই কথা ভাবছ, এমন সময় একটা সাপ ফস করে ফণা তুলে তোমার সামনে দাঁড়াবে !

ডান হাতের কনুইয়ের তলায় হাত দিয়ে সে সাপের ফণাটা দেখিয়ে দিতেই সবাই হেসে উঠল।

গোলাপী আর পদুকেও লাগিয়ে দেওয়া হল রান্নাঘর সাফ করার কাজে।

ভিজে পাজামা ছেড়ে শার্ট-প্যান্ট পরে এসে প্রফুল্ল বসে গেল বেড়ার ফুটো মেরামত করার কাজে। একটু পরে কার্তিক এল তার সঙ্গে দেখা করতে। যে ইস্কুলে কাজ পেয়েছে কার্তিক, তার কাছেই একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে, দশ-এগারো বছর বয়েসী তিনটি ছেলে থাকে তার সঙ্গে। প্রফুল্লই দূরের গ্রাম থেকে বাপ-মা-হারা ওই ছেলেদের নিয়ে এসেছে, কার্তিক তাদের লেখাপড়া শেখাবে, খাওয়াবে। বান্ধব সমিতির কাছে কার্তিকের ঋণ শোধ হবে এইভাবে।

সেই একটি ছেলে সম্পর্কে কার্তিকের কিছু নালিশ আছে, সে কথা না শুনে প্রফুল্ল বলল, তুই বেড়াটার এই কোণটা তুলে ধর তো, অনেকখানি কেটে জুড়তে হবে, একেবারে ঝুরো ঝুরো করে দিয়েছে।

কার্তিক মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, তুমি সরো দাদা, এ কাজটা আমি ভাল পারি। খানিকটা তার জোগাড় করো, বেঁধে দিতে হবে।

প্রফুল্ল বলল, তুই ডব্লু বি সি এস পরীক্ষা দিয়ে কী করবি ! ইস্কুলের চাকরিটা তো আছেই, বাকি সময়টা সমিতির কাজে লেগে যা।

কার্তিক বলল, আমি যে-চাকরিই করি, আর যেখানেই থাকি, সমিতির কাজই করে যাব। অন্তত কিছুদিনের জন্য আমি সরকারি অফিসার হতে চাই। ক্লাস নাইনে যখন পড়ি, তখন একজন সরকারি অফিসারের আর্দালি আমাকে একটা চড় মেরেছিল। সেই দিনই ঠিক করেছিলাম, যদি ভাল করে পাস-টাস করতে পারি, তা হলে একদিন আমি ওই আর্দালিদের সাহেব হব।

প্রফুল্ল বলল, তাই নাকি ? ধরা যাক, ভাল রেজাল্ট করে তুই ডেপুটি

www.BanglaBook.org

ম্যাজিস্ট্রেট হলি। তারপর কী করবি ? আদালিদের চড় মারবি ? সেটি হবে না। অফিসারদের চেয়েও ক্লাস ফোর স্টাফদের জোর বেশি !

কার্তিক হেসে বলল, না, ওদের চড় মারব না। তবে মনে মনে বলব, দ্যাখ, একদিন যাকে চড় মেরেছিলি, আজ সে-ই তোদের ওপর হুকুম চালাচ্ছে !

—তারপর তুইও যদি টিপিক্যাল অফিসার হয়ে যাস ? তোর আদালিরা অন্য ক্লাস নাইনের ছেলেদের চড় মারবে, তুই দেখেও না দেখার ভান করবি !

—দাদা, আমি কখনও সে রকম হতে পারি ? আমি চায়ের দোকানে লাথি-ঝ্যাঁটা খেয়েছি, অল্প বয়েসী ছেলেদের অভিমানের কথা কোনও দিনই ভুলব না।

—সরকারি চাকরি পেলে তোকে যদি কুচবিহার কিংবা দিনাজপুরে ট্র্যান্সফার করে দেয় ? তোকে আর তা হলে দেখতে পাব না।

—আগে তো পরীক্ষাটা পাস করি, তারপর ভেবে দেখা যাবে। দাদা, তোমাকে আর একটা কথা বলতে এসেছিলাম। তুমি নাকি বিষ্টু হাজরার দল থেকে লোক ভাঙিয়ে আনছ ?

—কে বলল তোকে ?

—আমাদের জিওগ্রাফি টিচার ধীরেনবাবু, তার জ্যাঠতুতো দাদা হচ্ছে হরিহর সরকার। তার কাছ থেকে শুনেছে। তোমার এই ব্যাপার নিয়ে বাজার বেশ গরম হয়ে আছে। বিষ্টু হাজরাকে কেউ খোঁচাতে সাহস করে না।

—হরিহর সরকার ? বাজারে যার ওষুধের দোকান ? সে আবার এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন ?

—বাঃ, তুমি জান না ? হরিহর সরকারই তো গুড় সাপ্লাই করে। রোজ রাত্রে ট্রাক ভর্তি ভর্তি গুড় আসে, সেই গুড় থেকে বিষ্টু হাজরার লোকরা চুল্লু বানায়।

—বলিস কী ! হরিহর সরকারকে বিশিষ্ট লোক বলে জানি, গত বছর যুব সংহতির মিটিং-এ বক্তৃতা দিয়েছে, হাই স্কুলের প্রেসিডেন্ট করার কথা হয়েছিল একবার। সেই হরিহর সরকারের সঙ্গে বিষ্টু হাজরার আঁতাত ? চুল্লুর ব্যবসার পার্টনার !

—আমিও কত কী জানছি দাদা। স্কুলের টিচাররা অনেক খবর রাখে, তাদের মুখে শুনি। বিষ্টু হাজরা আর জহর পতি এদের নিয়েই তো বেশির ভাগ কথা হয়। গড়বন্দীপুরের অনেক বড় বড় মানুষের সঙ্গেই এদের দু'জনের কারবার আছে। এদের পিছনে লাগতে গেলে লাশ পড়ে যায়।

—আমি বিষ্টু হাজরার দল থেকে কাউকে ভাঙিয়ে আনিনি। দু'জন স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছে, সমিতিতে কাজ করছে। তুই ভেবে দেখ কার্তিক, চুল্লুর ঠেকে কাজ করে পয়সা কত বেশি পেত। ডেইলি পঁচিশ-তিরিশ টাকা। আমি ওদের এখন পর্যন্ত টাকা-পয়সা কিছুই দিতে পারিনি, শুধু এক কিলো করে চাল দিই। তবু এখানে সারা দিন খাটছে। কিসের টানে আসছে বল তো ? সব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষই তো খারাপ হতে চায় না। সুস্থ, স্বাভাবিক, ভদ্র জীবনের দিকে অনেকেরই টান থাকে। এরা যদি আগেকার নোংরা কাজ ছেড়ে দিয়ে সৎভাবে বাঁচতে চায়, আমি ফিরিয়ে দেব ? কার্তিক, মনে কর আমি মরে গেছি। তোর ওপর এই সমিতি চালাবার ভার পড়েছে, তুই কী করতিস ? ওদের রাখতিস না এখানে ?

—দাদা, ওইভাবে বোলো না। আমি কি তোমার যোগ্য নাকি ?

—আমি তো চিরকাল থাকব না। তোদের মতন কাউকে তো ভার নিতেই হবে। এরকম সিচুয়েশন হলে কী করবি !

—তুমি ঠিকই করেছ দাদা। কোনও এক জায়গায় তো শক্ত হয়ে দাঁড়াতেই হবে। সবাই ভয় পায় বলেই তো ওই গুণ্ডারা আরও বেশি ভয় দেখায় ! এই নাও, বেড়াটা এবার মজবুত হয়ে গেছে। বর্ষাটা শেষ হলে ছাউনির খড় পাল্টে দিও। এখন জল পড়ে না ?

—একটু-আধটু পড়ে বোধহয়।

কার্তিককে নিয়ে প্রফুল্ল অফিসঘরের দিকে চলে গেল। রান্নাঘর ধোয়া-মোছার কাজ চলল অনেকক্ষণ।

গোলাপী আর পদু থালা-বাসনগুলো মেজে সোনার মতন ঝকঝকে করে তুলেছে। কাজে তাদের ক্লান্তি নেই।

প্রথম কয়েকটা দিন অস্বস্তিতে কেটেছিল এখানে। কেউ ভাল করে কথা বলত না। ঘেন্না বা অবজ্ঞার ভাব দেখায়নি অবশ্য, তবু কেমন যেন আড়ষ্ট ভঙ্গি, কেউ ওদের নাম ধরে ডাকে না। গোলাপীর তাতে অভিমান হলেও পদু বুঝিয়েছে, একটু সহ্য করে থাক, গোলাপী, সবাই তো জানে, আমরা বদ মেয়েমানুষ। আমরা মানুষের মাথা খেয়েছি। আমাদের অঙ্গের কালি ধুতেও তো একটু সময় লাগবে।

হঠাৎ সব কিছু বদলে গেল আর একটি রমণীর আগমনে। কলকাতা থেকে একজন এসেছে, সবাই তাকে বউদি বলে। সাজপোশাকের চমক নেই, কিন্তু বড় ঘরের বউ যে, তা দেখলেই বোঝা যায়। সে এই সমিতির দু-তিন জন ছাড়া অন্য কর্মীদের ভাল করে চেনে না, গোলাপী আর পদুর পূর্ব-পরিচয়ও জানে না। তাই সেই বউদির কাছে সবাই সমান। কী মিষ্টি করে কথা বলে !

শ্রুতি প্রত্যেক সন্ধেবেলা সব মেয়েদের নিয়ে উঠোনটায় গল্প করতে বসে। প্রফুল্ল তাকে প্রথম কিছুদিনের জন্য এই কাজ দিয়েছে। অধিকাংশ গ্রামের মানুষ শহরের জীবন সম্পর্কে কিছুই জানে না। কেনই বা জানবে না ? শহর আর গ্রাম কি দুটো আলাদা পৃথিবী ? শ্রুতি শুধু এই মেয়েদের সঙ্গে কথা বলবে, যে-কোনও কথা, সেই কথাচ্ছলেই দূরত্ব ঘুচবে একটু একটু করে।

শ্রুতি প্রত্যেকের পরিবারের কথা জানতে চায়। কার স্বামী কী করে, কটি ছেলেমেয়ে, কী করে তাদের বিয়ে হল। বিয়ের কথা বলতে গেলে সবাই লজ্জায় মাথা নুইয়ে ফেলে, তখন অন্যরা চেপে ধরলে একটু করে বলে আর

www.BanglaBook.org

হেসে গড়াগড়ি যায়। অনেকের জীবনেই সুখস্মৃতি বিশেষ নেই, তবু এমন হাসির উৎস যে ছিল, তা নিজেরাই জানত না।

শ্রুতি একদিন পদুকে জিজ্ঞেস করল, তোমার ভাল নাম কী ? পদু কারও নাম হয় নাকি ?

পদু চুপ করে থাকে। তার একটা ভাল নাম ছিল বটে, কিন্তু সে নাম অন্য কেউ জানে না। বাচ্চা বয়েস থেকেই সবাই তাকে পদু বলে ডাকে, তার স্বামীও বলে পদু, গ্রামের লোকও ওই নাম জানে, এমন কি গোলাপীও পদুর ভাল নাম জানে না।

শ্রুতি বলল, বলো, তোমার ভাল নামটা বলো। আমি কিন্তু তোমায় পদু বলে ডাকতে পারব না।

পদু তখন মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বলল, পদ্মরানি।

শ্রুতি বলল, বাঃ, এ তো সুন্দর নাম। তোমার বাবা না মা কে এই নাম রেখেছেন। যিনিই রাখুন, তাঁর বেশ কবিত্ব ছিল।

পদু কিংবা গোলাপী কবিত্ব কথাটার মানেই জানে না।

শ্রুতি আবার বলল, এখন থেকে আমি তোমায় পদ্মরানি বলেই ডাকব। সকলেরই তাই ডাকা উচিত।

রেবতী জিজ্ঞেস করল, বউদি, তোমার ডাকনাম কী ?

শ্রুতি বলল, আমার ঠিক ডাকনাম কিছু নেই। দু অক্ষরে নাম হলে আর ডাক নাম লাগে না। তবে আমার দুটো নাম ছিল, বাবা খুব গানবাজনা ভালবাসতেন, তাই নাম রেখেছিলেন শ্রুতি। আর শ্রাবণ মাসে জন্ম, তাই মা রেখেছিলেন শ্রাবণী। বাবা আর মায়ের মধ্যে এই নিয়ে বেশ জেদাজেদি ছিল, দু'জনে দু'নামে ডাকতেন। শেষ পর্যন্ত মা হেরে গেলেন। কেন জান ? আমার দাদার যখন বিয়ে হল, তখন আমার এগারো বছর বয়েস। দাদার যে বউ এল, তার নামও শ্রাবণী। বাড়িতে এক নামের দু'জন থাকলে খুব অসুবিধে হয়, তাই আমার শ্রাবণী নামটা মুছে গেল।

রেবতী বলল, শ্রুতির চেয়ে শ্রাবণী নামটাই ভাল ছিল।

গোলাপী শ্রুতি শব্দটা উচ্চারণ করতেই পারে না। মনে মনে চেষ্টা করে, ছুরতি, ছুরতি হয়ে যায়।

শ্রুতির সহজ ব্যবহারে ভরসা পেয়ে গোলাপী জিজ্ঞেস করল, ওগো বউদি, তোমার ছেলে-মেয়েরা কোথায় ? তারা তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারে ?

শ্রুতি বলল, হ্যাঁ, তারা হস্টেলে থাকে দু'জনেই। সেখানে আরও কত ছেলেমেয়ে থাকে, সবাই তো বাবা-মায়ের থেকে দূরে।

—আর তোমার বর ? তুমি এখানে এসে আছ, সে কিছু বলে না ? তাকে কে ভাত দেয় ?

—আমার বর ? সে এত কাজে ব্যস্ত যে সময়ই পায় না। ভাত রেঁধে দেবার লোক আছে। অধিকাংশ দিন সে ভাতই খায় না। ভাত ভালবাসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না। হোটেলে খেয়ে নেয়।

—হোটেলে রুটি খায় ?

—হ্যাঁ, রুটি খায়, চাইনিজ খায়।

রেবতী পর্যন্ত জানে, কাকে চাইনিজ খাওয়া বলে, গোলাপী-পদুরা জানে না।

এই বউদির কাছ থেকে ওরা মাঝে মাঝেই নতুন শব্দ শোনে। এঁর অনেক কিছুই নতুন। এঁর হাঁটায় ভঙ্গি। বসার ভঙ্গি অন্যরকম। হাত দুটি কী মসৃণ। একদিন কথা বলতে বলতে এই বউদি কী একটা জিনিস দিয়ে কুটুস কুটুস করে নখ কাটছিল। সেটা নরুন নয়, ব্লেড নয়, ছোট্ট একটা যন্ত্র।

কৌতূহল সামলাতে না পেরে পদু জিজ্ঞেস করেছিল, বউদি, ওটা কী ?

শ্রুতি বলল, এটা ? এটা নেইল কাটার। দেখি, তোমার হাত দেখি, নখ হয়েছে ? এসো আমি কেটে দিচ্ছি !

কলকাতার এমন বড় ঘরের কোনও বউয়ের এত কাছাকাছি কখনও বসেনি পদ্মরানি, হাত ধরে তো দূরের কথা। শ্রুতি কত যত্ন করে তার নখ কেটে দিল, একটুও ছড়ে গেল না, রক্ত পড়ল না।

গোলাপীরও ইচ্ছে করল, অমন সুন্দরভাবে তারও নখ কেটে নিতে। বলতে পারল না মুখ ফুটে।

গোলাপী আর পদ্মরানির সন্ধের পর থাকার কথা নয়, কিন্তু এই গল্পের লোভেই এক একদিন থেকে যেতে ইচ্ছে হয়। গোলাপীর তেমন অসুবিধে নেই, পদ্মরানির বাড়িতে তার স্বামী খিচখিচ করে। আগেও তো তারা রাত করে বাড়িতে ফিরত মাঝে মাঝে, কিন্তু সেই ফেরা আর এই ফেরার মধ্যে কত তফাত !

একদিন পুষ্পদির খুব জ্বর, সকাল থেকে শুয়ে আছে। রান্না করবে কে ?

গোলাপী প্রফুল্লকে বলল, আমাদের পদুর রান্নার হাত খুব ভাল, ও রেঁধে দিতে পারে।

প্রফুল্ল বলল, বেশ তো। আজ পাগলা আসবে, গান-বাজনা হবে, রাত্তিরে মুর্গির ঝোল করতে বলো। দিনের বেলা ভাত-ডাল-তরকারিই যথেষ্ট।

সেদিন সন্ধেবেলা সবাই বসল গান-বাজনার আসরে, পদ্মরানি ব্যস্ত রইল রান্নাঘরে। তা হোক, রাঁধতে সে ভালবাসে। রান্নাঘর থেকেও গান শোনা যায়। পদ্মরানির আরও আনন্দ হচ্ছে এই জন্য যে তাকে রান্নার ভার দেওয়া হয়েছে, সে আর অশুচি নয়।

এক সময় সবাই সার বেঁধে খেতে বসল বারান্দায়। কলাপাতায় খাওয়া, গরম গরম ভাত আর মাংসের ঝোল দিয়ে যাচ্ছে পদ্মরানি। এক সময় রেবতী বলল, ও পদুদি, ভাতের হাঁড়ি আর মাংসের হাঁড়িটা এখানে এনে রাখলেই তো হয়। আমরা নিয়ে নেব। তুমি বসে পড়ো এবারে।

শ্রুতি বলল, হ্যাঁ, আমার পাশে জায়গা আছে। সবাই একসঙ্গে খাব।

www.BanglaBook.org

পদ্মরানি অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু কেঁদে নিল। মাত্র দু সপ্তাহ আগে সে জিতুর সঙ্গে ভাঙা শিবমন্দিরে গিয়ে ওদের এরকম মাংস রেঁধে খাইয়েছিল। সেই হারামজাদার দল শুধু মাংস খেয়ে খুশি হয়নি। পরিবেশন করার সময় তাকে উলঙ্গ করে ছেড়েছিল। ওদের আবদার না মানলেই ঠাঁই ঠাঁই করে থাপ্পড়। এখনও একসঙ্গে খেতে বসতে বলেনি।

এখন মাঝে মাঝে গোলাপী-পদ্মরানি সুশীলাদের সঙ্গেও গ্রামে ফেরে। সুশীলা-মানদারা ওদের মেনে নিয়েছে নিজেদের একজন বলে। পাঁচ-সাত জনের বেশ একটা দল হয়, বান্ধব সমিতি থেকে বেরিয়ে একসঙ্গে বাসে চাপে। বসার জায়গা না পেলেও কিছু আসে যায় না, নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে কখন যে সময় কেটে যায়! বুড়োবটতলার মোড়ে নেমে হাঁটতে হয়, তারপর যে যার বাড়ির দিকে চলে যায়। কিন্তু ছাড়াছাড়ির সময়ও ছাড়তে মন চায় না, আর একটু গল্প করতে ইচ্ছে করে।

এর আগে নিজেদের বাড়ির লোকজন আর গ্রাম্য কোন্দল ছাড়া আর কোনও কাহিনী ছিল না এদের জীবনে। এখন বান্ধব সমিতি হয়েছে, সেখানে বাইরে থেকে কত মানুষ আসে, কত রকম ব্যবহার তাদের, রোজই কিছু না কিছু জানা যায়। মাঝে মাঝে মজাও লাগে। মানদা বেশ নকল করতে পারে। মাদুর বোনার কাজ শেখান যে পরেশবাবু, তিনি কথার মধ্যে ইয়ে ইয়ে ব্যবহার করেন খুব। মানদা নকল করে দেখায়, ওইটা হল গিয়ে তোমার ইয়ে, তার সঙ্গে এই ইয়েটা দিয়ে, তারপর ধর ইয়ে...সবাই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে।

কয়েকটা গানও শিখেছে এরা। আগে তাদের জীবনে গান ছিল কোথায়? এখন ফেরার সময় সন্ধেবেলা কোনও একটা গাছতলায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে গোলাপী জিজ্ঞেস করে, বলো বলো বলো সবে, তারপর যেন কী সুশীলাদি?

সুশীলা গেয়ে শোনায় : বলো বলো বলো সবে
শত বীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে...

অন্যরা তার সঙ্গে গলা মেলায়। সুরটা ঠিক হয় না, স্কেল মেলে না, তবু তো জীবনে একটা নতুন গান।

বাংলা ভাষায় কত শব্দ আছে, কিন্তু এইসব গ্রামের মেয়েরা মাত্র দুশো আড়াইশো শব্দের বেশি জানে না, ওতেই সব কাজ চালিয়ে দেয়। এদের অজ্ঞাতসারে এখন শব্দভাণ্ডার বাড়ছে। এতকাল ভাত বেড়ে দিয়েছে, এখন বলে পরিবেশন। কর্মীসভা, উপলব্ধি, আত্মসচেতনতা, ভূমিশয্যা, উপকরণ, জন্মভূমি, স্বাস্থ্যবিধি এই সব শব্দের দিব্যি মানে বুঝে যায়। এমন কি শ্রেষ্ঠ শব্দটাও তো নতুন শেখা। গোলাপী কথায় কথায় শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করে। সে বলে, আজকের লাউ ছেঁচকিটার বড় শ্রেষ্ঠ স্বাদ হয়েছিল গো!

ওরা যখন একসঙ্গে ফেরে, গ্রামের লোক বুঝতে পারে, এরা বান্ধব সমিতির দল। এদের চালচলন অন্য রকম। এরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করে না,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কদর্য গালমন্দ করে না। এরা সংসারের জন্য পয়সা রোজগার করে আনে, সম্মানের পয়সা।

দু' একদিন বিষ্টু হাজরার সাগরেদ জিতু আর ভুতোকে রাস্তায় ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে গোলাপী। তারা কটমট করে তাকায়, গোলাপী মুখ ফিরিয়ে নেয়। বাড়িতেও একদিন এসেছিল, সে স্রেফ বলে দিয়েছে, চুল্লুর ঠেকে আর কাজ করবে না। কেন করবে না ? তার আর ইচ্ছে হয় না ! ইচ্ছে না হলে সে কাজ ছেড়ে দিতে পারবে না ?

গোলাপী আর পদু যে চুল্লুর ঠেক চালাত, সে দুটো বন্ধই হয়ে আছে। নতুন কাউকে, এনে আর চালাবার চেষ্টা হয়নি। রথতলার ঠেকটা অবশ্য রমরমিয়ে চলছে।

একদিন মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে জিতু একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়ে বলল, এই পদু, শোন, তোর সঙ্গে কথা আছে ?

গোলাপী বলল, কথা বলবি না পদু। এগিয়ে চল !

জিতু আবার ধমক দিয়ে বলল, বলছি না একটু দাঁড়া ! একটা কথা বলব !

গোলাপীও গলা চড়িয়ে বলল, কোনও কথা নেই। আমরা বাড়ি যাচ্ছি।

সুশীলারা থমকে গিয়েছিল। গোলাপী পদুর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

নয়

আর সব কিছুর সঙ্গে মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছে শ্রুতি, শুধু একটা অসুবিধে সে কিছুতেই কাটাতে পারছে না।

এখানে মেয়ে-পুরুষ সবাই পুকুরে স্নান করে। মেয়েরা ঘাটে দাঁড়িয়ে ভিজে কাপড় ছাড়ে, পুরুষরা কেউ কেউ শুধু একটা গামছা পরে জলে নামে, কারও কোনও লজ্জাশরমের ব্যাপার নেই। শ্রুতি ওভাবে স্নান করতে পারত না, সে প্রশ্নও ওঠে না, কারণ সে সাঁতার জানে না, জলকে খুব ভয় পায়। পুকুরের ঘাটে কখনও সে এক ধাপের বেশি নামেনি। কেউ তাকে জোর করে জলে নামাতে চাইলে সত্যিকারের প্রাণভয়ে চিৎকার করে ওঠে।

আর তো স্নানের ঘরের কোনও ব্যাপার নেই। টিন দিয়ে ঘেরা একখানা পায়খানা আছে, দরজা বন্ধ করলে সেটা অন্ধকার কুঠরি হয়ে যায়। শ্রুতির বরাবর কমোড ব্যবহার করা অভ্যেস, এখানে তা নেই, তাও না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু বালতি করে জল এনে ওই অন্ধকার কুঠরিতে স্নান করা যায় ? সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শ্রুতি গোপনে কেঁদেছিল।

ভবানীপুরের বাড়ির বাথরুমটা দেখবার মতন। পুরনো আমলের একটা পোরসিলিনের বাথটাব পর্যন্ত আছে। গরম জল-ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে, সাবান মেখে সেই বাথটাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। বিশ্বরূপ ঠাট্টা করে বলত, তোমার চান করতে রোজ ঠিক এক ঘণ্টা দশ মিনিট লাগে। বাথরুমে

www.BanglaBook.org

বসে কি ধ্যান কর নাকি ?

এখানে এসে শ্রুতি উপলব্ধি করল, মেয়েরা অন্য পরিবেশে গিয়ে অনেক কিছুই বদলাতে পারে, কিন্তু স্নানের অভ্যেসটা বদলানোই সবচেয়ে কঠিন। খায়াদাওয়া নিয়ে তার কোনও নাক ছাঁটা নেই। প্রথম দিন এসেই প্রফুল্লকে বলে দিয়েছিল, তার খাওয়ার জন্য বিশেষ কোনও ব্যবস্থা করতে হবে না। সবাই যা খাবে, সে তাই খেতে পারবে ! এখানে দুপুরবেলা প্রত্যেক দিন নিরামিষ হয়, রাত্রেও প্রায় তাই, কোনও কোনও রাতে ডিমের ঝোল, কিংবা কিছু একটা মাছ। গড়বন্দীপুরে বিকেলের দিকে মাছের বাজার বসে, সীমান্তের ওপর থেকে মাছ আসে।

নিরামিষ খাওয়ার অভ্যেস নেই শ্রুতির। এখানে সবাই ভাত বেশি খায়, থালা ভর্তি করে দু'বার-তিনবার ভাত নেয়, তার সঙ্গে খানিকটা ডাল বা তরকারি থাকলেই হল। আর শ্রুতি ভাত খায় এক মুঠো, খানিকটা মাছ বা মাংসই তার প্রধান খাদ্য ছিল এতদিন। রাত্রের দিকে ভাত না হলেও চলে, মুর্গির স্টু আর দু' পিস পাঁউরুটি যথেষ্ট। একটা কিছু আমিষ না থাকলে যেন খাওয়াই হয় না। কিন্তু এখানে এসে শ্রুতি রুচি পাল্টে ফেলেছে, ভাত-ডাল-ঝিঙের তরকারি খেয়ে নেয়। তার এক মুঠো ভাত খাওয়া দেখে অন্যরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

নিজের স্বামী আর ছেলে-মেয়ে ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে এক বিছানায় শোবার কথা ভাবতেও পারত না শ্রুতি। এখন নীলা আর রেবতীর সঙ্গে একটা ছোট খাটে গাদাগাদি করে শুতে হয়। মশারিটার তিন জায়গায় সেলাই করা। ঘুমের ঘোরে মশারির গায়ে হাত পড়ে গেলে সেখানেই অজস্র মশা কামড়ায়। শ্রুতির তাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু ওই পায়খানার পাশে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে মাথায় দু-তিন মগ জল ঢেলে স্নান ? সাবান মাখারও উপায় নেই। শাড়ি বদলাতে গেলে খানিকটা ভিজে যায়। সারা দিন নিজেকে নোংরা লাগে। এক এক সময় গাটা ঘিন ঘিন করে ওঠে।

চারদিনের মাথায় শ্রুতির মনে হয়েছিল, নাঃ, এ অসম্ভব ! এখানে থাকা যাবে না। গ্রামে এসে বসবাস করার শখ তার ঘুচে গেছে। ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

তা হলে সে হেরে যাবে ? শুধু একটা বাথরুমের জন্য ? বিশ্বরূপ দিল্লিতে দু'-তিন মাসের বেশি থাকে না। নিশ্চিত সে ফিরে এসেছে, চিঠিও পেয়েছে। তবু সে শ্রুতির কোনও খবর নেয়নি। সেই ভবানীপুরের বাড়িতেই ফিরতে হবে ?

প্রফুল্লকে বলে এখানে আলাদা একটা বাথরুম বানিয়ে নিলে কেমন হয় ? তার নিজের কিছু টাকা আছে। সেই টাকায় বাথরুম বানাতে চাইলে সেটা কি বাড়াবাড়ি মনে হবে ? এদের এখানকার নীতি থেকে ভ্রষ্ট হতে হবে ? বলি বলি করেও প্রফুল্লকে কথাটা বলা যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একদিন সকালে উঠে শ্রুতি দেখল, তাঁতঘরের পাশে এক জায়গায় তিন-চারজন লোক মাটি খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করেছে, এক গাড়ি ইটও এসে গেছে এর মধ্যে। প্রফুল্ল তদারকি করছে সেখানে।

শ্রুতি কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হচ্ছে এখানে ?

প্রফুল্ল বলল, একটা নতুন বাথরুম বানাচ্ছি !

শ্রুতি প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেল ! এ লোকটা জাদুকর নাকি ? মনের কথা বুঝতে পারে ? শ্রুতি আসার পর থেকেই প্রফুল্লকে প্রায় রোজই কৃষ্ণনগর যাতায়াত করতে হচ্ছে, কী একটা প্রজেক্ট স্যাংশান করাবার কাজে খুবই ব্যস্ত। শ্রুতির সঙ্গে ভাল করে কথা বলারও সময় পায়নি। দেখা হয়েছে শুধু সন্ধের পর।

প্রফুল্ল বলল, একটা মোটে ল্যাট্রিন, যারা ট্রেনিং নিতে আসে, সবাই ব্যবহার করে। আমাদের সমিতির কর্মীদের জন্য একটা আলাদা বাথরুমের কথা অনেক দিন ধরেই ভেবেছি। একটু বড় করে বানাব, শীতকালে মেয়েরা পুকুরে চান করতে যেতে চায় না।

প্রফুল্লর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে শ্রুতি জিজ্ঞেস করল, সত্যি করে বলুন তো, আমার কথা ভেবেই এটা এখন তৈরি করতে শুরু করলেন ?

প্রফুল্ল বলল, না, গত বছর থেকেই চিন্তা করেছি, হাতে পয়সা ছিল না। মাশরুম চাষের ট্রেনিং-এর জন্য গভর্নমেন্ট আমাদের জায়গা ব্যবহার করছে, সেজন্য কিছু ভাড়া বাবদ দিল, তাই সুবিধে হয়ে গেল !

তারপর সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে প্রফুল্ল আবার বলল, আপনার জন্য শুধু একটা স্পেশাল ব্যবস্থা হচ্ছে। কমোড লাগাচ্ছি। তাতে আমারও সুবিধে হবে। সুজন দাসমহাপাত্র নামে যে একজন গভর্নমেন্ট অফিসার আসেন, খুব ভাল মানুষ, আমাদের অনেক সাহায্য করেন, তার স্ত্রী একদিন আমাদের এই সমিতি দেখতে আসবেন বলেছেন। বাথরুমটা যদি খারাপ হয়, তা হলে তিনি স্বামীকে বলে দেবেন যে ওদের আর প্রজেক্ট দিতে হবে না !

শ্রুতির সন্দেহ হল, সরকারি অফিসারের এই স্ত্রীর বৃত্তান্তটা প্রফুল্লর বানানো। সত্যিই তাই, এর পর এক মাসের মধ্যেও সেরকম কোনও মহিলার আগমন ঘটল না।

একটা মাস যেন কত কত দিন। এর মধ্যে কলকাতা থেকে কেউ আসেনি। কলকাতার স্মৃতিও কেমন যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছে। সারা দিন কীভাবে যে সময় কেটে যায়, তা বোঝাই যায় না।

সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় নানা রকম ট্রেনিং। প্রফুল্ল তখন থাকে না, সে গ্রামে চলে যায়। শ্রুতি তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুরোধ করেছে, প্রফুল্ল রাজি হয়নি। এখনও নাকি সময় হয়নি। এখন গ্রামে গ্রামে প্রাইমারি ভ্যাকসিনেশানের কাজ চলছে, সরকারি কর্মীদের সাহায্য করছে বান্ধব সমিতির কর্মীরা, শ্রুতি তার মধ্যে গিয়ে কী করবে ?

www.BanglaBook.org

শ্রুতি এখানে থাকতে আসায় প্রফুল্ল মোটেই তেমন উচ্ছ্বাস দেখায়নি। এসেছেন, ভাল কথা, থাকুন, দেখুন কেমন লাগে। এখানে কিছুদিন থাকলে হয়তো আপনারই উপকার হবে। আপনারা গ্রাম সম্পর্কে কত কম জানেন। মানুষ সম্পর্কেই আপনাদের অভিজ্ঞতা কত কম। হয়তো কিছুটা বুঝতে পারবেন। গ্রাম সম্পর্কে যে জানতেই হবে, এরকম মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি। তবে নানান ধরনের মানুষের সমস্যা দেখলে নিজের জীবনের সমস্যাগুলোও মিলিয়ে নেওয়া যায়।

আপাতত দিনের বেলা প্রফুল্ল থাকে না বলে অফিসঘরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শ্রুতিকে। কিছু কিছু চিঠিপত্র আসে, বাইরের লোকজনও খোঁজখবর নিতে আসে। এ ছাড়া শ্রুতির কাজ কর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা, যারা ট্রেনিং নিতে আসে তাদের সঙ্গে কথা বলা, কোনও কিছু উপদেশ নয়, শুধুই কথা বলা, আড্ডা।

এদের সঙ্গে মিশতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না শ্রুতির। একটু লজ্জা ভাঙাতে পারলেই নিজের থেকে অনেক কথা বলে।

একদিন পদু এসে বলল, বউদিদি, তুমি আমায় এ কী করলে বলো তো ? সবাই এখন আমাকে পদ্মরানি পদ্মরানি বলে খেপায় ! তুমি আমায় এই নাম দিলে কেন ?

শ্রুতি বলল, সে কী, আমি তো দিইনি। তোমার বাবা দিয়েছে। কেন, পদ্মরানি তো বেশ ভাল নাম !

পদু বলল, ছোটবেলার নাম বড় হলে মানায় নাকি ? পদ্মরানি না ছাই ! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন ! আমার পদু নামটাই ভাল !

শ্রুতি হাসতে হাসতে বলল, ঠিক আছে পদ্মরানির বদলে শুধু পদ্ম। একজন গোলাপী, আর একজন পদ্ম !

পদু তবু বলল, না, আমার পদু শুনে শুনেই অভ্যেস হয়ে গেছে।

এদের নাম নিয়ে বেশ মাথা ঘামায় শ্রুতি। সুশীলা, ক্ষেমী, মানদা ধরনের নামগুলো তার পছন্দ নয়। কেমন যেন ঝি ঝি শোনায়। বাবা-মায়েরা কি ভেবে-চিন্তে নাম দেয়, নাকি মাসি-পিসিদের কাছ থেকে শোনা যে-কোনও একটা নাম চালু হয়ে যায় ? ক্ষেমী মানে কী ? ক্ষেমী নিজে তা জানে না, কেউ তার নামের মানে জিজ্ঞেস করেনি কখনও। শ্রুতি নিজেও জানত না। সমিতির লাইব্রেরি থেকে বাংলা অভিধান নিয়ে দেখেছে যে ক্ষেমঙ্করী বলে একটা শব্দ আছে। মঙ্গলদায়িনী এক দেবী। শ্রুতি এই দেবীর নাম আগে শোনেনি, মূর্তিও দেখেনি।

এরই মধ্যে কারও কারও নাম বেশ আধুনিক, মালতী, শ্রীলেখা, একজনের নাম বিতস্তা। সে জানে, বিতস্তা একটা নদীর নাম। বিতস্তার বাবা একজন স্কুল শিক্ষক। ছেলেদের নাম কার্তিক, গণেশ, শিবু, বলাই ধরনেরই বেশি, আবার সুখেন, বিমল, ধরণী, পঙ্কজ নামও আছে। অর্থাৎ সবাই এখন আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠাকুর দেবতার নামে ছেলে-মেয়েদের নাম রাখে না। শামশের নামে একটি প্রায় কিশোর এখানে খুব খাটাখাটনি করে, গ্রামের ইস্কুলগুলোতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না তা ঘুরে ঘুরে দেখাই তার কাজ, তাকে শ্রুতি জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার নামের মানে জানো ? শ্রুতিকে অবাক করে দিয়ে সে বলেছিল, হ্যাঁ জানি, তলোয়ার ! আর একটি ছেলের নাম নূর, সেও জানে তার নামের মানে আলো।

সন্ধের পর জায়গাটা প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়। গোলাপী মাঝে মাঝে আরও কিছুক্ষণ থেকে যায়, পদ্মকেও সে ধরে রাখে। গোলাপীকে দেখে দিন দিনই বিস্মিত হচ্ছে শ্রুতি। কত দিকে ওর আগ্রহ। স্বামীর কাছে লেখাপড়া শিখতে শুরু করেছিল সে, বেশিদূর এগোতে পারেনি। এতদিন পরে সে আবার বই পড়তে চায়। শ্রুতির কাছে মিনতি করে বলে, ও বউদি, আমাকে পড়তে শেখাবে ? যে-কোনও হ্যান্ডবিল, ঠোঙার কাগজ নিয়ে এসে সে পড়ার চেষ্টা করে, যুক্তাক্ষরে আটকে যায়। দু' চোখে ফুটে ওঠে অসহায় কাতরতা, শ্রুতিকে সে জিজ্ঞেস করে, আমি কোনওদিন তোমাদের মতন বই পড়তে পারব না ?

শ্রুতি এখন দুপুরবেলা এক ঘণ্টা গোলাপী ও আরও চার-পাঁচটি বয়স্কা মেয়েকে পড়াতে শুরু করেছে।

গোলাপী কলকাতা শহরের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী আছে সেই শহরে, যা গড়বন্দীপুরে নেই ? নবদ্বীপের ধার দিয়ে যে গঙ্গানদী গেছে, সেই গঙ্গাই কলকাতা শহরের পাশে ? তিন তিনটে ব্রিজ ? কে যেন বলেছে, কলকাতা শহরে দোতলা বাস চলে, সত্যি ? না, বাজে কথা ? মাটির নীচ দিয়ে রেল চলে ? দম বন্ধ হয়ে যায় না মানুষের ?

শুনতে শুনতে এক এক সময় হাসি পেয়ে যায় শ্রুতির। দোতলা বাসও যে একটা বিস্ময়কর জিনিস, তা সে কখনও ভাবেনি। জন্ম থেকেই তো সে দোতলা বাস দেখছে, আর এরা দেখেনি ! চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, জাদুঘর এসব তো গ্রামের মানুষরাই দেখতে যায় বলে শ্রুতির ধারণা ছিল। কিন্তু গড়বন্দীপুর আর তার আশেপাশের গ্রাম বড় বেশি দূরের গ্রাম, কিলোমিটার দিয়ে মাপা দূরত্ব খুব বেশি নয়। কিন্তু মানসিক দূরত্ব কয়েক শতাব্দীর।

কলকাতার অন্য সব বর্ণনা শুনলেও দোতলা বাসটাই কোনও কারণে গোলাপীকে সব চেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে। সে মাঝে মাঝেই বলে, ও বউদি, আমাকে একবারটি কলকাতায় নিয়ে যাবে ? দোতলা বাসে চড়াবে ?

যেন একবার দোতলা বাসে চাপলেই তার জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

শ্রুতি ঠিক করেছে, এখানকার একটা জলকে সে কলকাতায় নিয়ে যাবে। কতই বা খরচ হবে ? শুধু কলকাতা ভ্রমণ নয়, ওদের সে চিনে খাবারও খাওয়াবে। অন্তত একটা দিনের জন্যও তো ওদের জীবনটা অন্যরকম হতে পারে। দশ-বারোটি গ্রাম্য নারীর পথ-প্রদর্শিকা হয়ে শ্রুতি কলকাতায় ঘুরছে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই ভূমিকায় নিজেকে ভাবতে তার হাসি পায়।

আর একটা ব্যাপার হচ্ছে গান। সিনেমায় সে দেখেছে, বইতে পড়েছে যে গ্রামের মেয়েরা এক সঙ্গে গান গাইতে গাইতে নদীর ঘাটে জল আনতে যায়, বিয়ের সময় গায়েহলুদের গান গায়, আর কত রকম গান জানে ! কোথায় কী ! এখানে সে মেয়েদের জনে জনে জিজ্ঞেস করে দেখেছে, কারও জীবনেই গান নেই। শুধু যে লজ্জায় গাইতে চায় না তা নয়, প্রায় কিছুই জানে না।

শ্রুতি গায়িকা নয়, কিন্তু গান জানে। তাদের মতন পরিবারের মেয়েদের অল্প বয়েস থেকেই গানের স্কুল বা নাচের স্কুলে পাঠানো হয়। শ্রুতির বাবার গান-বাজনার শখ ছিল, তিনি বাড়িতে মাস্টার রেখে মেয়েকে গান শিখিয়েছেন। তা ছাড়া রেডিও, টিভি, ক্যাসেট প্লেয়ার, সি ডি-তে অনবরতই গান শুনছে, অনেক গানই গাইতে পারে। এরা কিছুই শোনার সুযোগ পায় না।

তবু কারও কারও গলায় স্বাভাবিক সুর আছে। সুশীলা নামে বউটি, যার শরীরে নারীত্বের চিহ্নগুলি প্রায় মুছে গেছে, যার বিড়ম্বিত জীবনের কথা শ্রুতি শুনেছে, স্বামী তাকে প্রায়ই মারে, বান্ধব সমিতিতে আসতে দিতে চায় না, সেই সুশীলাও কিন্তু শিখিয়ে দিলে বেশ গান গায়। পদুও তাড়াতাড়ি গান তুলতে পারে। 'খরবায়ু বয় বেগে চারি দিক ছায় মেঘে' গানটা সে আধখানা শিখে নিয়েছে এরই মধ্যে, শুধু 'শৃঙ্খলে'-কে সে বলে 'ছিংখলে'। শ্রুতি বারবার শুধরে দেয়।

গল্পে-গানে সন্ধে পার হয়ে যায়। প্রফুল্ল ফিরে এসে ওদের তাড়া দেয়। গোলাপীদের বলে, তোমরা বাড়ি যাবে না, এর পর বাস বন্ধ হয়ে যাবে যে !

অনিচ্ছা সত্ত্বেও গোলাপী উঠে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, ফিরতে তো হবেই। প্রফুল্লর কাছে দাঁড়িয়ে সে বলে, ও দাদা, জাজিমপুরে একটা মেয়ে আছে, তার নাম নিশি, আমি আগে যে কাজ করতাম, সেও সেই কাজ করে। ক'দিন ধরে আমাকে বলছে, ও কাজ আর সে করবে না। তার বড় হেনস্থা হয়। আমাকে সে ধরেছে। তাকে সমিতির কাজে নেবে ? তার বাপ তাঁতি ছিল, সে-ও তাঁতের কাজ শিখতে চায়।

প্রফুল্ল বলল, চুল্লুর ঠেক আর চালাতে চায় না ? যদি নিজে থেকে আসতে চায়, আমাদের কোনও আপত্তি নেই। তবে প্রথমেই কাজ পাবে না, খালি থাকলে তবে তো ! একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো।

গোলাপী বলল, তাকে নিয়ে আসব একদিন।

পদু বলল, চলি গো বউদিদি, বাকি গানটা কাল শিখিয়ে দিও।

ওরা দু'জনে উঠোন পেরিয়ে, সরু রাস্তাটা ধরে বাস রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। সে দিকটায় অন্ধকার, একটু পরে আর ওদের দেখা গেল না।

এখন রইল মোটে সাত জন। অন্যান্য কর্মীরা অনেকেই রাত্তিরে বাড়িতে শুতে যায়। মেয়েদের মধ্যে রেবতী আর নীলার বাড়ি অনেক দূর, তারা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখানেই থাকে। মেয়েদের ঘরখানাতেই শুধু একটা খাট আছে। প্রফুল্ল, চানু, শামশের আর বলাই ট্রেনিং-এর ঘরগুলোতেই মেঝেতে শুয়ে থাকে। খুব গরম পড়লে বারান্দায় মাদুর পেতেই রাত কাটিয়ে দেয়।

আজ আকাশে ফটফট করছে জ্যোৎস্না, সামনের বড় রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ থেমে গেছে। কোথাও কোনও যান্ত্রিক শব্দ নেই। ঝিঁঝি ডাকছে, একটু জোরে বাতাস বইলে তালগাছে এমন শব্দ হয়, যেন মনে হয় ঠিক বৃষ্টি পড়ছে।

প্রফুল্ল চানুকে কী যেন কাজের নির্দেশ দিচ্ছে কালকের জন্য, শ্রুতির পাশ থেকে নীলা বলল, ও প্রফুল্লদা, তুমি একটু এখানে এসে বসো না ! তুমি সব সময় বড্ড কাজ কাজ করো। রাত্তিরেও কাজ !

প্রফুল্ল এদিকে উঠে এসে হাসিমুখে বলল, দিনেরবেলা গ্রামে আমরা বেড়াতে যাই। সেরকম কিছু কাজ করি না তো !

নীলা বলল, আহা, রোদ্দুরে পুড়ে পুড়ে তো মুখখানা কালিবর্ণ হয়ে গেছে।

প্রফুল্ল বলল, জন্ম থেকেই আমি এত কালো যে আর কালো হব কী করে ! এই একটা আমার সুবিধে, রোদ্দুরে কিছু হয় না। তুমি বুঝি রোদ্দুরের ভয়ে গ্রামে যাও না ?

নীলা বলল, বাঃ, আমাকে তাঁতের ঘরে থাকতে হয় না ?

প্রফুল্ল শ্রুতিকে বলল, একটা খুব ভাল খবর আছে। চুল্লুর বিক্রি অনেকটা কমেছে। এইভাবে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে।

শ্রুতি বলল, বিষ্টু পাল না কার যেন নাম শুনি, সে হেরে গেল আপনার কাছে ?

প্রফুল্ল বলল, বিষ্টু হাজরা। আমার কাছে হারবে কেন ? আমি কী করেছি ? গ্রামের মানুষই যদি সজাগ হয়, তাতেই তো আসল কাজ হবে। পুলিশ যা পারে না, সাধারণ মানুষ তা পারে। এখন ওমর শেখের ভিডিও পার্লারটা যদি বন্ধ করা যায়, ওখানে বহু গরিব মানুষের টাকা খসাচ্ছে, ওর দেখাদেখি আরও ভিডিও পার্লার গজাচ্ছে।

—ভিডিও পার্লার মানে, সেখানে তো সবাই যেতে পারে, তাই না ? আমিও তো যেতে পারি ? আমার একবার ব্যাপারটা দেখতে ইচ্ছে করে।

—না, আপনি যেতে পারবেন না।

—কেন ?

—কলকাতার অনেক ক্লাবে নিয়ম আছে, ঠিকমতন পোশাক না পরলে, চটির বদলে জুতো না পরলে ঢুকতে দেয় না, তাই না ? এখানকার ভিডিও পার্লারেরও সেরকম নিয়ম, আপনি যদি ভদ্দরলোক হন, ভাল পোশাক পরে যান, তা হলে আপনাকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। অন্য দর্শকদের অস্বস্তি হবে।

—এদের লাইসেন্স আছে ?

www.BanglaBook.org

—লাইসেন্স আবার কী ? ফিলমের ক্যাসেট এনে টিকিট কেটে দেখায়। ফিলম কোম্পানিও কিছু পায় না, গভর্নমেন্টও কিছু পায় না।

—তার মানে বেআইনি ব্যাপার। পুলিশ গিয়ে বন্ধ করে দিলেই তো পারে !

—পুলিশ তো পারে অনেক কিছুই। একটা মজার কথা শুনবেন ? এদিককার বর্ডারের গ্রামগুলো দিয়ে নিয়মিত স্মাগলিং হয়। এদিক ওদিক দু' দিক থেকেই। তারাপুর নামে একটা গ্রাম আছে। সে গ্রামের লোকরা ঠিক করেছে, তারা নিজেরাও আর স্মাগলিং করবে না। অন্য স্মাগলারদেরও সে গ্রাম দিয়ে যাতায়াত করতেও দেবে না। সত্যি সত্যি তারা সব বন্ধ করে দিল। কয়েকদিন পর পুলিশ গিয়ে গ্রামের মাথা মাথা লোকদের ডেকে বলল, কী ব্যাপার, তোরা সব ভদ্দরলোক হয়ে গেলি নাকি ? অ্যাঁ ? স্মাগলিং বন্ধ করলি কি জন্য ? কে তোদের বারণ করেছে বল, আমরা তাকে টাইট দেব।

—তার মানে পুলিশ স্মাগলিং করতে উস্কানি দিচ্ছে ?

—দেবে না ? স্মাগলিং বন্ধ হলে যে পুলিশের উপরি রোজগারও বন্ধ হয়ে যায়। স্মাগলারদের নিয়মিত থানায় প্রণামী দিতে হয়। কোনও পলিটিক্যাল পার্টিও স্মাগলিং বন্ধ করতে চায় না। বন্ধ হলে বেকারের সংখ্যা বাড়বে। অনেক মান্যগণ্য লোকের ইনকাম কমে যাবে। যাক গে ওসব কথা। আপনার এখানে কেমন লাগছে বলুন !

—আমি আপনাদের সত্যি কোনও কাজে লাগছি কি ?

—আপনি এখানে কষ্ট করে আছেন, মেয়েরা আপনার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পায়, সেইটাই তো যথেষ্ট। আপনি ওদের গান শেখাচ্ছেন, সেটাও খুব ভাল, সর্বক্ষণ খাওয়া-পরার চিন্তা থেকে একটু মুক্তি পাওয়ার বিশেষ দরকার।

—আমি গান শেখাচ্ছি, কলকাতায় আমার বন্ধুরা শুনলে হাসবে। আমার গলা তো ভাল নয়, কলকাতায় আমি অন্তত পাঁচ-ছ' বছর একদিনও গাইনি।

নীলা আর রেবতী একসঙ্গে বলে উঠল, বউদির কাছ থেকে আমরা তিনটে গান তুলেছি।

কথাবার্তা আর এগোল না, পুষ্পদি এসে খাওয়ার তাড়া দিয়ে গেল।

শ্রুতি লক্ষ করেছে, প্রফুল্ল কক্ষনও তাকে ব্যক্তিগত কোনও কথা জিজ্ঞেস করে না। বিশ্বরূপের সঙ্গে তার সম্পর্কের কোনও চিড় ধরেছে কি না, জানতে চায় না সে কথাও। বিশ্বরূপকে কলকাতায় ফেলে সে কেন এখানে চলে এসেছে, সে বিষয়েও কোনও কৌতূহল নেই ?

প্রফুল্ল নিজের বিষয়েও কিছু বলে না। যেন তার ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছুই নেই। শুধু কাজ আর কাজ, কাজের মধ্যে ডুবে থাকাই কি মানুষের জীবনে যথেষ্ট ? সেই দিক থেকে বিশ্বরূপের সঙ্গে তার অমিল নেই।

প্রফুল্ল ব্যক্তিগত কথা কিছু বলে না বটে, কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের একটা আকর্ষণ আছে। প্রফুল্লকে কাছাকাছি দেখলেই রেবতীর মুখের রং বদলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যায়। নীলার দৃষ্টিতেও ঝরে পড়ে মুগ্ধতা। প্রফুল্ল কি ওদের কাছে পাথরের দেবতা ?

দশ

গরমের দিনে ভোর হয় পৌনে পাঁচটায়। বেশি রাত পর্যন্ত কেরোসিন পোড়াবার সামর্থ্য নেই বলে, গ্রামের অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে সন্ধের পরই, ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই জেগে ওঠে। ভবানীপুরের বাড়িতে শ্রুতি সাড়ে সাতটা-আটটার আগে বিছানা ছাড়ত না। এখানে চেষ্টা করে ঘণ্টাখানেক কমিয়েছে। যখন সে ঘরের বাইরে আসে, ততক্ষণে প্রফুল্লর একবার চা খাওয়া হয়ে গেছে। যত রাতেই ঘুমোতে যাক, প্রফুল্ল উঠে পড়ে সকাল সকাল।

মুখ না ধুয়েই চা খাওয়া অভ্যেস শ্রুতির। বারান্দায় বসে এই সময় কিছুটা আড্ডা হয়। নীলা চা নিয়ে এসেছে, নীলা আর রেবতী চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে খায়, শ্রুতির কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না।

অনেক পাখি ডাকাডাকি শুরু করেছে। কলকাতার বাতাসের সঙ্গে এখানকার বাতাসের যে তফাত আছে, তা সকালবেলা বেশি বোঝা যায়। বাতাসে সুন্দর গন্ধ।

খুব জোরে সাইকেল চালিয়ে এসে উপস্থিত হল পাগলা। সে সব সময় হালকা ইয়ার্কির সুরে কথা বলে, এখন তার মুখখানা দারুণ উত্তেজনায় টকটক করছে। সাইকেলটা মাটিতে ফেলে সে বারান্দার কাছে এসে বলল, প্রফুল্লদা, জামাটা পরে নাও, তোমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

প্রফুল্ল বিস্মিতভাবে বলল, কেন ? কী ব্যাপার !

—ওঠো, ওঠো, দেরি কোরো না !

একমাত্র শ্রুতিই ওকে পাগলা বলে না, সে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে, সাধন ?

পাগলা বড় করে দম নিল। অসহায়ের মতন এদিক ওদিক তাকাল। যেন খবরটা তার এখানে বলা উচিত না। তবু সে বলল, বড় জলাটার ধারে দুটো লাশ পড়ে আছে !

সবাই কয়েক মুহূর্তের জন্য নির্বাক।

প্রফুল্ল অফিসঘরের আলমারি থেকে তার একটা জামা আনতে চলে গেল।

শ্রুতি আস্তে আস্তে বলল, লাশ মানে, খুন ? কে ? আমাদের চেনা ?

সবেগে দু'দিকে মাথা নেড়ে পাগলা বলল, না, না, আমি চিনি না, আমি চিনি না।

চানু দু'খানা সাইকেলের তালা খুলে ফেলেছে। এক মিনিটের মধ্যে তিনজনে বেরিয়ে গেল।

বড় রাস্তায় পড়ার পর প্রফুল্ল জিজ্ঞেস করল, কাদের লাশ ? তুই সত্যি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিনতে পারিসনি ?

পাগলা বলল, গেলেই তো দেখতে পাবে !

সীমান্ত এলাকায় খুন কিছু অভিনব ব্যাপার নয়। গড়বন্দীপুর স্টেশনের কাছে চারদিন আগেই একটা খুন হয়েছে। কিন্তু সেরকম খুনের জন্য পাগলার এমনভাবে ছুটে আসার কারণ নেই, প্রফুল্লকেই বা সাতসকালে খবর দিতে হবে কেন ?

প্রফুল্ল কঠোরভাবে বলল, লুকোচ্ছিস কেন ? বল !

পাগলা বলল, তোমাদের সমিতিরই দুটো মেয়ে। আমি ঠিক নাম জানি না। দেখেছি এখানে অনেকবার। একটা লোক দুধ দিতে আসে আমাদের বাড়িতে, সে খবর দিল। আমাদের বাড়ি থেকে বেশি দূর না, আমি নিজের চোখে দেখে এলাম।

চানু জিজ্ঞেস করল, পুলিশ এসেছে ?

পাগলা বলল, না, তখন পর্যন্ত তো আসেনি।

রাস্তায় এখনও গাড়ি নেই বেশি, ওরা সাইকেল চালাতে লাগল সাঁই সাঁই করে। বড় জলাটার কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল আরও অনেক লোক ছুটে যাচ্ছে।

পুলিশ না এলেও এর মধ্যে বেশ ভিড় জমে গেছে সেখানে। সেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল প্রফুল্ল তারপর আঃ করে একটা শব্দ করল।

জলের ধারেই পড়ে আছে দুটি স্ত্রীলোকের শরীর। গোলাপী আর পদু। পদুর শরীরটা উপুড় হয়ে আছে, মুখটা মাটিতে গোঁজা। আর গোলাপী পড়ে আছে পদুর পিঠের ওপর, হাত-পা ছড়ানো, আকাশের দিকে মুখ। পদুর পরনে একটা ছাই রঙের শাড়ি, গোলাপীর গায়ে একটা হলদে ডুরে। চিনতে কোনও অসুবিধে নেই, কোনও বিকৃতি ঘটেনি মুখে, কাল সন্ধের পর সমিতি থেকে যাবার সময় ওরা এই শাড়িই পরে ছিল।

শরীর দুটি দেখলে মনে হয় যেন দূর থেকে কেউ একটা একটা করে ছুঁড়ে দিয়েছে। নইলে একজনের গায়ের ওপর একজন পড়বে কেন ? কাছাকাছি রক্তের চিহ্ন নেই।

প্রফুল্ল উদভ্রান্তের মতন জনতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেউ কি থানায় খবর দিয়েছে ?

কেউ কোনও উত্তর দিল না।

প্রফুল্ল বলল, চানু, তুই যা।

পুলিশ আসবার আগে লাশ ছুঁতে নেই, প্রফুল্ল একটু দূরে হাঁটু গেড়ে বসল। পাগলা ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে যেন ঘন টানছে, হাত কাঁপছে তার। সে লাশ দুটোর দিকে এক-একবার অনিচ্ছায়ই ফিরিয়ে নিচ্ছে চোখ।

প্রফুল্ল অস্ফুট স্বরে বলল, কাল বোধহয় বাড়ি ফিরতেও পারেনি।

পুলিশ এল আধ ঘণ্টা পরে। থানার দারোগা শিবপদ জোয়ারদার, একজন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাব ইনসপেকটর, একজন কনস্টেবল আর একজন মুদ্দোফরাস। দারোগা প্রফুল্লকে চেনে, হাত তুলে বলল, নমস্কার, নমস্কার, প্রফুল্লবাবু, আপনি এসে গেছেন ? আমি খানিক আগেই খবর পেয়েছি, কিন্তু এই হরিয়াকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আপনাদের সঙ্গে এই মেয়েছেলে দুটির কোনও কানেকশান ছিল নাকি ?

প্রফুল্ল বলল, এরা দু'জনেই আমাদের বান্ধব সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিল।

—আপনি এদের লাস্ট কবে দেখেছেন ?

—কালই সন্ধের সময়। তখন সাড়ে সাতটা হবে, আমাদের সমিতি থেকে চলে গেল।

—হুঁঃ। লাশ তো বেশ টাটকাই দেখছি। বেশিক্ষণ আগে মরেনি। ওরে হরিয়া, লাশ দুটো সোজা করে দে।

মুদ্দোফরাসটি গোলাপী আর পদুর শরীর দুটি পাশাপাশি চিত করে শুইয়ে দিল।

পাগলা ফিসফিস করে বলল, দেখো প্রফুল্লদা, গোলাপীর শাড়িটা কোনও রকমে গায়ে জড়ানো।

শিবপদ দারোগা এস আই-কে জিজ্ঞেস করল, পরিতোষ, স্ট্যাবিং কিংবা বুলেট ইনজুরি দেখতে পাচ্ছ ?

পরিতোষ বলল, না স্যার। কোনও ফিজিক্যাল উন্ড নেই, ব্লাড নেই। মাথা, মাথা, না, মাথাতেও কোনও কংকাশান নেই। ভায়োলেন্সের কোনও চিহ্নই তো দেখা যাচ্ছে না।

দারোগা খানিকটা যেন কৌতুকের সুরে বলল, কী ব্যাপার, প্রফুল্লবাবু ?

প্রফুল্লও ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, ব্যাপার, মানে, এরা খুন হয়েছে, কাল বাড়ি ফেরার পথে—

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে দারোগা বলল, আহা-হা, কী করে বুঝলেন খুন হয়েছে ! আপনার লোক গিয়েও বলল, দু'জন ফিমেল খুন হয়েছে। দেখে তো সেটা বোঝা যাচ্ছে না !

প্রফুল্ল বলল, ওরা এখানে পড়ে আছে।

দারোগা বলল, আসুন, আপনি নিজে একবার ভাল করে দেখবেন আসুন।

প্রফুল্লর পিঠে হাত দিয়ে সে শরীর দুটোর দিকে এগিয়ে গেল। মনে হয়, ঠিক যেন ঘুমিয়ে আছে। পরনের শাড়ি-ব্লাউজেও রক্তের ছিটে নেই। পদুর চোখ বোজা, গোলাপী চোখ চেয়ে আছে, সে চোখে জ্যোতি নেই। দু'জনের মধ্যে গোলাপীরই প্রাণচাঞ্চল্য ছিল বেশি। প্রফুল্লর কেন যেন মনে হল, মৃত্যুর আগে গোলাপী খুব কেঁদেছিল।

জলাটার মাঝে মাঝে জেগে আছে কয়েকটা বড় গাছ। একটা গাছ মনে হয় যেন সাদা ফুলে ভরা, এত বক বসেছে সেখানে। একটা নৌকো একা একা দুলছে। শীতকালে জলাটা প্রায় শুকিয়ে যায়, তখন এখানে কই-মাগুর-ল্যাটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাছ ধরার ধুম পড়ে যায়। এখন শোনা যাচ্ছে, দূরে কোনও বাড়িতে যেন রেডিও বাজছে। ভিড়ের কিছু লোক ফিরে যাচ্ছে, কিছু লোক আসছে।

পৃথিবী চলেছে প্রতিদিনের নিজস্ব নিয়মে। শুধু পদু আর গোলাপী হারিয়ে গেল।

দারোগা বলল, লক্ষ করুন, গলাতেও স্ট্র্যাংগুলেশানের কোনও চিহ্ন নেই। তাতে লাল লাল আঙুলের ছাপ পড়ে।

প্রফুল্ল যেন ঘোর ভেঙে বলল, অ্যাঁ ? কী বলছেন ?

—আমার তো মনে হচ্ছে সুইসাইড কেস !

—সুইসাইড ? কেন, ওরা সুইসাইড করবে কেন ?

—আরে মশাই, তা কী বলা যায় ? মানুষ বড় বিচিত্র প্রাণী। বিষ-টিষ খেয়েছে মনে হচ্ছে।

—অসম্ভব ! ওরা সুইসাইড করবে কেন ? কাল সন্ধেবেলাও দেখেছি, হাসছিল, গল্প করছিল, আজ আবার আসবে বলে দিয়েছিল। তা ছাড়া, এই জলার ধারে এসে...

—প্রফুল্লবাবু, মেয়েছেলে যে কী জিনিস, আপনি বিয়ে করেননি, আপনি বুঝবেন কী করে ? এই মেঘ, এই রোদ্দুর, এই পিরীত, এই ঝগড়া। এই হাসি, এই কান্না ! ওফ্, যখন তখন কীভাবে যে মেয়েছেলেরা কাঁদে—

এস আই পরিতোষ বলল, স্যার, এটা ডেফিনিটলি মার্ডার কেস হতে পারে না ! আনন্যাচারাল ডেথ। ভূত-টুতে ধরেনি তো ?

প্রফুল্ল বলল, পরিতোষবাবু, আজকাল গ্রামের লোকও অত ভূত-টুতে বিশ্বাস করে না। ভূতে ওদের মেরেছে, এটা কেউ মানবে না। ওদের কে মেরেছে, তা আপনারা—

আবার প্রফুল্লকে বাধা দিয়ে দারোগা বলল, এত লোক ভিড় করে আছে কেন ? পরিতোষ, ভিড় হঠাও ! হরিয়া, লাশ গাড়িতে তোল !

প্রফুল্লর দিকে ফিরে বলল, এরা আপনার বান্ধব সমিতির মেম্বার ছিল বলছেন। আপনি এফ আই আর করতে চান ? তা হলে আমার সঙ্গে থানায় চলুন। ভাল কথা, আপনার ওখানে স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রির সুজন দাস মহাপাত্র খুব যাওয়া আসা করত না ? জানেন তো, উনি ট্রান্সফার হয়ে গেছেন। পুরুলিয়ায় পোস্টিং।

একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রফুল্লর দিকে এগিয়ে দিল প্যাকেটটা। প্রফুল্লর এমনই বিমূঢ় অবস্থা, সে যে সিগারেট খায় না, সে কথাও বলতে ভুলে গেল। হাত বাড়িয়ে নিতে গিয়েও কী যেন ভেবে বলল, সুজনবাবু বদলি হয়ে গেছেন, তার সঙ্গে এই মার্ডারের কোনও সম্পর্ক আছে ?

দারোগা বলল, আরে না, না, সে কখনও হয় ! সুজন দাস মহাপাত্রর সঙ্গে দু'-একজন মন্ত্রী-টন্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাতে আপনাদের সুবিধা হত, তাই খবরটা দিলাম। তার জায়গায় যে আসছে, সেও লোক খারাপ নয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দারোগা শিবপদর মুখের ভাব দেখলে মনে হয়, যেন প্রত্যেকদিন সকালেই তাকে এরকম দুটি স্ত্রীলোকের লাশ দেখতে হয়। এর মধ্যে নতুনত্ব বা বৈচিত্র্য কিছু নেই।

দারোগা জিপে উঠল, প্রফুল্ল চানুকে নিয়ে সাইকেলে চলল থানায়। পাগলাকে সে বাড়িতে পাঠিয়ে দিল।

নিজের ঘরে বসে দারোগা বলল, প্রফুল্লবাবু চা খাবেন তো! সঙ্গে আর কিছু? টোস্ট, ওমলেট আনাই?

প্রফুল্ল বলল, কিচ্ছু না।

দারোগা বলল, আমার সকাল থেকে চা খাওয়া হয়নি। হ্যাঁ, তারপর বলুন, মেয়ে দুটোর কী হল, হঠাৎ মরতে গেল কেন?

প্রফুল্ল শুকনোভাবে বলল, ওরা এমনি এমনি মরেনি, ওদের খুন করা হয়েছে। কারা খুন করতে পারে, তা আপনারা জানেন না?

—আপনি জানেন নাকি? কোনও আই-উইটনেস আছে?

—ওরা দু' জনেই কিছুদিন আগে চুল্লুর ঠেক চালাত।

—সে খবর রাখি। খবর রাখাই তো আমাদের কাজ। সে কাজ ছেড়ে আপনাদের সমিতিতে যোগ দিয়েছিল। বেশ ভাল কথা। ভাল থাকলেই ভাল। খামোকা মরার শখ হল কেন? ছি ছি ছি ছি, তাতে কত ঝামেলায় পড়তে হয়!

—আপনি বারবার কেন বলার চেষ্টা করছেন যে ওরা নিজেরা মরেছে? সে রকম কোনও কারণই নেই।

—আরে মশাই, তেইশ বছর চাকরি হয়ে গেল, মার্ডার কেস দেখে বুঝব না? বডিতে কোনও ইনজুরি নেই, ব্লাড নেই, মার্ডার বললেই হল? মেয়েছেলেদের মতিগতি বোঝা ভার! সংস্কৃতে আছে না, স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং আর পুরুষস্য ভাগ্যং...। কোনও কারণে মনটন খারাপ হয়েছে, তাই দু' জনে গলা জড়াজড়ি করে বিষ খেয়ে ফেলেছে। আপনাদের সমিতিতে কেউ ওদের অপমান করেছে? মনে দাগা দিয়ে কথা বলেছে?

—সে রকম কিছু হয়নি। আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম, ওরা যেতে চাইছিল না, সবার সঙ্গে ওদের ভাব হয়ে গিয়েছিল।

—এটা আপনার মুখের কথা। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি। কিন্তু প্রফুল্লবাবু, কাগজকলমে তো রিপোর্ট লিখতে হবে? আপনাদের সমিতিতে এনকোয়ারি করতে হবে, লাস্ট যারা ও দু'জনকে দেখেছিল, তাদের জিজ্ঞেসবাদ করতে হবে। এটা আমাদের ডিউটি।

—বেশ, এনকোয়ারি করবেন।

—বিষ কে সাপ্লাই করেছে, সেটাও দেখতে হবে?

—যদি ওরা বিষ খেয়ে মরে থাকে, তবে জোর করে কেউ বিষ খাইয়েছে নিশ্চিত। মুখে বালিশ চাপা দিয়েও মানুষ মারা যায়, তাতে শরীরে কোনও চিহ্ন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকে না। পোস্ট মর্টেম করলেই সেটা বোঝা যাবে।

—পোস্ট মর্টেম ? হাঃ হাঃ হাঃ ! কাগজে এসব পড়েন, তাই না ? এমন পাণ্ডববর্জিত গ্রামে পোস্ট মর্টেম ? কত সাধ হয় রে চিতে, মলের আগায় চুটকি দিতে ! আমার এখানে কি মর্গ আছে যে লাশ রাখব ? ও দুটো লাশ কেষ্টনগরে পাঠিয়ে দিয়ে আমি খালাস ! তারপর আমি হাত ধুয়ে ফেলব। এখন ওরা বুঝুক !

—কৃষ্ণনগরেও পোস্ট মর্টেম হবে না ?

—ওরা কী করবে জানেন ? ডোমদের দিয়ে খানিকটা কাটা-ছেঁড়া করবে। তারপর বাড়ির লোক চাইলে তাদের হাতে লাশ তুলে দেবে। আর বাড়ির লোক না থাকলে বেওয়ারিশ মড়া পুড়িয়ে ফেলবে। আপনি যদি গিয়ে খুব ধরাধরি করতে পারেন, তা হলে বড় জোর ভিসেরা দুটো কেটে নিয়ে পাঠাবে ব্যারাকপুর কিংবা কলকাতায়।

—ভিসেরা টেস্ট করলেও তো মৃত্যুর কারণ জানা যায় ?

—প্রফুল্লবাবু, আপনার এখনও অনেক কিছু জানতে বাকি আছে। ভিসেরা টেস্ট করাবেন ? তার রিপোর্ট আসতে কতদিন সময় লাগে জানেন ? অন্তত আট থেকে দশ বছর ! খবর নিয়ে দেখুন গে ! আট বছর পর রিপোর্ট পেলে তারপর কেস শুরু হবে ? আমি অন্তত তখন এখানে থাকব না !

মস্ত বড় হাঁ করে দারোগা একটা টোস্টে কামড় দিলেন। এই প্রথম প্রফুল্লর গা গুলিয়ে উঠল। যেন এক্ষুনি বমি করে ফেলবে। মুখে হাত চাপা দিয়ে কোনওক্রমে নিজেকে সামলাল।

চানু প্রফুল্লর পিঠে হাত রাখল।

সোজাসুজি দারোগার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রফুল্ল কাতর গলায় বলল, মেয়ে দুটি ভালভাবে বাঁচতে চেয়েছিল। টাকা-পয়সার ক্ষতি স্বীকার করেও খারাপ লাইন ছেড়ে দিয়েছিল, তবু তাদের মরতে হল। আপনি এখানকার অবস্থা সবই জানেন। ওরা চুল্লুর ঠেক ছেড়ে এসেছে বলেই বিষ্টু হাজরার লোকরা ওদের খুন করে অন্যদের সাবধান করে দিল, এটা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তবু আপনি কোনও স্টেপ নেবেন না ?

দারোগা এতক্ষণ বেশ অমায়িকভাবে কথা বলছিল প্রফুল্লর সঙ্গে। এবারে তার চক্ষু লাল হল, দাপটের সঙ্গে বলল, দেখুন প্রফুল্লবাবু, মোটিভের কথাই যখন তুললেন, তখন অ্যাজ ফার অ্যাজ আই অ্যাম কনসার্নড, এই মেয়ে দুটোর ওপর যেমন বিষ্টু হাজরার দলের রাগ থাকতে পারে, তেমনি আপনাদের সমিতির কেউও বেশ্যা মাগী বলে এদের ওপর ঘেন্নায় বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে পারে। আপনাদের ওখানে এক শহুরে ভদ্রমহিলা এসে রয়েছেন শুনেছি ! খুব বড়লোকের বউ ? মাথায় ছিট আছে ?

এরপর প্রফুল্ল মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ প্রশাসন, কয়েকটি রাজনৈতিক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দলের নেতার কাছে ঘোরাঘুরি করল। কেউ কেউ দুঃখ প্রকাশ করল, কেউ সহানুভূতি জানাল, কেউ আফসোস করল, কিন্তু থানার রিপোর্ট যে অস্বাভাবিক মৃত্যু, তা কেউ নস্যাৎ করল না। খুন প্রমাণিত না হলে আসামিদের ধরার প্রশ্ন ওঠে না। তা ছাড়া সীমান্তে পরপর দুটি ভয়াবহ ডাকাতি হবার ফলে সকলেই তা নিয়ে ব্যস্ত।

গোলাপী আর পদুকে যদি শুধু ধর্ষণ করা হত এবং তার পরেও তারা বেঁচে থাকত, তা হলে সব বড় বড় সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় দু' কলম জুড়ে সে খবর ছাপা হত। পরপর অন্তত তিন দিন। ওদের ছবি ছাপা হওয়াও অসম্ভব ছিল না। ধর্ষিতা রমণীদের মৃত্যু হলে তাদের খবর-যোগ্যতা কিছুটা কমে যায়। এদের দু' জনের কোনও রোমাঞ্চকর গুণের গল্পও নেই, নিছক অস্বাভাবিক মৃত্যু। কত মানুষই তো রোজ কত দিকে মরছে, সকলের খবরই ছাপা হয় নাকি ?

দু' তিনটি ছোটখাটো মফস্বলের পত্রিকায় নিজস্ব সংবাদদাতার রিপোর্ট ছাপা হল বটে, কিন্তু সেসব কে গ্রাহ্য করে ?

চারদিন প্রফুল্ল ঘোরের মাথায় ছিল। কারও কাছ থেকেই সাড়া পাবে না, এটা সে কল্পনাও করেনি। বিনা দোষে গ্রামের দুটি মেয়েকে হত্যা করা হল, তার কোনও প্রতিকার হবে না ? হত্যাকারীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে ?

চারদিন পর নিরাশ, ক্লান্ত, অবসন্ন প্রফুল্ল সন্ধের সময় বান্ধব সমিতিতে ফিরে অফিসঘরের সিঁড়িতে বসে পড়ল। এই চারদিন তার চোখ ছিল শুকনো। গোলাপী-পদুর মৃতদেহ দেখেও তার চোখে জল আসেনি। আজ সে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

কে তাকে সান্ত্বনা দেবে ? কী সান্ত্বনা দেবে ?

শ্রুতি-নীলা-রেবতীরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল একটু দূরে। এক সময় অল্প বয়েসী মেয়ে দুটিও কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। শ্রুতি দু'হাতে জড়িয়ে ধরল তাদের। সে নিজে এর মধ্যে অনেকবার কেঁদেছে, এখন তার কান্নার সময় নয়।

শুধু কান্না নয়, প্রফুল্লকে গ্রাস করল বিমর্ষতা ও গ্লানি। সে কারও সঙ্গে কথা বলে না, চুপ করে বসে থাকে। গ্রামে যায় না। সমিতির ট্রেনিং-এর কাজগুলো কোনওক্রমে চলছে। আর সব কাজ বন্ধ।

প্রফুল্লকে খাওয়ানোও এক বড় সমস্যা। সে কিছুই খেতে চায় না। দিনের পর দিন না খেয়ে সে বাঁচবে কী করে ? নীলা আর রেবতী জোর করে তাকে খাওয়াবার চেষ্টা করে। মুখে ভাতের গেরাস তুলে দেয়।

শ্রুতি ভেবেছিল, প্রফুল্লর যা মনের অবস্থা, তাতে ওকে দু' একটা দিন একা একা থাকতে দেওয়াই ভাল। জোর করে কথা বললে ঠিক হবে না। কিন্তু পাঁচ দিন কেটে গেল, তবু জড়তা কাটছে না প্রফুল্লর, হয় সে চুপ করে বসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকে, অথবা ঘুমোয়। শামশের-চানুরা কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করে, কথা বলতে সাহস পায় না।

নীলা একদিন বলল, বউদি, তুমি কিছু করবে না ? একমাত্র তোমার কথাই শুনতে পারে। তুমি গিয়ে কিছু বলো !

রেবতী বলল বউদি, এরকমভাবে চললে আমাদের সমিতি শেষ হয়ে যাবে ! প্রফুল্লদাও আর বাঁচবে না।

ওরা প্রায় ঠেলেই পাঠাল শ্রুতিকে।

অফিসঘরে টেবিলে মাথা গুঁজে রয়েছে প্রফুল্ল। ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। রাত প্রায় দশটা।

শ্রুতি প্রফুল্লর বাহুতে হাত ছোঁয়াল। প্রফুল্ল মুখ তুলে স্থিরভাবে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। শ্রুতিও নিজে থেকে কিছু বলল না। চোখে চোখে একটা সেতু তৈরি হল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রফুল্ল বলল, আমার দ্বারা আর কোনও কাজ হবে না। আমি শেষ হয়ে গেছি !

শ্রুতি বলল, তাই ?

প্রফুল্ল বলল, আমি জানি, আপনি আমাকে ঘেন্না করছেন। অনেকেই করছে।

শ্রুতি বলল, ঘেন্না ?

প্রফুল্ল বলল, হ্যাঁ, কেন করবে না। সবাই আমাকেই দায়ী করছে। বিষ্টু হাজরার ক্ষতি করেছি আমি, আমিই ওদের দু' জনকে এই সমিতিতে জায়গা দিয়েছি। দোষ আমার। বিষ্টু হাজরা আমাকে মারল না কেন ? ওই মেয়ে দুটোকে প্রাণ দিতে হল আমার জন্য, আমার জন্য, আমার জন্য !

এগারো

ভ্যান রিক্সা চালাত পুলিনবিহারী, তার পাঁচ মেয়ে এক ছেলে। স্বভাবতই ছেলের ওপর তার টান বেশি, ওই ছেলেই তার ভবিষ্যতের আশাভরসা। ছেলের নাম বিষ্টু, সে ইস্কুলে পড়ে। রিক্সা চালায় বটে, তবে পুলিনকে অনেক লোকই পছন্দ করে, মানুষটি ভারি সৎ। তার রিক্সায় টাকার থলি ফেলে গেলেও সে ফেরত দেবে, এ কথা সবাই জানে। এ রকম অনেকবার হয়েছে, এক বউয়ের সোনার নাকছাবি তার রিক্সার পাটাতনে আটকে ছিল। দু' দিন পরে বাড়ি বয়ে সেটা সে বউয়ের হাতে তুলে দিয়ে এসেছিল। বখশিস দিতে গেলে সে জিভ কেটে বলেছিল, আমি রিক্সা চালাই, আমি তো ভিখিরি নই মা !

তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল বেশ ওক্রমে, তারপর পুলিন হঠাৎ কলেরায় মারা গেল। একেবারে চোখ ওল্টাবার আগে সে বউ ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, তোদের ভাসিয়ে দিয়ে গেলাম রে। ভগবান

www.BanglaBook.org

তোদের দেখবেন।

ছেলে বিষ্টু তখন ক্লাস সেভেনে পড়ে, ঘুচে গেল তার পড়াশুনো। দুই বোন বাড়িতে ঠোঙা বানায়, সে কাজ পেল গুপি ময়রার মিষ্টির দোকানে। খদ্দের সামলায় মালিক নিজে, বিষ্টু বাসন মাজে, দোকান পরিষ্কার করে। মাঝে মাঝে বাসি মিষ্টি এনে মা-বোনদের খাওয়ায়। ওই দোকানে থাকতে থাকতেই গুড়ের চা বানাতে শিখেছিল সে। গুড়ের সঙ্গে আদা মেশালে আরও ভাল স্বাদ হয়।

দু' বছর সেই দোকানে চাকরি করার পর বিষ্টু স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করল। মস্ত বড় একটা কেটলি আর ভাঁড়ের বোঝা নিয়ে সে ট্রেনে ট্রেনে চা বিক্রি করে। গড়বন্দীপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত চলে যায়, আবার লাস্ট ট্রেনে ফিরে আসে। তখন তার বয়েস ষোলো, দেখতে দেখতে সে লম্বা হতে লাগল, কয়েক বছরের মধ্যেই তার নাম হয়ে গেল লম্বু। শুধুই লম্বা, চওড়া নয়, অন্যদের মাথা ছাড়িয়ে যায়। তাতে তার বেশ সুবিধে, এক কামরা থেকে অন্য কামরায় পা বাড়িয়ে চলে যেতে পারে অনায়াসে।

বাবা বলেছিল, না খেতে পেয়ে মরলেও কখনও ভিক্ষে করিস না, তাকে তা করতেও হয়নি, চা বিক্রি করে সে সংসার চালাছিল। তার চায়ের বেশ নাম, লোকে ডেকে ডেকে খায়।

অবশ্য তার একটা উপরি রোজগারও ছিল। একদিন স্টেশনে একটা লোক ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, এই বিষ্টু, তোকে কটা ছোট ছোট প্যাকেট দিচ্ছি, শিয়ালদা স্টেশনে ঘড়ির তলায় দাঁড়াবি, কালো গেঞ্জি পরা একটা লোক আসবে, তাকে দিয়ে দিবি। ব্যস, তোকে আর কিছু করতে হবে না। তার জন্য তুই দশটা টাকা পাবি।

গোল গোল পাঁচটা প্যাকেট, মাটির ভাঁড়ের মধ্যে রেখে দেওয়া যায়। লোকটা এমন হুকুমের সুরে কথাটা বলেছিল যে না বলারও কোনও উপায় নেই। দশটা টাকা পাওয়া যাবে, তাই বা মন্দ কী !

এর পর মাঝে মাঝেই সে ওই রকম প্যাকেট নিয়ে যায় শিয়ালদায়। কালো গেঞ্জি পরা লোকটি ঠিক সময়ে এসে ডেলিভারি নিয়ে যায়। কখনও কখনও সেও একটা-দুটো প্যাকেট বিষ্টুর হাতে পাঠায় এদিকের জন্য। ক্রমশ সে দশ টাকার বদলে বিশ টাকা, তিরিশ টাকা পেতে শুরু করল।

দুই দিদির বিয়ে হয়ে গেছে, মা বলল, তুই এবার বিয়ে কর বিষ্টু। তাতে বিষ্টুর আপত্তি নেই, হাতে কিছু পয়সা জমেছে। দেখেশুনে পালটি ঘরের একটা মেয়ে আনা হল, মাজা মাজা গায়ের রং, মুখের গড়নটি বেশ মিষ্টি, তার নাম লক্ষ্মী। যথাসময়ে ওদের একটি ছেলেও হল, তার চোখ-মুখ-নাক যেন ঠিক পুলিনবিহারীর মতন। বিষ্টুর মায়ের তাই মত। অতৃপ্তি নিয়ে মরেছিল মানুষটা, নিজের সংসারেই নাতি হয়ে ফিরে এসেছে। ওই ছেলের জন্মের আড়াই বছরের মাথায় বিষ্টুর মা চোখ বুজলেন, ইতিমধ্যে অবশ্য দূর সম্পর্কের এক মাসি

www.BanglaBook.org

জুটে গেছে বাড়িতে। ভালই হয়েছে, সে লক্ষ্মী আর তার সন্তানের দেখাশুনো করে।

একদিন লক্ষ্মী বায়না ধরল, সে কলকাতা দেখতে যাবে। বিষ্টু বলল, ঠিক আছে চল !

সেদিন আর প্যাকেট ডেলিভারি ছিল না। আগের দিন দশটা প্যাকেট নিয়ে গেছে। এখন আর কালো গেঞ্জি পরা লোকটা নিয়মিত আসে না, তার বদলে অন্য দু'-একজন আসে। তারাই বিষ্টুকে চিনে নেয়। ঘড়ির তলায় গিয়ে দাঁড়ালে একজন পাশে এসে ফিস ফিস করে বলে, এনেছ ?

লক্ষ্মীকে নিয়ে ট্রেনে চাপল বিষ্টু। বউকে এক কামরায় বসিয়ে সে বিভিন্ন কামরায় চা ফেরি করে, মাঝে মাঝে এসে বউকে দেখে যায়। বিষ্টুর টিকিট লাগে না, কিন্তু বউয়ের জন্য সে টিকিট কেটেছে।

শিয়ালদা পৌঁছে কেটলি আর ভাড়ের ঝুলিটা রাখল একটা চেনা দোকানে। তারপর বউকে নিয়ে বেড়াতে বেরুল।

ট্রামে চড়ে গেল গড়ের মাঠে। ভিকটোরিয়া আর মনুমেন্টের আলো দেখাল, হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধারে গিয়ে ফুচকা আর আলুকাবলি খেল। কত মজা হল। লক্ষ্মীর মুখে আর আনন্দ ধরে না। একটা ঘাট দিয়ে নেমে গিয়ে গঙ্গার জল ছোঁয়াল মাথায়, শরীরটা একেবারে পবিত্র হয়ে গেল তাতে।

অন্যদিন শেয়ালদার চেনা দোকান থেকে কেটলিতে চা ভরে নিয়ে বিক্রি করতে করতে ফেরে, মাঝখানে একটা স্টেশনে বাকি চা গরম করে নেয় কিংবা আরও চা ভরে নেয়। আজ আর নিল না। আজ সে বউয়ের পাশে পাশে বসে গল্প করতে করতে এল। অন্য যাত্রীদের মতন।

যথারীতি লাস্ট ট্রেন লেট, পৌঁছল প্রায় বারোটায়।

যে লোকটা বিষ্টুকে প্যাকেট পাচার করার জন্য দেয়, সে এসে বলল, এই বিষ্টু একবার এদিকে শুনে যা, তোর সঙ্গে কথা আছে।

এত রাতে বউকে ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে বসিয়ে রাখা যায় না। তাকেও সঙ্গে নিয়ে চলল বিষ্টু। ক'দিন ধরে প্ল্যাটফর্মের বাইরে কয়েকটা ফাঁকা বগি দাঁড়িয়ে থাকে। তারই একটাতে তোলা হল ওদের দু'জনকে।

মোমবাতি জেলে সেই বগির মধ্যে চার-পাঁচ জনের রীতিমতন একটা আসর বসে গেছে।

সেই প্রথম বিষ্টু হাজরার সঙ্গে জহর পতির মুখোমুখি দেখা।

জহরের ঠিক দস্যুসর্দার হবার মতনই রোগা চেহারা। মুখখানা বাঘের মতন। একটু বেঁটে হলেও হাফ-হাতা শার্টের তলায় দু'হাতের মাস্‌ল দেখলে ভয়-ভক্তি হয়। তার দাপটে এ তল্লাটে অন্য কোনও স্মাগলাররা মাথা তুলতে পারে না।

জহর বসে আছে একটা মোড়ায়, সামনে মাংসের ভাঁড়, হাতে মদের গেলাস। প্রথম সম্বোধনেই সে বলল, এই শালাই বিষ্টু ? হারামজাদা, কাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শেয়ালদা থেকে তোকে যে প্যাকেটা দিয়েছে, তা তুই বিল্লেকে দিসনি কেন ?

বিষ্টু আকাশ থেকে পড়ল। কাল তো শেয়ালদায় তাকে কিছু দেয়নি। দশটা প্যাকেট নিয়েই ব্যস্ত হয়ে চলে গেল !

দু'-একবার কৌতূহলে বিষ্টু প্যাকেট খুলে দেখেছে। এখান থেকে যেগুলো যায়, তাতে থাকে এক রকম সাদা গুঁড়ো গুঁড়ো জিনিস, ওষুধের মতন, যাকে অনেকে বলে ড্রাগ। আর শেয়ালদা থেকে যেগুলো পাঠায়, তাতে থাকে টাকা। সে পুলিনবিহারী হাজরার ছেলে, অপরের পয়সা ছোঁয় না। আজ অবধি একটা প্যাকেটও এদিক ওদিক হয়নি।

সে বলল, কাল কেউ কিছু দেয়নি আমাকে।

জহর বলল, চোপ ! আমার সঙ্গে নখরাবাজি ? কাল বারো হাজার টাকা পাঠাবার কথা। সেই টাকা তুই হজম করবি ভেবেছিস ?

বিষ্টু জহরের চেলা বিল্লের দিকে তাকিয়ে অসহায়ভাবে বলল, মাইরি বলছি, বিশ্বাস করুন, আমি এতদিন কাজ করছি, কোনও দিন এদিক ওদিক হয়েছে ? ওরা প্যাকেট দিলে আমি পৌঁছে দিতাম না ?

বিল্লে বলল, ওস্তাদ, তা হলে কি অন্য কোনও পার্টি আমাদের ঢপ দিল ?

জহরের নেশা হয়ে গেছে, যত নেশা হয়, তত তার হিংস্রতা বাড়ে। অনেক সময় বিনা কারণে সে তার চেলাদের মারে। এখন তো রীতিমতন একটা কারণ আছে।

সে হুংকার দিয়ে বলল, না। আমাকে ঢপ দেবে কার এত সাহস ? এই লম্বু হারামিটা ন্যাকা সাজছে। আবার বউকে নিয়ে হাওয়া খেতে যাওয়া হয়েছিল ! একটু টাইট দিলেই কাছা খুলে যাবে।

উঠে এসে সে বিষ্টুর মুখখানা একটা থাবায় চেপে ধরে বলল, এই শালা, টাকা বার কর !

এই সব ক্ষেত্রে একটা মার খেয়ে চুপচাপ থাকলে বেশি মার খেতে হয় না। কিন্তু বিষ্টুর মাথা গরম হয়ে গেল। সে জহরকে ঠেলে দিয়ে বলল, আমাকে শুধু-মুদু দোষ দিচ্ছেন কেন ? আমি টাকা নিইনি !

জহর পতির গায়ে হাত ? সে যে তক্ষুনি বিষ্টুকে গুলি করেনি, এই তার সাতপুরুষের ভাগ্য। তার বদলে সে হাঁটু তুলে বিষ্টুর তলপেটে একটা প্রবল গোঁত্তা দিল। বিষ্টু দুমরে পড়ে যেতেই শুরু হল আরও মার। মেঝেতে ফেলে পেটানো হতে লাগল তাকে।

লক্ষ্মী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠতেই তার দিকে চোখ গেল জহরের। ঠোঁট দিয়ে জিভ চেটে বলল, বাঃ, এ তো খাসা মাল দেখছি !

সে হাত বাড়াল লক্ষ্মীর দিকে।

আগেকার দিনের রাজা-মহারাজাদের মতন জহররাও ইচ্ছে করলেই অনেক মেয়ে পায়। তবে নারী সম্ভোগের গোপনীয়তার ব্যাপারটা এরা একেবারেই বোঝে না। বিশেষত স্বামীর সামনে স্ত্রীর ওপর বলাৎকার করে এরা অদ্ভুত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আনন্দ পায়।

খানিকবাদে ওদের দু'জনকে লাথি মেরে রেল লাইনে ফেলে দেওয়া হল। তখনও জহর শাসিয়ে বলল, যা ভাগ। এখান থেকে দূর হয়ে যা। যদি কারও কাছে টু শব্দ করবি তো একেবারে খতম করে দেব!

প্রাণের ভয়েই বউকে নিয়ে দৌড়েছিল বিষ্টু। সে তখন খোঁড়াচ্ছে আর লক্ষ্মী অঝোরে কেঁদে যাচ্ছে।

নিজের থেকে অনেক বড় কেউ যদি কিল মারে, তবে তা হজম করে নেওয়াই নিয়ম। যদি জানাজানি না হয়, তা হলে বউয়ের কলঙ্ক রটবে না। বিষ্টু আবার চা বিক্রি শুরু করলে কেউ বাধা দিত না। কিন্তু গোলমাল বাধাল লক্ষ্মীমণি। সে দিন তিনেক গুম হয়ে রইল তারপর অতটুকু ছেলের কথাও চিন্তা না করে সে ভোরবেলা গলায় ফাঁস বেঁধে গাছের ডালে ঝুলে পড়ল।

তারপর থেকেই সম্পূর্ণ বদলে গেল বিষ্টু হাজরার জীবন।

মানুষের কোনও ইচ্ছা যদি তীব্রতম হয় তখন শরীরের মধ্যে বৃক্কগ্রন্থি থেকে এক রকম রস নিঃসৃত হতে থাকে। আর শরীরের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে মন। সেই মনের জোরে কেউ কেউ অসাধ্যসাধন করে ফেলে।

প্রচণ্ড মার খেয়ে এবং চোখের সামনে নিজের স্ত্রীকে ধর্ষিতা হতে দেখেও বিষ্টু হাজরা অসাড় হয়ে ছিল। প্রাণে যে বেঁচে গেছে, এটাকেই মনে হচ্ছিল অভাবনীয় ঘটনা। কিন্তু গাছের ডাল থেকে লক্ষ্মীমণিকে দুলতে দেখে সে কিছুক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল। তারপরই মাথার মধ্যে জ্বলে উঠল আগুন। এরপর প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া তার জীবনের আর কোনও উদ্দেশ্য নেই।

কিন্তু কী করে প্রতিশোধ নেবে! জহর পতিকে ধরাছোঁওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। জহর সব সময় দলবল নিয়ে ঘোরে, রিভলবার, ছোরা-ছুরি, বোমা এসব ওদের সর্বক্ষণের খেলনা। শুধু তাই নয়, জহরের মতন লোকেরা একবার যার ওপর অত্যাচার করে, তার ওপর পরেও নজর রাখে, সে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করলে আবার আঘাত হানে।

একা বিষ্টু কিছু করতে পারবে না, তাকে দল গড়তে হবে। ছেলেকে আর মাসিকে সে পাঠিয়ে দিল বিহারে আর এক মাসির কাছে, সে নিজে গা ঢাকা দিয়ে রইল। এখান থেকে অনেক দূরে, ক্যানিংয়ের কাছে রামেশ্বর সাউ তখন চুল্লুর ব্যবসা চালাচ্ছে, ঘুরতে ঘুরতে বিষ্টু গিয়ে ভিড়ল তার দলে। চায়ের বদলে সে চুল্লু বানাতে শিখল। দেড় বছরের মধ্যে সে সেই দলের অনেকটা ওপরে উঠে গিয়েছিল, কিন্তু রামেশ্বর সাউ খুন হল তারই সাকরেদ কাল্লুর হাতে। কাল্লুর সঙ্গে বিষ্টুর বনেনি, চুল্লুর কারবারটা কাল্লু নিয়ে নেবার পর বিষ্টু সেখানে আর টিকতে পারল না, কিন্তু সে তখন ওই কারবারের ঘাতঘোঁত জেনে গেছে, রামেশ্বর সাউয়ের মৃত্যুর সুযোগে কিছু টাকাও সরিয়েছে।

বিষ্টু এ তল্লাটে ফিরল বটে। কিন্তু গড়বন্দীপুরে নয়। সীমান্ত জুড়ে

www.BanglaBook.org

জহরের আধিপত্য। সে তিনঘড়িয়ায় শেখ সুলেমানের ভিডিও পার্লারের পাশে খুলল প্রথম চুল্লুর ঠেক। শেখ সুলেমানের সঙ্গে তার আঁতাত হল, পরস্পরের নিরাপত্তা দেখবে। পুলিশের সঙ্গে শেখ সুলেমানের দহরম-মহরম ছিল আগে থেকেই, সেই সূত্র ধরে পুলিশকে হাতে রাখার মন্ত্রটাও শিখে নিল বিষ্টু।

এখন সে তেইশটা চুল্লুর ঠেক চালায়। প্রত্যক্ষভাবে স্মাগলিং-এ ঢোকেনি, কিন্তু গরু সাপ্লাই দেবার ব্যাপারটা পুরোপুরি তার দলের দখলে। এদিক থেকে নিয়মিত গরু যায় সীমান্তের ওপারে, বিহার-উড়িষ্যা-উত্তর প্রদেশ থেকেও গরু চালান আসে। এই কারবারে লাভ প্রচুর।

এখন আর কেউ তাকে চাওয়ালা বিষ্টু কিংবা লম্বু বলে না। সে এখন দলের লোকদের কাছে 'ওস্তাদ'। দলটিও নেহাত ছোট নয়। মোটর সাইকেলই আছে ছ' খানা। বিষ্টুর চেহারা বিশেষ বদলায়নি, সেই রকমই ল্যাকপেকে। মুখে দাড়ি রেখেছে, চুল কাটেই না। সে যে কখন কোথায় থাকে, ঘনিষ্ঠ দু-একজন ছাড়া তা অন্য কেউ জানে না, দিনের বেলা তাকে দেখাই যায় না। সে কম কথা বলে, চুল্লুর ব্যবসা চালালেও নিজে এক ফোঁটা মদ খায় না, নারীমাংসের লোভ নেই। স্বভাবে সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর। দলের কারও সঙ্গে মতভেদ হলে সে লঘু শাস্তি দেয় না, একেবারে খুন করে ফেলে। চোখের নিমেষে ছুরি চালিয়ে পেট ফাঁসিয়ে দেয়। তার লম্বা লম্বা আঙুলে সাঙ্ঘাতিক জোর, যার-তার ঘাড় মুচড়ে দিতে পারে। নিষ্ঠুরতাই দলে নেতৃত্ব বজায় রাখার প্রধান উপায়। সে কখন কার ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়বে তার ঠিক নেই। বিষ্টু হাজরাকে যারা চোখে দেখেনি তারাও জানে, ওর সঙ্গে কোনওরকম শত্রুতা করতে গেলেই প্রাণটা যাবে।

প্রতিশোধের কথা সে মোটেই ভোলেনি। সেই চিন্তা তার মনে নিরন্তর ধিকি ধিকি করে জ্বলছে। কিন্তু তার দলটাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এর মধ্যে দু'বার জহরের দলের সঙ্গে টক্কর লড়তে গিয়ে পিছু হঠে আসতে হয়েছে। দল বাড়াতে গেলে আরও টাকা লাগে, চুল্লুর কারবার আরও জোরদার করা দরকার, সেই সঙ্গে সে এখন বসাচ্ছে জুয়ার বোর্ড। সীমান্তের ওপার থেকে মাঝে মাঝে এক এক লট বাচ্চা ছেলে চালান আসে, এখান থেকে মুম্বাই নিয়ে গিয়ে তাদের পাঠানো হয় আরবদেশে। সেখানে উট-দৌড়ের জন্য এই বাচ্চাদের লাগে। উটের পিঠে এক একটা ছেলেকে বেঁধে দেয়, তারপর চাবুক মারে। দৌড়ের পর অধিকাংশ বাচ্চাই বাঁচে না। এখান থেকে মধ্যমগ্রামের এক গোপন আস্তানায় সেই বাচ্চাদের দল পৌঁছে দেবার কাজটাও বিষ্টু ধরেছে। খুব লাভজনক কারবার।

সবই ঠিকঠাক চলছিল, চুল্লুর ঠেক দিন দিন বাড়ছে, লোকে খাচ্ছেও বেশি, পুলিশও হাতের মুঠোয় আছে, মাঝখান থেকে হঠাৎ বাগড়া দিতে এসেছে বান্ধব সমিতি নামে এক ফালতু পার্টি।

ভাঙা শিবমন্দিরটায় বিষ্টু খুব কমই আসে। এখানে তার দলের ছেলেরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাঝে মাঝে এসে জড়ো হয়, মদ-মাংস খায়, দু-একটা মেয়ে এনে ফুর্তি করে, তাতে বিষ্টুর আপত্তি নেই। কিন্তু সে নিজে ওসবের মধ্যে থাকে না। মাঝে মাঝে সে কলকাতায় চলে যায়, খিদিরপুরে একটা বাড়ি কিনেছে, সেখানে যারা বোমা বানায়, তাদের সঙ্গেও সে ব্যবসা শুরু করেছে।

আস্তে আস্তে সন্ধে নামছে। আকাশের এক দিকটা এখনও রক্তাভ। কাদের একটা ছাতিম গাছে কলকল করছে এক ঝাঁক শালিক। মন্দিরে শিবলিঙ্গটা ভাঙা, অনেক কাল এখানে পুজো হয় না। কাছাকাছি কোনও জমিদার ধরনের লোকের বাড়ি ছিল, এখন কয়েকখানা দেওয়াল ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই। সেই তুলনায় মন্দিরটা অনেকটা অক্ষত।

খাটিয়ার ওপর বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রয়েছে বিষ্টু। বাদামি প্যান্ট আর পুরো হাতা হলুদ রঙের শার্ট পরা, তার হাতে একটা নতুন ঝকঝকে রিভলবার। সেটা সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। দেখবার মতন জিনিসই বটে। সেটাতে গুলি ভরতে ভরতে বিষ্টু বলল, পাঁচের কমে দেবে না বলছিস ?

ভুতো এটা এনেছে ফৈজুদ্দিনের কাছ থেকে। ফৈজুদ্দিন নিয়মিত ওপারে ওপারে যাতায়াত করে। বিশ্বাসের সম্পর্ক, টাকা না দিয়েও দেখতে আনা যায়, দরে না বনলে ফেরত দিতে অসুবিধে নেই।

ভুতো বলল, আগে ছয়-সাত বলছিল, পাঁচের নীচে নামবে না।

বিষ্টু জানে। কলকাতায় এ অস্তরের দাম বারো থেকে চোদ্দো হাজার হবেই। চাহিদা প্রচুর। কিন্তু ফৈজুদ্দিনের তো কলকাতার বাজার ধরার ক্ষমতা নেই, এসব জিনিস নানান হাতফেরতা হয়েই যায়। প্রথম যে নেয়, সে তিন হাজারের বেশি দর দেয় না।

বিষ্টু বলল, আমার মনে হচ্ছে চার দিলেই যথেষ্ট।

—না, ওস্তাদ রাজি হবে না।

—জিনিসটা আমার পছন্দ হয়ে গেছে। ফৈজুকে বলবি আমি নিজের জন্য রাখছি, আমার কাছ থেকেও বেশি নেবে ? তুই প্রথমে চারই দিবি। যদি কাঁউমাঁউ করে, আর দুশো দিবি, তারপর আর একশো, তা হলে দেখবি, সাড়ে চার পর্যন্ত উঠলেই মেনে নেবে। তাতেও পাঁচশো বাঁচবে।

—যদি না মানতে চায়। বলেছে, নতুন মাল।

—যদি তাতেও রাজি না হয়, বাকি পাঁচশো তোর পকেট থেকে দিবি। দিতে পারবি না আমার জন্য ?

—এ আর এমন কি কথা হল ওস্তাদ ! হুকুম করো, বান্দা তৈয়ার !

—ফৈজু জহরকে কিছু বেচেছে ?

—না, এবার এই একটা মালই এনেছে। ওর সঙ্গে যে আর একটা লোক আসত, সে বি এস এফ-এর কাছে ধরা পড়ে গেছে।

—ঠিক আছে। ফৈজুকে বলবি, যা মাল আনবে, প্রথমে আমাকে দেখাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জিতু পকেট থেকে একটা ফাইভ ফিফ্‌টি সিগারেটের প্যাকেট বার করে বাড়িয়ে দিল বিষ্টুর দিকে। দামি লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিল।

তারপর বলল, ওস্তাদ, তিনঘড়িয়ার পার্লারে শেখ সুলেমানের ভাইপো বদরু এখন বসছে। তার সঙ্গে কিন্তু এবার আমার একটা ঝামেলা হয়ে যাবে।

বিষ্টু ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল, কেন ?

জিতু বলল, আমরা যে জুয়োর বোর্ড বসিয়েছি, তাতে বখরা চাইছে।

—কত ?

—ফিফটি ফিফটি। আমাদের লোক খাটছে, আমাদের টাকা, আমাদের রিস্ক, ওকে কেন ফিফটি দিতে যাব ? ও বলছে, ওর পার্লারে যারা আসে, তারাই খেলতে বসে।

জিতুর চোখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল বিষ্টু। হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল তার চোখ দুটো। বলল, এ বদরুকে আমি এইটুকু দেখেছি। এখন সে বড় হয়ে পাখা গজিয়েছে, তাই না ? শেখ সুলেমানের সঙ্গে আমার যা চুক্তি ছিল, কোনওদিন খেলাপ করিনি। সুলেমান গুড ম্যান ছিল। বদরুকে বলবি, টাকায় দশ পয়সা হিসেবে পাবে। এর পরেও বাড়াবাড়ি করলে আমি একটা একটা করে ওর দাঁত খুলে নেব। তারপর একটা কান কেটে বাজারে ছেড়ে দেব !

বাইরে থেকে একটি ছেলে ঠাণ্ডাভাবে বলল, এদিকে কে যেন আসছে।

জিতু বলল, কে ?

ছেলেটি বলল, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সাইকেল নিয়ে আসছে, হাতে টর্চ আছে, আমাদের কেউ না মনে হয়।

বিষ্টু গ্রাহ্য করল না। রিভলবারটা নিয়ে আবার দেখতে লাগল।

জিতু গিয়ে উঁকি মারল বাইরে।

আকাশের আলো এখনও একেবারে চলে যায়নি, মানুষটিকে অস্পষ্ট দেখা যায়। এদিকে ডাঙা জমি, চাষ হয় না। আগাছায় ভরে আছে, পথ নেই। মানুষটি সাইকেল থেকে নেমে হেঁটে আসছে।

জিতু বলল, এ তো বান্ধব সমিতির সেই হারামিটা !

বিষ্টু অলস ভঙ্গিতে বসেছিল, স্প্রিংয়ের মতন সোজা হয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল। কে ?

—ওই যে প্রফুল্ল, যত নষ্টের গোড়া।

বিষ্টু উঠে এসে জিতুর পাশে দাঁড়াল। এবার প্রফুল্লকে চেনা যাচ্ছে।

জিতু বলল, আসুক। নিজে সেধে আসছে, ডেকে আনিনি। ওস্তাদ, আজ ওকে দিই শেষ করে ?

বিষ্টু কিচ্ছু না বলে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

জিতু বলল, ওকে অনেকবার ওয়ার্নিং দিয়েছি। মাগী দুটোকে সরিয়ে অনেকটা কাজ হয়েছে। এবার এটাকে হাপিস করে দিলে সব ঝামেলা চুকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যায়।

বিষ্টু দু' দিকে মাথা দুলিয়ে বলল, না।

জিতু বলল, কেন ওস্তাদ ? কোনও অসুবিধে নেই। এখানে থাকবে না, খতম করে নিয়ে গিয়ে রেল লাইনে ফেলব। রেলে কাটা পড়ে যাবে।

বিষ্টু বলল, না, ওকে মারবি না। আমার পারমিশান ছাড়া—

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে সে বলল, আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে। জরুরি কাজ আছে। তোরাও সরে পড়, কিংবা থাকতে পারিস, ওর কোনও কথার জবাব দিবি না।

প্রফুল্ল কাছে এসে পড়েছে, পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে গেল বিষ্টু, বাইরে পা বাড়িয়েও ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, খবর্দার, ওর গায়ে হাত দিবি না। যদি শুনি, কেউ ওকে একটা চড়ও মেরেছে, আমি তার চোখ উপরে নেব।

তারপর দৌড়ে চলে গেল বিষ্টু। অবিকল যেন গুরুজনের শাস্তির ভয়ে পালিয়ে যাওয়া কোনও বালকের মতন।

বারো

টেলিফোনে লন্ডনের সঙ্গে কথা বলছে বিশ্বরূপ, এই সময় পাগলা এসে দাঁড়াল তার টেবিলের সামনে। বিশ্বরূপ চোখের ইঙ্গিতে তাকে বসতে বলল চেয়ারে।

পার্টনার সুশোভন এই কম্পানির কাজেই ইওরোপ গেছে, কয়েকটা মেশিন আনাতে হবে, তাই নিয়ে প্রতিদিন ফ্যাক্স যাচ্ছে, কথাও বলতে হয়।

পাগলাকে দেখেই বিশ্বরূপের মনে হল, গড়বন্দীপুরে ফ্যাক্স তো নেই বটেই, বান্ধব সমিতিতে একটা টেলিফোন নেয়নি কেন ? শ্রুতির সঙ্গে সে কীভাবে যোগাযোগ করবে ? তার পক্ষে কি অফিস ছেড়ে এখন এক দিনও বাইরে যাওয়া সম্ভব ? এ দিকে শ্রুতি নিশ্চয়ই ভাবছে, তার চিঠি পেয়েও আমি কিছু গ্রাহ্যই করছি না।

বড় সাহেবদের একটা ফোন থাকলে চলে না, বিশ্বরূপের টেবিলে তিনটে ফোন। লন্ডনের সঙ্গে কথা শেষ হবার পর সে আবার ইন্টারন্যাল ফোন তুলে বলল, দীপা তোমার সময় হলে একবার এসো।

বিশ্বরূপের চেম্বারটি একটা কাচের ঘর। দূরে একটা কমপিউটারের সামনে দীপাকে দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে ডাকলেও বোধহয় শুনতে পাবে, তবু টেলিফোনে কথা বলতে হয়।

একটা কাগজে কয়েকটা পয়েন্ট লিখে রাখতে রাখতে বিশ্বরূপ বলল, তারপর মিস্টার উড বি বাউল, তোমার প্ল্যান কতদূর এগোল ?

পাগলা বলল, অনেকটা। এবার কাজে লেগে পড়ব।

—আজও ডব্লু টি ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—বাউলদের ট্রেনে টিকিট লাগে না। মানে, আমি এখনও বাউল সাজিনি, কিন্তু মনে মনে তো হয়েই গেছি!

—টিকিট চেকাররা বুঝি মানুষের মন বুঝতে পারে?

—খুব ভাল পারে। পাছে আমি মনে দুঃখ পাই, সে জন্য তারা লজ্জায় আমার চোখের দিকেও তাকায় না।

—আজ কলকাতায় কী কী দেখা হল?

—আজ শুধু তোমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি, বিশ্বদা। সিরিয়াস কথা আছে! বউদির সঙ্গে কি তোমার ঝগড়া হয়েছে?

বিশ্বরূপ হাসল। মাঝে মাঝে চুলে চিরুনির মতন আঙুল চালানো তার স্বভাব। সিগারেট ধরিয়ে বলল, দ্যাখ পাগলা, তোরা গ্রামের লোক, তোরা এখনও সভ্য সমাজের আদব-কায়দা শিখলি না। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে ফট করে বাইরের লোকের এ রকম প্রশ্ন করতে নেই। এটা অভব্যতা। প্রাইভেসি বলে একটা ব্যাপার আছে, সেটাকে মান্য করাই সভ্যতার লক্ষণ।

পাগলাও হেসে বলল, রাখো তো তোমার অত সভ্যতার ভড়ং। আমার দ্বারা ওসব পোষাবে না। ঝগড়া হয়েছে কি না বলো!

—এটা জেনেই বা তোর কী লাভ হবে?

—লাভ-লোকসানের কী আছে? বউদি এক মাসের ওপর ওখানে রয়েছে, তুমি কোনও খোঁজ খবর নাও না, বউদিও তোমার কথা কিছু বলে না। এ আবার কী ধরনের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক!

—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কত রকম হয়, তুই তার কী জানিস? না, আমাদের সে রকম কিছু ঝগড়া হয়নি। স্বামী-স্ত্রী হলেও দু' জনে তো আলাদা মানুষ, তাদের আলাদা আলাদা মতামত থাকতে পারে। মাঝে মাঝে মতভেদও তো হতেই পারে। এতে আশ্চর্য হবার কী আছে?

—তুমি কয়েকটা দিন বান্ধব সমিতিতে গিয়ে কাটিয়ে আসতে পারো না?

—অন্য কেউ হলে বলতুম, পাগলের মতন কথা! তোকে তো আর সেটা বলা যায় না। আমার পার্টনার বিদেশে গেছে, আমি অফিস সামলাচ্ছি, কতরকম কাজ, এর মধ্যে আছে পাওনাদারের তাগাদা, এই সব ছেড়ে আমি এখন তোদের ওই গ্রামে গিয়ে বসে থাকব! মুড়ি বেগুনি খাব!

—তোমাদের কাজে বুঝি ছুটি নেই?

—থাকবে না কেন? নিজেদের অফিস বলেই যখন তখন ছুটি নেওয়া যায় না। একটা দায়িত্ব আছে না! প্রফুল্ল ছুটি নেয়? তার কাজের চেয়ে আমার কাজ কম কিসে? সে গ্রাম সেবা করছে, আমার অফিসেও বেয়াল্লিশজন লোক কাজ করে। আরও কিছু লোক এই অফিসের ওপর নির্ভরশীল, এতগুলো লোকের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করেছি। তা ছাড়া, তোদের ওই গ্রাম আমার সহ্য হয় না। দেখলাম তো, বাপরে বাপ, বৃষ্টিতে ভিজে সর্দিতে ভুগলুম সাত দিন। সাইকেল চালিয়ে কুঁচকিতে ব্যাথা, তেষ্টা পেলেও জল খেতে ভয় করে,

www.BanglaBook.org

মশার প্যানপ্যানানি শুনলেই মনে হয়, ধরল বুঝি ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায়।

—বউদি কেমন আছে, তুমি একবারও জিজ্ঞেস করলে না।

—সে কী ! তুই কোনও খারাপ খবর দিতে এসেছিলে নাকি ?

দীপা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। হাতে এক গাদা কাগজ। পাগলাকে যেন সে দেখতেই পেল না, জিজ্ঞেস করল, মেশিনগুলো বুক করা হয়ে গেছে ? কিছু খবর পেলে ?

বিশ্বরূপ বলল, আরও দু' দিন লাগবে। সুশোভনকে জিজ্ঞেস করলুম, তোমার সঙ্গে কথা বলবে কিনা। বলল, কালই তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে, তাই রেখে দিল।

দীপা বলল, টেলিফোনের চেয়ে ফ্যাক্সে কম খরচ হয়। ওকে বলবে ফোন না করে ফ্যাক্স পাঠাতে।

বিশ্বরূপ বলল, তা বলে তুমি তোমার বরের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলবে না ? কথা বলা আর ফ্যাক্স কি এক হল ?

এর উত্তর না দিয়ে দীপা বলল, ফলতার প্রজেক্টটা নিয়ে তুমি এখন বসবে আমার সঙ্গে ?

বিশ্বরূপ বলল, হ্যাঁ বসছি একটু পরে। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, এই হচ্ছে দীপা বসু, আমার পার্টনার। আর ইয়ে, তোর ভাল নাম কী রে ?

পাগলা বলল, সাধন হালদার। তুমি পাগলাই বলো না !

দীপা এবার চোখের কোণ দিয়ে তাকাল। পাগলা পরে আছে পাজামা আর ইস্ত্রি না করা পাঞ্জাবি, মুখে দু' দিনের দাড়ি, সব মিলিয়ে মলিন ভাব। দীপার অবাক হবারই কথা। অফিস ছুটির পরই ব্যস্ততার সময়। যে-ক'জন থেকে যায়, তারা বেশি কাজ করে। বিশ্বরূপের সামনের চেয়ারে এরকম চেহারার একজন লোকের বসে থাকার কথা নয়।

বড় কোনও ক্লায়েন্ট কিংবা সরকারি অফিসার না হলে বিশ্বরূপ সময় দিতেই চায় না। এই লোকটি বন্ধু শ্রেণীরও কেউ নয়। এমনই গাঁইয়া যে, ঘরে একজন ভদ্রমহিলা ঢুকলে যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হয়, তাও জানে না।

দীপার অবজ্ঞার ভাবটা বিশ্বরূপ বুঝল। দীপা তো জানে না, অনেক বছর ধরে বেকার থাকলেও পাগলা তার কাছে কখনও চাকরি চায়নি। দেশে বাউল কমে যাচ্ছে বলে ও বাউল হতে চায়। নিজে গান লিখে সুর দেয়, নিজে গায়। ও সাধারণ মানুষদের মতন নয়।

বিশ্বরূপ বলল, ওকে আমরা আদর করে পাগলা বলে ডাকি। গড়বন্দীপুর বলে একটা জায়গায় আমরা মাঝে মাঝে যাই, সেখানকার একটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ও যুক্ত।

দীপা বলল, শ্রুতি যেখানে গিয়ে রয়েছে ? হোয়াট ইজ দা অ্যাট্রাকশান ?

বিশ্বরূপ বলল, নানা রকম সমাজসেবার কাজ টাজ হয়। শোনো দীপা, আমাদের কম্পানি থেকে ওদের মাসে এক হাজার টাকা ডোনেশান দিতে পারি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না ? ওরা ফরেন এইড নেয় না, চাঁদা তুলে ফান্ড রেইজ করে !

দীপা একটা বিরক্তির নিশ্বাস ফেলল, ও, এই ! চাঁদা ! এই লোকটা সাহায্যপ্রার্থী ?

কাগজগুলো টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বলল, তুমি যদি সে রকম মনে করো, দেওয়া যেতে পারে, ইনকাম ট্যাক্স এক্‌জেম্পশন আছে ?

বিশ্বরূপ জিজ্ঞেস করল, কী রে পাগলা, যারা মোটা চাঁদা দেয়, তাদের ইনকাম ট্যাক্স ছাড়ের ব্যাপারটা করিয়ে রেখেছিস তো ?

পাগলা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, আমি তো সে খবর রাখি না। প্রফুল্লদা বলতে পারে।

দীপা বলল, ইনকাম ট্যাক্স একজেম্পশন না পেলে কোনও কম্পানি চাঁদা দেয় কখনও ? এ তো নিজের পয়সা নয়।

পাগলা বলল, আমি চাঁদা নিতে আসিনি। প্রফুল্লদাও আমাকে কিছু বলেনি।

বিশ্বরূপ বলল, ঠিক আছে, প্রফুল্লর সঙ্গে পরে আলোচনা করব। দীপা, তুমি প্লিজ আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দাও, আমি এ ছেলেটার সঙ্গে সেরে নিই।

দীপা বেরিয়ে যেতেই বিশ্বরূপ উদ্বিগ্নভাবে বলল, কী হয়েছে শ্রুতির ? শরীর খারাপ ? কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে ?

পাগলা বলল, থ্যাঙ্ক ইউ। আমি বউদিকে গিয়ে বলব, দাদা তোমার জন্য খুবই ব্যস্ত হয়ে আছে। বারবার তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল, না, বউদির কিছু হয়নি, বেশ ভালই আছে।

বিশ্বরূপের মুখটা এবার কঠিন হয়ে গেল। বলল, না, আমি মোটেই শ্রুতির জন্য ব্যস্ত হইনি। অ্যাজ আ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, ওই বান্ধব সমিতিতে শ্রুতির এতদিন ধরে পড়ে থাকা আমার মোটেই পছন্দ নয়। এখানে সব সময় লোকে আমাকে জিজ্ঞেস করে, শ্রুতির কী হল, শ্রুতির কী হল ? রিডিকুলাস ! সবাই যেন ডিভোর্সের গন্ধ পেতে চায়। বাট ইট ইজ হার চয়েস। আমার জোর করার কিছু নেই।

—বান্ধব সমিতির ওপর রেগে আছ, না বউদির ওপর ?

—কারও ওপর রাগ করতেই আমার বয়ে গেছে। আই কেয়ার আ ফিগ ফর দ্যাট বান্ধব সমিতি।

—অথচ হাজার টাকা করে চাঁদা দিতে চাইছিলে। বউদি ওখানে গিয়ে নিজে কাজ করছেন, তুমি টাকা দিয়ে তাঁর ওপর টেক্কা দিতে চাও।

—পাগলা, আমার অনেক কাজ আছে। এসব কথা বলার সময় নেই। তোর জন্য কাটলেটের অর্ডার দিচ্ছি, খেয়ে নিয়ে কেটে পড়।

—না। আজ কাটলেটও খাব না। আসল কথাটা বলে নিই। বিশ্বদা, তুমি প্রফুল্লদার জন্য একটা কিছু করো। নইলে লোকটা মরে যাবে যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যে-কোনওদিন খুন হবে।

—খুন হবে, কেন ?

—চুল্লুর ঠেক নিয়ে যে দারুণ গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে। সমিতির দুটো মেয়েকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে তা শোননি বোধহয়।

—দুটো মেয়েকে মেরে ফেলেছে !

—হ্যাঁ, গোলাপী আর পদু। ঝিকে মেরে যেমন বউকে শেখায়, সেরকম ওদের মেরে প্রফুল্লদাকে ভয় দেখাতে চেয়েছে।

—দুটো মেয়েকে মেরে ফেলেছে বলছিস ? কাগজ টাগজে কিছু বেরোয়নি তো !

—সে ওদের ভাগ্যে নেই বলে বেরোয়নি। তুমি তো জানো, প্রফুল্লদা কি ভয় পাবার পাত্র ? একা একা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। এখন ইচ্ছে করে বেশি রাতে ফেরে। যে-কোনওদিন ওরা সাবাড় করে দেবে ! হাত দিয়ে ছোঁবেও না, দুটো বোমা ঝেড়ে দেবে !

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল বিশ্বরূপ। মুখে নানা রঙের খেলা। অনেকটা আপন মনে বলল, প্রফুল্লটা একটা গোঁয়ার ! এক বগগা। প্র্যাকটিক্যাল সেনস বরাবরই কম। সোসাল ওয়ার্ক করতে তোর ভাল লাগে তো কর। কিছু লোকজনের নানা রকম ভোকেশানাল ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছিস, বেশ ভাল কথা। কিন্তু দিশি মদের র‍্যাকেট ভাঙবার জন্য তোকে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে ? সারা দেশ জুড়েই এরকম বে-আইনি কারবার চলছে। তুই একা তা কী করে বন্ধ করবি ?

পাগলা বলল, সেই কথাটাই তো প্রফুল্লদাকে বোঝানো যায় না।

ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে বিশ্বরূপ বলল, আমি কী করতে পারি, বল তো পাগলা ?

—অনেক পুলিশের বড় বড় অফিসারের সঙ্গে তোমার চেনা। তাদের বলে দাও। তুমি তো প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে। প্রেসিডেন্সির ছাত্ররাই তো বড় বড় পোস্টে কাজ করে।

—প্রফুল্লও প্রেসিডেন্সিতে পড়ত।

—কিন্তু সে তো নিজের জন্য কাউকে বলবে না। পুলিশের ওপর মহল থেকে যদি লোকাল থানায় চাপ দেয়...

—ক্রাইম কমিটেড না হলে পুলিশ আগে থেকে কী করবে ? ও, ওই মেয়েদুটো খুনের জন্য বলছিস ?

—শুধু তাই নয়। আমার ধারণা, যে-কোনওদিন বান্ধব সমিতিতে ওরা রাত্তিরে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। সব শেষ হয়ে গেলে তারপর আর পুলিশ গিয়ে কী করবে !

কাচের দেওয়ালের ওপাশে দীপা এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখে অধৈর্যের ছাপ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তা দেখে উঠে দাঁড়াল পাগলা। না, কাটলেট খেতে আজ সে কিছুতেই রাজি নয়। বিশ্বরূপ জোর করে তার পকেটে গুঁজে দিল একশো টাকা।

পাগলা বেরিয়ে যাবার পর বিশ্বরূপের মনে হল, তার বন্ধু রমেন সদ্য পুলিশের একজন ডি আই জি হয়েছে। তাকে একবার ফোন করা যেতে পারে। রমেন খুব কাজের লোক, গরিবদের নানা রকম সাহায্য করে। রমেনকে কি এখন বাড়ি পাওয়া যাবে ? যতই কাজ থাক, গড়বন্দীপুরে অন্তত একদিনের জন্য তার ঘুরে আসা উচিত। শ্রুতি নেই বলে বাড়িতে ফিরতে ভাল লাগে না। কেউ জানে না, এক একদিন শ্রুতির জন্য সত্যি মন কেমন করে। রমেনকে নিয়েই গড়বন্দীপুরে গেলে কেমন হয় !

দীপা ঘরে ঢুকতেই এসব কথা সে ভুলে গেল। দু' জনে মিলে ডুবে গেল কাজে।

পাগলা গড়বন্দীপুরে পৌঁছল সওয়া নটার সময়। ভয়ে সে এখন আর লাস্ট ট্রেনে ফেরে না। এখনও কিছু লোকজন আছে, দু'-তিনটে দোকানও খোলা আছে। ভ্যান রিকশাও পাওয়া গেল সহজে।

অন্য দিন এই সময় পাগলার মনে গুনগুনিয়ে গান আসে। কিন্তু দু'-তিন দিন ধরে তার মন থেকে গান উবে গেছে। রাত্তিরে ভাল ঘুমোতে পারে না, গোলাপী আর পদুর মুখ ভাসে চোখের সামনে। ওদের অপরাধ, ওরা ভাল হতে চেয়েছিল। প্রফুল্লদার জন্যও তার সব সময় চিন্তা হয়। কী করছে প্রফুল্লদা, পাগলের মতন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে !

রাস্তা ক্রমশ অন্ধকার ও নির্জন হয়ে আসছে। ফুরফুরিয়ে বইছে হাওয়া।

ভট ভট করে দুটো মোটর সাইকেল এসে রিকশাটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন পাগলার হাত ধরে এক ঝটকায় ফেলে দিল মাটিতে। অন্য জন রিকশাওয়ালাকে বলল, তুই যা, ফোট্ !

রিকশাওয়ালা রিকশা ঘুরিয়ে নিয়ে পোঁ পোঁ করে পালিয়ে গেল।

পাগলা উঠে বসে বলল, আমার ঘড়ি নেই, এই দ্যাখো। ছিয়াত্তর টাকা আছে পকেটে, সব দিয়ে দিচ্ছি। আর কিছু নেই, মা কালীর দিব্যি

টাকার কথা গ্রাহ্যই করল না ওই দু'জন। পকেট হাতড়াল না। একজন তার চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলে মুখে মারল এক ঘুঁষি। অন্যজন পেছন থেকে একটা লাথি কষাল।

তারপর পাগলাকে নিয়ে যেন ফুটবল খেলতে লাগল ওরা। পাগলা কোনওদিন কারও সঙ্গে মারামারি করেনি, বাধা দেবার সাধ্য তার নেই, কঁকিয়ে কঁকিয়ে বলতে লাগল, মারছ কেন, মারছ কেন, আমি কী দোষ করেছি ?

একজন চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, শালা, বান্ধব সমিতি মারাতে যাস ! এখন তোর প্রফুল্লদা তোকে বাঁচাবে ?

প্রাণের দায়ে পাগলা বলে ফেলল, আর যাব না, আর কোনওদিন যাব না।

পাগলা উঠে পালাতে গেলে একজন তাকে ধরে ছুঁড়ে দেয় আর এক জনের

www.BanglaBook.org

দিকে, সে আবার ছুঁড়ে দেয় এদিকে। মারের চোটে পাগলার খসে গেল তিনটে দাঁত, গল গল করে রক্ত পড়ছে নাক দিয়ে, একটা চোখ ঢেকে গেছে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই কাজ সেরে ওরা লাথি মেরে পাগলাকে নর্দমায় ফেলে দিয়ে চলে গেল। পাগলার তখনও জ্ঞান আছে। মোটর সাইকেলের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। সে ভাবছে, মরে গেছি, না বেঁচে আছি ?

গুণ্ডা দুটোর কাছে নিশ্চয়ই ছুরি-ছোরা ছিল। একবারও কিন্তু ছুরি মারেনি পাগলাকে।

তেরো

অন্ধকার মাঠ দিয়ে ছুটে চলেছে সুশীলা। কৃষ্ণপক্ষের রাত, একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ধান কাটা হয়ে গেছে, গাছের গোড়াগুলো পায়ে বেঁধে, সুশীলার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। শাড়ির আঁচলটা বারবার খুলে গিয়ে হাওয়ায় উড়ছে, দৌড়তে দৌড়তেই সেটা বাঁধছে।

দিক বোঝা যায় না, তবু সে ছুটছে, কোনও এক সময় আলোর রোশনাই দেখা যাবেই।

কোণঠাসা নিরীহ বেড়াল যেমন হঠাৎ বাঘিনী হয়ে ওঠে, আজ সুশীলার সেই অবস্থা। সে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। বনমালী তাকে যখন তখন দাঁত খিঁচুনি দেয়, মারে, তবু ছেলে-মেয়ের বাপ বলে বনমালীর সব অত্যাচার সে সহ্য করেছে। গোলাপী-পদু খুন হবার পর বনমালী চূড়ান্ত হুকুম দিয়েছিল, আর কিছুতেই সুশীলা যেতে পারবে না বান্ধব সমিতিতে। বিষ্টু হাজরার দলের সঙ্গে লাগতে গেলে কী ফল হয়, তা তো দেখাই গেল। সুশীলা নিজেও ভয় পেয়েছিল, বনমালীর কথা মেনে নিয়েছিল এবার। যদিও ছটফট করেছে প্রতিদিন। মাদুর বোনার ট্রেনিং-এর পর তাঁতের ট্রেনিং-এরও সুযোগ পেয়েছিল সুশীলা, বড় ভাল লাগছিল, তবু ছেলে-মেয়ের মুখ চেয়ে যাওয়া বন্ধ করেছে। ক্ষেমী আর মানদা কিন্তু এখনও যায়, ওরা ভয় পায় নি। মানদার ছেলেরা বড় হয়ে গেছে, আর ক্ষেমী বাঁজা।

জ্বর কমার পর বনমালী আবার মাঠের কাজে যাওয়া শুরু করেছিল। তার রোজগারে সংসার চলছে। বেশ কথা। এখনও মাঝে মাঝে বনমালীর জ্বর হয়, কিন্তু সে হাসপাতালেও যাবে না, বান্ধব সমিতিতে গিয়ে চিকিৎসাও করাবে না। কিন্তু আজ বনমালী এ কী করল !

ট্রেনিং থেকে সুশীলা যা টাকা পেয়েছিল, তা দিয়ে ছাগলের ধার শোধ করেছে। একখানা লোহার কড়াই আর দুখানা হাতা কিনেছে। একশো আশি টাকা সে জমিয়ে রেখেছিল খুব গোপনে। এবারের পুজোয় বড় মেয়েটার জন্য একটা শাড়ি কিনে দেবে, অন্য ছেলে মেয়েদের জন্য একটা করে জামা। জীবনে প্রথম নিজে কিছু রোজগার করলে ছেলে মেয়েদের কিছু দিতে সাধ যায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না ?

সেই টাকা আজ চুরি হয়ে গেছে। সুশীলার স্বামীই সেই চোর। বড় মেয়ে হেনা নিজের চোখে দেখেছে। রান্না ঘরে ডাল রাখার কৌটোয় ডাল নেই, সেখানে সুশীলা রেখেছিল নোটগুলো, সন্ধেবেলা সুশীলা ছোট ছেলেকে নিয়ে রথতলায় হরির লুট দেখতে গিয়েছিল, সেই ফাঁকে বনমালী সারা বাড়ির জিনিস ওলোট-পালট করে টাকাগুলো খুঁজে পেয়েছে। চুরি কেন হবে, স্ত্রীর শরীর-মন-বিষয়-সম্পত্তি সব কিছুরই মালিক তার স্বামী।

বনমালী মাঝে মাঝে চুল্লুর নেশা করে, মাঝে মাঝে দু' একদিন বাদ দেয়। অল্প খেলে সে ভালই থাকে। যখন তার জ্বর কিংবা শরীর খারাপ হয়, তখন বেশি করে চুল্লু খাবার জেদটা তার চেগে ওঠে।

কাছাকাছি পাঁচ-ছ'টা চুল্লুর ঠেক খুঁজে এসেছে সুশীলা, কোথাও সে তার স্বামীকে পায়নি। কিছুক্ষণ আগে সতীশের সঙ্গে দেখা। সতীশের সঙ্গে এখন আর বনমালীর ভাব নেই, সতীশের একটা হাত জখম, রোজগারপাতি নেই, বনমালী রোজ রোজ কেন তাকে খাওয়াতে যাবে ?

তাই ভালমানুষ সেজে সতীশ বলল, ও হেনার মা, হেনার বাপকে তো দেখলাম গো বদরু শেখের পারলারে। আজ ভাল সিনেমা আছে।

সিনেমার জন্য নয়, বনমালীর জুয়ার নেশা ধরেছে ইদানীং। হঠাৎ বড়লোক হবার প্রলোভন হাতছানি দেয়। গতকালই বনমালী তার মজুরির পুরো টাকা হেরে এসেছে, সেই থেকে তার শরীর জ্বলছে। আবার খেলতে হবে। বেশি টাকা দিয়ে না খেললে আগেকার হার উশুল করা যায় না। ভাগ্যে থাকলে তার বউয়ের টাকা পাঁচ গুণ হয়ে ফিরে আসবে।

সুশীলা প্রথম যখন হেনার মুখে শুনল যে বনমালী তার সব টাকা নিয়ে গেছে, তখন তার মাথাটা দুলে উঠেছিল। যেন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। বেড়া ধরে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। মুখখানা ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য। বনমালীর বিড়ির খরচ আছে, চুল্লুর খরচ আছে। সিনেমা দেখে। এখন আবার জুয়া শুরু করেছে, রক্ত জল করা পয়সা কত্ত ভাবে ওড়ায়, আর সে একটা সাধ মেটাতে পারবে না ! সারাটা জীবন এইভাবে যাবে !

টাপ টাপ করে প্রায় চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করেছিল। মায়ের এই অবস্থা দেখে ছেলেমেয়েরা নিঃসাড় হয়ে আছে। ছোট্ট গুড়গুড়িটাও বাপ-মায়ের ঝগড়া-মারামারি দেখতে অভ্যস্ত, কিন্তু সেও যেন বুঝল, আজ অন্যরকম কিছু একটা হচ্ছে। তার মা তো কপাল চাপড়াচ্ছে না, মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে চিৎকার করছে না। শিশুরা নিজেরা নিঃশব্দে কাঁদতে জানে না, তাই অপরের নীরব কান্নার মর্মও বোঝে না। গুটুলি দৌড়ে গিয়ে মা বলে সুশীলার হাঁটু জড়িয়ে ধরতেই সুশীলা যেন দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়ল।

তার একটু পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল সুশীলা। রাগে-দুঃখে-অভিমানে-ক্ষোভে সে ছুটছে। যেমনভাবেই হোক। সব টাকা খরচ

www.BanglaBook.org

করে ফেলার আগেই বনমালীকে ফেরাতে হবে। দরকার হলে তার পায়ে ধরে বলবে, ওগো, অন্তত ছেলে মেয়েগুলোর মুখ চেয়েও তুমি মানুষ হও !

এবড়ো খেবড়ো মাঠ, ঝোপঝাড়, জল-কাদা ভেঙে পাগলের মতন ছুটছে সুশীলা। আকাশের চন্দ্র তারাও আজ লুকিয়ে পড়েছে। তার বাপ নেই, মা নেই, মারুক-বকুক তবু ওই তো একজন স্বামী আছে, আর তিনটে ছেলেমেয়ে, এই নিয়েই জীবন, এ জীবন কি কখনও একটু সুখের মুখ দেখবে না ?

দূরে দেখা গেল ঝলমলে আলো, মাঠের মধ্যে তাঁবুটা যেন সমুদ্রে একটা জাহাজ।

ভিডিও পার্লারে সিনেমা শুরু হয়ে গেছে। জুয়ার বোর্ডের বখরা নিয়ে দর কষাকষিতে বনছে না বলে একটা কৌশল করেছে বদরু শেখ। সন্ধে থেকেই শুরু করে দিয়েছে গরম সিনেমা। এ এমনই গরম যে লজ্জায় কান লাল হয়ে যায়, মাঝে মাঝে চোখ বুজিয়ে ফেলতে হয়। কিন্তু একবার ঝাল খেলে যেমন আরও ঝাল খাবার ইচ্ছে জাগে, এ সিনেমাও তেমন। এখন কে জুয়া খেলবে ? জুয়ার বোর্ড ফাঁকা, চুল্লুর ঠেকও ফাঁকা, সবাই সিনেমা দেখতে ছুটে এসেছে।

গরম সিনেমায় মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। নারী-পুরুষের ঘনিষ্ঠ দৃশ্য শুধু পুরুষরাই দেখতে পারে, স্ত্রীলোকের দেখার অধিকার নেই, তা সুশীলা জানবে কী করে ! সে তো আগে কখনও আসেনি।

ঝোঁকের মাথায় সুশীলা দৌড়ে ভেতরে ঢুকে গেল। প্রথমে চলন্ত ছবির দিকে চোখ যাবেই। একজন নারী ও একজন পুরুষ একেবারে উদোম। প্রথমে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না সুশীলা এই অবস্থার কেউ ছবি তোলে ? দশ জনে মিলে দেখে ? মুহূর্তের মধ্যেই সে ঘুরে দাঁড়িয়ে অনেকখানি জিভ কেটে মাথায় ঘোমটা টেনে দিল।

দর্শকরা বসে আছে সতরঞ্চিতে, আধো-অন্ধকারে তাদের মুখ ঠিক বোঝা যায় না। এক দিকের একটা টিনের চেয়ারে বসে আছে সদ্য তরুণ বদরু শেখ, আর তার পাশে টুলের ওপর চির বিশ্বস্ত গাট্টু। এমন চোখ-আটকে রাখা দৃশ্যের মধ্যে এ কী উৎপাত ! গাট্টু ভাবল বুঝি কোনও ভিখিরি টিখিরি হবে। সে চেঁচিয়ে কুকুর তাড়াবার ভঙ্গিতে বলল, এই, এই, যা যা, বাইরে যা, বাইরে যা !

স্বামীর নাম মুখে নিতে নেই, তাই ঘোমটার তলা থেকে সুশীলা বলল, আমি হেনার বাপকে নিতে এসেছি।

গাট্টু বলল, কে হেনার বাপ ? এখানে কেউ নেই, বেরিয়ে যা !

সুশীলা এবার একটু গলা তুলে বলল, হ্যাঁ আছে। এখানেই এসেছে।

গাট্টু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চোপ, একটা কথা নয়। বাইরে যা !

চলচ্ছবির দিকে একেবারে পেছন ফিরে ঘোমটা খুলে ফেলল, সুশীলা, খুঁজতে লাগল বনমালীকে। সুশীলাকে এতদূর পর্যন্ত ধাওয়া করে আসতে দেখে ভয় পেয়ে গেছে বনমালী। মেয়েছেলেরা একেবারে মরিয়া হয়ে গেলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কী যে করে ফেলতে পারে তার ঠিক নেই ! সে মাথা নিচু করে ফেলেছে।

পয়সা খরচ করে টিকিট কাটতে হয়েছে, এই সিনেমার একটু দৃশ্য বাদ গেলেও কত ক্ষতি। বাকি দর্শকরা সুশীলাকে দেখে খুব বিরক্ত। মেয়েমানুষের এ কী বেয়াদপি !

গাট্টু উঠে এসে সুশীলার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলল, এটা তো মহা বজ্জাত, বেরো ! দূর হ !

সুশীলা তেজের সঙ্গে বলল, না, আমি যাব না। হেনার বাপকে না নিয়ে যাব না !

গাট্টুর বিশেষ ধৈর্য নেই, সে সপাটে এক চড় কষাল সুশীলার গালে।

সুশীলা স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে বলল, মারলে ! তুমি আমাকে মারলে ?

বদরু শেখ বলে উঠল, এই, মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলিস না। এমনি বার করে দে !

গাট্টু বলল, এটা মেয়েছেলে না মদ্দার অধম ! বেহায়া মাগী !

সুশীলা হাউ হাউ করে কেঁদে বলল, আমাকে মারছে। ও হেনার বাবা, তুমি কিছু বলছ না ?

হেনার বাপ ততক্ষণে পেছন দিক থেকে পালিয়ে গেছে। এই রকম অবস্থায় কেউ লোকজনের সমক্ষে নিজের পরিচয় দেয় ! সে গা-ঢাকা দিয়েছে অন্ধকারে।

গাট্টু সুশীলার চুলের মুঠি ধরে টানতে শুরু করেছে। স্বামীর সাড়া না পেয়ে সুশীলা অন্য দর্শকদের উদ্দেশে বলল, তোমরা কেউ কিছু বলবে না ? এই লোকটা আমাকে মারছে। আমি কোনও দোষ করিনি।

কৌরব সভায় দ্রৌপদীর আকুল আর্তি শুনেও বড় বড় প্রাজ্ঞ ও ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরাও কোনও প্রতিবাদ করতে পারেননি, সেই তুলনায় এখানে যারা বসে আছে, তারা তো মুখ্যু চাষাভুষো। তুলনাটা বোধহয় ঠিক হল না, কোথায় সুন্দরীশ্রেষ্ঠা দ্রৌপদী আর কোথায় রূপহীনা, প্রায় পুরুষালি চেহারার সুশীলা ! সিনেমার প্রতি মনোযোগ লক্ষ হয়ে যাচ্ছে বলে অনেকেই ভাবছে, গাট্টু ঠিকই করেছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই আপদ বিদায় করুক। একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল, একজন শুধু বলে উঠল, আরে ও বনমালী, তোর বউকে সামলা !

গাট্টু টেনে হিঁচড়ে সুশীলাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

তা হলে বনমালী এখানেই আছে, বা ছিল ? একজন তার নাম বলেছে। বউয়ের, নির্যাতন দেখেও সে এগিয়ে আসেনি। এই স্বামীর সঙ্গে সারা জীবন ঘর করতে হবে ! যদি একাল না হয়ে সেকাল হত, তা হলে এই অপমান লুকোবার জন্য সীতার মতন সুশীলাও এই মুহূর্তে মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেত !

সুশীলার ইচ্ছে হল, গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরতে। কিংবা নদীতে ঝাঁপ দিতে। কিন্তু কোথায় আগুন ? এদিকে ডুব-জল নদীও নেই।

বুক ফাটিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে চলল সুশীলা। ডুকরে ডুকরে বলছে,

www.BanglaBook.org

ওগো, আমার কেউ নেই। একটা লোক আমায় মারল, শুধু শুধু মারল, কেউ কিছু বলল না আর আমি বাঁচতে চাই না। আমাকে একটু বিষ দাও গো। আমার কেউ নেই। মেয়েমানুষের ভাগ্য, সারা জীবন মার খাবে। বাড়ির লোক মারবে, বাইরের লোকও মারবে! আমার মরণ হয় না কেন! মা, মা, আমাকে তুমি কোলে ডেকে নাও!

মাথাটা কি একেবারেই খারাপ হয়ে গেল নাকি সুশীলার! এসব কথা সে কাকে শোনাচ্ছে? গাছপালা শুনবে? অন্ধকার শুনবে? আকাশের লুপ্ত চাঁদ-তারা শুনবে? ভগবান শুনবে? কেউ তো সাড়া শব্দ করে না।

কোন দিকে যাচ্ছে তার ঠিক নেই, সুশীলার দু' চোখ জলে ঝাপসা। এক সময় সে মাঠ ছেড়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আঁকা বাঁকা পথ, দু' ধারে ছাড়া ছাড়া কুঁড়েঘর। কোথাও আলো জ্বলছে না। তা বলে কি সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে? সুশীলার আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছে না? অনেকেই শুনছে। শুনেও চুপ করে আছে। নিজেদেরই কত ঝামেলা, এর মধ্যে আমার অন্যের ঝামেলায় কে জড়াতে চায়! কেউ কেউ পাশ ফিরে শুল।

ফট করে একটা বাড়ির দরজা খুলে গেল। এক রমণী বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে রে, সুশীলা? কাঁদছিস কেন?

মানদার গলার স্বর চিনতে পেরে সুশীলার দুঃখ যেন বেড়ে গেল শতগুণ। সে পথের মধ্যে বসে পড়ে বলল, আমি আর বাঁচতে চাই নারে মানদা। আমাকে একটা লোক মারল। আমি কী দোষ করেছি বল? নিজের সোয়ামীকে খুঁজতে গেছি...

মানদা এত নরম নয়। সে বলল, দাঁড়া, দাঁড়া, কাঁদবি পরে। কে মেরেছে তোকে? আমরা কি গরু-ছাগল যে যে-সে মারবে?

সুশীলা আরও জোরে কেঁদে উঠে বলল, আমরা তারও অধম। একজন আমার চুলের মুঠি ধরে টানল, তবু কেউ কিছু বলল না।

মানদা গলা চড়িয়ে ডাকল, ও বীণা, ও শান্তি, ও কুসুম, ও মনার মা, তোরা আয় তো, শুনে যা কী হয়েছে।

অনেকেই সুশীলার কান্না আগে শুনেছে, কিন্তু সাড়া দেয়নি। জেগে ছিল, উৎকর্ণ হয়ে ছিল। এবার একটা কাহিনী শোনার আকর্ষণে বেরিয়ে এল। কেউ কেউ উঠে এল বিছানায় স্বামীর পাশ ছেড়ে। কারও কারও স্বামী আপত্তি করলেও বউরা শুনল না।

দেখতে দেখতে প্রায় তিরিশ-চল্লিশজন রমণী জড়ো হল সেখানে। যেন মধ্যরাত্রির পথসভা। সুশীলার প্রতি সমব্যথা দেখিয়ে কেউ কাঁদছে না। অনেকেই রাগে ফুঁসছে। ওই ভিডিও পার্লার, ওই জুয়ার বোর্ড, ওই চুল্লুর ঠেক তাদেরও সংসারের সর্বনাশ করেনি? পার্লারের মালিকটার বড় বাড় বেড়েছে। গাট্টু নামে গুণ্ডাটা পুরুষদের মারে। এখন মেয়েদেরও গায়ে হাত তুলতে শুরু করেছে? স্বামীর হাতে মার খেতে হয়, তবু হাজার হোক সে মন্ত্রপড়া স্বামী, তা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলে পরপুরুষেও মারবে ? দেশে ধর্ম বলতে আর কিছু রইল না। পঞ্চায়েতও এর বিহিত করবে না !'

সে রাতে আর কেউ ঘুমোতেই গেল না। এক রাত না ঘুমলে কী ক্ষতি হয়।

পরদিন আরও চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটল।

কোনও নেতা নেই, সংগঠন নেই, তবু কাছাকাছি গ্রামগুলি থেকে প্রায় পাঁচশো রমণী এসে জড়ো হল রথতলায়। প্রত্যেকের হাতে দা কিংবা লাঠি কিংবা বঁটি কিংবা হাতুড়ি। সুশীলার চোখে আর জল নেই। সকলেরই চোখ খরখরে। তারা ঠিক করে ফেলেছে, আর একটাও চুল্লুর ঠেক রাখতে দেবে না, জুয়ার আড্ডা ভেঙে দেবে, ভিডিও পার্লারও চালানো যাবে না এ তল্লাটে ! দেখি কে ওদের ঠেকায় ? কিছু কিছু পুরুষ দূরে দাঁড়িয়ে তাদেরই ঘরের বউ-ঝিদের এই জমায়েত দেখছে ফ্যালফ্যাল করে। বাপের জন্মে তারা এ রকম ব্যাপার দেখেনি। বান্ধব সমিতিতে গিয়ে গিয়ে মেয়েমানুষরাও কবে যেন এমনভাবে কথা বলতে শিখে গেছে।

হই হই করে সেই রমণীর দল ছুটে গেল ভিডিও পার্লারের দিকে। গাট্টু সেখানে চব্বিশ ঘণ্টাই থেকে মেশিনপত্র পাহারা দেয়, বদরু শেখও দুপুরে নতুন কিছু ক্যাসেট নিয়ে তাঁবুতে এসেছে, সঙ্গে আছে আরও দু'জন। মেয়েরা এসে সেই তাঁবু ঘিরে দাঁড়াল। কয়েকজন রাগের চোটে জুয়ার বোর্ডটা লাথি মেরে মেরে ভেঙে কুটি কুটি করে দিল।

মানদা চেঁচিয়ে জানিয়ে দিল, গাট্টুকে সুশীলার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে। আর বদরু শেখকে দিতে হবে পাঁচশো টাকা জরিমানা। তারপর তাকে এখান থেকে ব্যবসা গুটিয়ে চলে যেতে হবে !

বন্দুক নেই, গাট্টুর কাছে লাঠি আছে। সব শুদ্ধু তারা চারজন পুরুষ, অতগুলি রাগী মেয়েমানুষকে তারা হটাবে কী করে ! বদরু খুব ভয় পেয়ে গেছে। যত দোষ তো ওই গাট্টুর। কাল মেয়েমানুষটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বার করে দিলেই হত। তাকে মারবার কী দরকার ছিল ! না না না, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা মোটেই উচিত না। বদরু টাকা দিয়ে দিতে রাজি আছে, কিন্তু গাট্টু ক্ষমা চাইবে না। তার ধারণা, সে বাইরে বেরুলেই অতগুলো মেয়ে মিলে দা-বঁটি দিয়ে তাকে কচুকাটা করে ফেলবে। টাকা দিলেও কি বদরু নিস্তার পাবে !

এখন একমাত্র ভরসা পুলিশ। পুলিশ এসে আগে প্রাণটা তো বাঁচাক, তারপর ভাবা যাবে ব্যবসার ক্ষয়ক্ষতির কথা। সঙ্গে যে ছেলেটি ছিল, তাকে কোনওক্রমে বুঝিয়েসুঝিয়ে বের করে দেওয়া হল। সে বেরিয়েই হাত জোড় করে বলল, আমি এদের কেউ না। আমি মেকানিক, টিভি সারাতে এসেছিলাম। আমাকে আপনারা ছেড়ে দিন। মেয়েরা কেউ কেউ তাকে মেকানিক হিসেবে চিনতে আপত্তি জানাল না।

www.BanglaBook.org

চলল ঘেরাও।

শহরের চেয়েও গ্রামে সব খবর অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মুখে মুখে ছড়াতে ছড়াতে খবরের রূপ ও রং বদলে যায় অনেকখানি। দূর দূর অঞ্চল থেকে লোক ছুটে আসতে লাগল এই ঘটনা দেখার জন্য।

যথা সময়ে এই খবর বান্ধব সমিতিতেও পৌঁছল।

শুনে যার সবচেয়ে খুশি হবার কথা ছিল, সেই প্রফুল্ল নির্জীব হয়ে বসে আছে। কোনও কিছুতে তার আর উৎসাহ নেই। সে একজন ব্যর্থ, পরাজিত মানুষ। মুমূর্ষু অবস্থায় পাগলাকে রাস্তার ধারের নর্দমায় খুঁজে পাবার পর থেকে সে আরও ভেঙে পড়েছে। কেউ কেউ প্রকাশ্যেই বলতে শুরু করেছে— এ সবই ঘটছে তার জন্য। সে একা দায়ী। বান্ধব সমিতির কাজকর্ম তো এতদিন ঠিকঠাকই চলছিল, স্মাগলার বা গুণ্ডারা তো মাথা গলায়নি। প্রফুল্ল নিজে থেকে ওদের ঘাঁটাতে গেল কেন? এর আগে সমিতির কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরেছে, রাতবিরেত করে ফিরেছে, কেউ তাদের বাধা দেয়নি। মারধোরও করেনি। এখন গোলাপী-পদু খুন হল, পাগলার ওই অবস্থা করে দিয়েছে, এরপর আরও কী হয় কে জানে!

গড়বন্দীপুরে প্রফুল্লর কিছু কিছু শুভার্থী তো আছেই, না হলে সে এতদিন ধরে সমিতি চালাচ্ছে কী করে? এমন কি রাজনৈতিক দলের নেতারাও তাকে প্রকাশ্যভাবে সাহায্য না করলেও ব্যক্তিগতভাবে তাকে সমর্থন জানায়, তাকে কিছুটা শ্রদ্ধাও করে। সে রকম বেশ কয়েকজন হাসপাতালে পাগলাকে দেখতে এসেছিল, তারা বলল যে, এখন কিছুদিনের জন্য প্রফুল্লর দূরে কোথাও চলে যাওয়া উচিত। বান্ধব সমিতি যেমন চলছে তেমন চলুক, কয়েক মাস বাদে অবস্থা মোটামুটি স্বাভাবিক হলে তখন না হয় সে ফিরে আসবে।

প্রফুল্ল রাজি হয়ে গেছে। দেওঘরে তার এক দাদা আছে, সেখানে গিয়ে থাকবে।

সকালবেলা প্রফুল্ল হাসপাতালে গিয়েছিল, একটু আগে ফিরেছে। সারাদিনই সে পাগলার কাছে বসে থাকে। দুপুরবেলা এখান থেকে পাগলার জন্য খাবার নিয়ে যায়। এখন সে অফিসঘরে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। রেবতী এসে তাকে মহিলা অভিযানের সারবস্তু শুনিয়ে গেছে একটু আগে। প্রফুল্ল চুপ করে শুনেছে শুধু। এই জন্যই আজ ট্রেনিং নিতে বেশির ভাগ মেয়েই আসেনি।

শ্রুতি ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?

ফাঁকা চোখে তাকিয়ে প্রফুল্ল বলল, না। শরীর ঠিক আছে।

শ্রুতি বলল, সব শুনেছেন? চানু এসে বলল, পাঁচশোর বেশি মেয়ে ওই জায়গাটা ঘেরাও করে আছে। দারুণ না? আপনি তো এটাই চেয়েছিলেন! পুলিশ যা পারবে না, সাধারণ মানুষ তা পারবে। মেয়েরাই লিড নিয়েছে। আমার খুব দেখতে যেতে ইচ্ছে করছে।

প্রফুল্ল শান্তভাবে বলল, না, আপনার যাওয়াটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

www.BanglaBook.org

—কেন ?

—আপনি তো শহরের মানুষ। আপনি ওদের থেকে আলাদা। আপনি গেলেই মনে হবে, আপনি ওদের নেতৃত্ব দিতে গেছেন।

—না, না, আমি সেরকম কিছু করব না। পেছন দিকে থাকব।

—তবু, আপনি গেলেই সেটা ধরে নেওয়া হবে। ওই মেয়েরাই চাইবে। আপনি ওদের হয়ে কথা বলবেন। কিন্তু তার তো কোনও দরকার নেই। ওরা নিজেরাই সব ঠিক করেছে, আমরা কোনও বুদ্ধি দিতে যাইনি।

—আপনি নিজেও একবার ওখানে যাবেন না ?

—না।

—সে কী ! এত দিন ধরে এত কাজ করলেন, এখন এত বড় একটা ঘটনা ঘটছে, আপনি দূরে বসে থাকবেন ?

—আমি যে অপয়া। আমি চাই না, আমার জন্য আর কারও বিপদ ঘটুক। বউদি, দু' একদিনের মধ্যে আমি এ জায়গা ছেড়ে কোথাও চলে যাব। বেশ কিছুদিনের জন্য। তখন আপনি কী করবেন ? এর পরেও কি আপনার এখানে থাকাটা ঠিক হবে ?

—শুনেছি, আপনি চলে যাবেন। এখনও তো দু'-একদিন সময় আছে, আমি কী করব, ভেবে দেখি। আপনি কোথায় যেতে চান ?

—দেওঘরে একটা আস্তানা আছে।

—অত দূরে যাবেন কেন ? আপনি ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়ে থাকুন না।

প্রফুল্ল কোনও উত্তর দিল না।

নীলা টিফিন কেরিয়ারে ভর্তি করে খাবার নিয়ে এল। প্রফুল্ল চলে গেল হাসপাতালে।

শ্রুতির মনটা কিন্তু ছটফট করতে লাগল। পাঁচশো মেয়ে কিছু না কিছু অস্ত্র নিয়ে গুণ্ডাদের ঘিরে রেখেছে। এ রকম ঘটনা সে কখনও শোনেনি। কল্পনায় সে যেন দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছে। সুনীলা, মানদা, পারুল, বীণা, এই সব চেনা মুখ, তারা এরকম সাহস পেল কোথা থেকে ?

প্রফুল্ল কেন তাকে যেতে বারণ করল ? সে কি একটু দূরে দাঁড়িয়েও দেখতে পারে না ? এত বড় একটা ঘটনা ঘটছে, পুলিশ নিশ্চয়ই যাবে। পুলিশ কি মেয়েদের ওপর লাঠি চালাবে ! না, তা হতেই পারে না। গুণ্ডারা বোমা ছুঁড়বে ? খবরের কাগজের লোকদের জানানো উচিত।

খানিকটা পরে শ্রুতি একটা দারুণ টান অনুভব করল। ওই পাঁচশো মেয়ে যেন তাকে টানছে। কলকাতায় সে নারী নির্যাতন এবং নারীর অধিকার নিয়ে কয়েকটা মিটিং শুনতে গেছে। এ নিয়ে অনেক লেখাও পড়েছে। কিন্তু সে সবই থিয়োরিটিক্যাল। আর এখানে সত্যি সত্যি গ্রামের এত জন মহিলা রুখে দাঁড়িয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, আর সে একজন নারী হয়েও দূরে বসে থাকবে ? এটা একটা পাপ নয় !

www.BanglaBook.org

সে নারী হিসেবে যা অনুভব করছে, প্রফুল্ল তা ঠিক বুঝবে না। তাকে যেতেই হবে।

সে রেবতীকে জিজ্ঞেস করল, যাবে নাকি একবার ওদিকে ? আমি তো রাস্তা চিনি না।

প্রফুল্লদা নিষেধ করলে তা অমান্য করা যায় না। কিন্তু রেবতী আর নীলারও খুব ইচ্ছে ছুটে যাওয়ার। ওরা ভাবল, বউদির সঙ্গে গেলে প্রফুল্লদার বকুনি খেতে হবে না। ওরা লাফিয়ে উঠল।

এর আগে একদিন শুধু গড়বন্দীপুরের ভাঙা গড় দেখতে গিয়েছিল শ্রুতি। এই দ্বিতীয়বার সে বেরুল সমিতির চৌহদ্দির বাইরে। বাসে চাপার পর মনে হল, বাসটা আরও জোরে ছুটছে না কেন ?

চোদ্দো

হাসপাতাল থেকে প্রফুল্ল ফিরল সন্ধের সময়। ডাক্তার-নার্সরাও এর মধ্যে শুনেছে জাজিমপুরে ওই নারীবাহিনীর ঘেরাওয়ের কথা। পাগলাও শুনেছে। সে খুব খুশি। মাথায় মস্ত বড় ব্যান্ডেজ বাঁধা, হাতে ব্যান্ডেজ। পাগলা এখন উঠে বসতে পারে। সে বলল, প্রফুল্লদা, গ্রামের মেয়েরা এইটা যা করল, তাতে গোলাপী আর পদুর আত্মা শান্তি পাবে। তাদের মরাটা ব্যর্থ হয়নি।

আত্মারা কোথায় থাকে, তারা সুখী বা দুঃখী হয় কি না, তা নিয়ে প্রফুল্ল কখনও মাথা ঘামায় না। এ কথাতে তার কোনও ভাবান্তর হল না।

কার্তিকও এসেছিল পাগলাকে দেখতে। সে আর একটা খবর দিল। পুলিশের টনক নড়েছে, এবার পুলিশ আর দায়িত্ব এড়াতে পারবে না। মহাকুমাশাসকের হুকুমে এর মধ্যেই পুলিশবাহিনী চলে গেছে ঘটনাস্থলে।

পাগলার কাছে হয়তো আরও কিছুক্ষণ বসে থাকত প্রফুল্ল। কিন্তু কথা বলতে বলতে পাগলা এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। সেরে উঠবে ঠিকই। তবু এখনও ওর শরীর বেশ দুর্বল, বেশিক্ষণ কথা বলতে পারে না।

সমিতিতে ফিরেই শামসেরের মুখে খবরটা পেল। নীলা, রেবতী, শ্রুতি বউদি কেউ তার নির্দেশ মানেনি। তিনজনেই সেই জায়গায় চলে গেছে।

সারাদিন ধরে যে জড়তায় ভুগছিল প্রফুল্ল, এক ঝটকায় তা কাটিয়ে ফেলল। শ্রুতি এটা কী করল, সে ওখানে গিয়ে কোনও বিপদে পড়লে প্রফুল্ল বিশ্বরূপের কাছে মুখ দেখাবে কী করে ? কিছু একটা গণ্ডগোল হলে নীলা-রেবতীরা ছুটে পালাতে পারবে, শ্রুতির তো সে অভ্যেস নেই !

বিষ্টু হাজরা বারবার তাকে ভয় দেখাচ্ছে, শ্রুতিকে দেখলে কি ছাড়বে ? একসঙ্গে বিষ্টুর সব কটা চুল্লুর ঠেক বন্ধ হয়ে গেছে, সে একটা উল্টো আঘাত করবেই।

সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্ল আবার সাইকেলে চেপে বসল। সন্ধে হয়ে এসেছে, এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সময়টায় কলকাতা থেকে বড় বড় ট্রাকগুলো আসে। রাস্তায় আলো নেই, মুখোমুখি ট্রাক এসে পড়লে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এ সময়ে সাবধানে সাইকেল চালাতে হয়। প্রফুল্লর খালি মনে পড়ছে, দেরি হয়ে যায়নি তো!

আবার এ কথাও প্রফুল্লর মনে হচ্ছে, গ্রামের অতগুলো মেয়ের তুলনায় সে শ্রুতির জন্য এত বেশি উদ্বিগ্ন হচ্ছে কেন? ওদের চেয়ে কি শ্রুতির প্রাণের দাম বেশি! সে বড়লোকের মেয়ে কিংবা বন্ধুপত্নী বলে? এভাবে ঠিক বিচার করা যায় না। শ্রুতির কোনও ক্ষতি হলে প্রফুল্লর আত্মহত্যা করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকবে না।

একটা জিপ গাড়ি প্রফুল্লর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। খানিক দূর গিয়ে জিপটা থেমে গিয়ে আবার উল্টো দিকে ফিরল। এমনভাবে ছুটে আসছে যেন প্রফুল্লকে চাপা দেবে। প্রফুল্ল জিপটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেও বুঝল, উপায় নেই। তাকে মারতেই আসছে। শেষ পুহূর্তে প্রফুল্ল নেমে পড়ল রাস্তার ঢালু দিকে, নামতে গিয়ে সাইকেলটা উল্টে পড়ে গেল।

জিপ থেকে নামল দুটি যুবক। তারা তাড়াহুড়ো করল না। প্রফুল্লকে উঠে দাঁড়াতে দিল, একজনের হাতে পাইপগান। তক্ষুনি গুলি করল না। বন্দুকের নলটা তুলে বলল, ওঠো, গাড়িতে ওঠো!

হেড লাইট জ্বেলে পরপর দুটো ট্রাক আসছে। প্রফুল্ল জানে, চিৎকার করে সাহায্য চাইলেও কোনও লাভ নেই। ওই ড্রাইভারদের চোখের সামনেই যদি এরা তাকে গুলি করে, তবু ড্রাইভাররা ট্রাক থামাবে না। এই সব গুণ্ডাদের ওপর ওদেরও নির্ভর করতে হয়।

সাইকেলটা পড়ে রইল, প্রফুল্ল জিপের পেছনে উঠল। পাইপগানওয়ালাটি বসল তার পাশে, আর একজন সামনে। এরকম ঘটনা প্রফুল্লর জীবনে আগে যে-কোনও দিন ঘটতে পারত, কিন্তু কেউ কোনওদিন তাকে ভয় দেখায়নি।

প্রফুল্ল জিজ্ঞেস করল, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

ছেলেটি বলল, নেমেই দেখতে পাবে।

প্রফুল্ল বলল, যদি বিষ্টু হাজরা তোমাদের পাঠিয়ে থাকেন, আমাকে খবর দিলে আমি নিজেই যেতাম।

ছেলেটির মুখখানা রাগে কুঁকড়ে গেল। প্রফুল্লকে মারবার জন্য একটা মুঠো তুলেও মারল না। ফুঃ করে এক দলা থুতু ফেলল বাইরে।

সামনের ছেলেটি বলল, চুপ মেরে বসে থাকো। অত কথার কী দরকার!

পাকা রাস্তা ছেড়ে জিপটা চলছে মাঠের মধ্য দিয়ে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। তবু প্রফুল্লর এ দিকের সব অঞ্চল সম্পর্কেই কিছুটা আন্দাজ আছে। যতদূর মনে হয়, যাচ্ছে বোয়ালির গ্রামের দিকে।

বেশ খানিকক্ষণ পর জিপটা থামতেই সামনের ছেলেটি পাইপগানের নল দিয়ে প্রফুল্লকে একটা খোঁচা দিল। এবার নামতে হবে।

একটা একতলা পাকা বাড়ি, অনেকখানি দেয়াল দিয়ে ঘেরা। কোনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কারখানা মনে হয়, কিন্তু বাইরে কোনও আলো নেই। ভেতরে লোকজন আছে বোঝা যায়। ছেলে দুটি প্রফুল্লকে নিয়ে এসে, উঠোন পেরিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা ঘরের ভেজানো দরজা খুলল। ভেতরে একটা চৌকির ওপর পুতুল ছাপ সুজনি পাতা, আর গোটা চারেক বেতের চেয়ার। তার একটাতে বসে আছে ফুলহাতা শার্ট আর প্যান্ট পরা একজন লম্বা মানুষ, পায়ে মোজা-জুতো, মুখের দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে আপন মনে।

প্রফুল্লর দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে সে ছেলে দুটোকে বলল, ঠিক আছে। তোরা বাইরে যা। দরজাটা টেনে দে।

তারপর বলল, বসুন প্রফুল্লদা।

প্রফুল্ল একটা চেয়ার টেনে বসল। এই তা হলে বিষ্টু হাজরা। একে কোনওদিন সে ট্রেনে চা বিক্রি করতে দেখেছে কি না মনে করতে পারল না।

বিষ্টু তাকিয়েই আছে, আর কোনও কথা বলছে না। তার মুখখানি দারুণ বিমর্ষ। যেন তার অতি প্রিয় কেউ সদ্য মারা গেছে। প্রফুল্লও কী কথা বলবে ভেবে পাচ্ছে না। এরা কি তাকে এরকম ভাবে ডেকে এনে মারবে! রাস্তায় ঘাটে মেরে ফেলে রাখাই তো এদের রীতি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষ্টু বলল, এ আপনি কী করলেন প্রফুল্লদা?

প্রফুল্ল বলল, কী করেছি?

বিষ্টু বলল, আমার আর একটা বছর সময় দরকার ছিল। আপনি এত তাড়াহুড়ো করলেন?

প্রফুল্ল বুঝতে না পেরে বলল, কীসের সময়?

বিষ্টু বলল, জহর!

—কে জহর?

—জহর পতির নাম শোনেননি?

—ও হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু তাকে তো আমি চিনি না।

—আপনার চেনার দরকার নেই। আমি চিনি। আমি দিন রাত তার কথা ভাবি। মানুষ ভগবানের কথাও এত ভাবে না। আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করে না জানেন? মাল খাই না। মেয়েমানুষ রাখিনি। সব সময় শুধু ভাবি, জহর জহর জহর। তার সঙ্গে একদিন আমার মোকাবিলা হবেই। কিন্তু তার জন্য আমার আর একটু শক্তি বাড়ানো দরকার ছিল। দলটা আর একটু বড় করার দরকার ছিল। আপনি তা হতে দিলেন না।

প্রফুল্লর বিস্ময় ক্রমশ বাড়ছে। বিষ্টু হাজরার নাম শুনলেই বহু লোক ভয় পায়, অথচ তার চেহারা ভয়াবহ নয়, গুণ্ডা-বদমাসদের মতনও নয়, সাধারণ মানুষের মতন। সাধারণত এরা সব সময় গালাগালি দিয়ে কথা বলে, কিন্তু এর মুখের ভাষাও খারাপ নয়, স-কে হ বলছে না। চুল্লুর কারবার হোক বা যাই-হোক, তাতে সে তলা থেকে অনেক উঁচুতে উঠেছে, সেই সার্থকতার ছাপ আছে তার মুখে চোখে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিষ্টু আবার বলল, আমি জানি জহর হাসছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কতকগুলো রোগা রোগা ভূত পেত্নির মতন গ্রামের মেয়েছেলে আমার প্রায় সব কটা চুল্লুর ঠেক তুলে দিয়েছে, জুয়ার বোর্ড ভেঙেছে, বদরু শেখ আমার পার্টনার, তাকে মারবে বলে শাসাচ্ছে। এসব হচ্ছে, নাটক। তাই দেখে জহর হাসছে, ওর চ্যালাদের নিয়ে বসে মাল টানছে আর হাসছে। ভাবছে আমি ফিনিসড। আমার কারবার শেষ। দল ভেঙে যাবে। মধু না থাকলে অতি বিশ্বাসী চ্যালারাও ছটকে বেরিয়ে যায়। জহর ধরে নিয়েছে, আমি একলা একটা ঘেয়ো কুকুরের মতন তাড়া খেয়ে পালাব ! আপনিও তাই ভাবছেন, তাই না ?

প্রফুল্ল বলল, আমি তো আপনাদের এত সব ব্যাপার জানি না। চুল্লুর জন্য প্রত্যেক ঘরে ঘরে ক্ষতি হচ্ছে। গ্রামের মেয়েরাই মরিয়া হয়ে দল বেঁধে তা বন্ধ করতে গেছে। আমি ওদের উস্কে দিইনি।

কোনও রকম উত্তেজনা না দেখিয়ে নিষ্প্রাণ গলায় বিষ্টু বলল, আমার দলের ছেলেরা কী ঠিক করেছিল শুনুন। আজ আমার এখানে থাকার কথাই নয়। কলকাতা থেকে বাই চান্স এসে পড়েছি। আমি না থাকলে ওরা অ্যাকশান শুরু করে দিত। এখনও ওদের হাত নিশপিশ করছে। কয়েকটা পেটো ঝাড়লেই ওই মেয়েছেলেগুলো দৌড়ে পালাত। ঘেরাও না কচু ! আমার এতদিনের কারবার কটা রোগা ভোগা জিরজিরে মেয়েমানুষের জন্য ভেঙে যাবে ! বোমা মারলে হুড়মুড়িয়ে আছাড় খেতে খেতে পালাত। তারপর আপনার গলার নলিটা এক পোঁচে কেটে দিলেই তো হল। আপনাকে খতম করলে ওই বান্ধব সমিতিও লাটে উঠে যাবে !

প্রফুল্ল বলল, গ্রামের মেয়েরা রোগা হতে পারে, কিন্তু এই প্রথম ওরা এককাট্টা হতে পেরেছে। নিজেরা এগিয়ে গেছে। বোমা মারলে আজ পালাবে হয় তো, কিন্তু আবার ফিরে আসবে। তা ছাড়া, নতুন যে এস ডি পি ও এসেছে, সে খুব কড়া লোক শুনেছি। খুব অনেস্ট। সে অলরেডি পুলিশ অ্যাকশান নিতে বলেছে।

বিষ্টু বলল, চিনি চিনি, তাকে চিনি। কিন্তু এস ডি পি ও কি নিজে অ্যাকশানে আসবে ? এত এঁদো পাড়াগাঁয়ে তারা আসে না। থানাকে ফোর্স পাঠাতে বলেছে। সে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়ে গেছে। থানা থেকে পুলিশ পার্টি বেরিয়েছে ঠিকই, তাদের ডাইভার্ট করে দেওয়া হয়েছে। একটা ফল্‌স ডাকাতির কেসে ধাওয়া করেছে। তারা এই ঘেরাও-এর জায়গাটায় পৌঁছবে আরও দু'ঘণ্টা পরে।

—তবু আমি বলছি, বোমা মেরে ওই মেয়েদের আজকের মতন হঠানো গেলেও বরাবরের মতন হঠানো যাবে না। আপনি চুল্লুর বদলে অন্য ব্যবস্থা করুন না !

—আপনি সবার সঙ্গে এরকম আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলেন, তাই না ? প্রফুল্লদা, গ্রামের মানুষদের কি আপনি আমার চেয়ে বেশি চেনেন ? আমি মানুষ

www.BanglaBook.org

চরিয়ে খাই। দু'বেলা পেটের ভাত জোটাবার জন্য যারা হন্যে হয়ে থাকে, তারা দিনের পর দিন এককাট্টা হয়ে হুজুগ করবে ? এ জন্য দল লাগে, পার্টি লাগে, টাকা লাগে। এই যে বড় বড় সব মিটিং হয়, তাতে গ্রামের লোকরা কি নিজের থেকে যায় ? পার্টির লোকরা এসে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায়। ওদের লিডার কে হবে ? আপনি ?

—না।

—আপনি হতে না চাইলেও ওরা মনে মনে আপনাকেই লিডার মনে করে। আপনি ওদের কথা বলতে শিখিয়েছেন। প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছেন। আপনার গলাটা কেটে দিলে ওরা চুপ হয়ে যাবে। আপনার জন্য ওরা ভেউ ভেউ করে কাঁদবে। এক মাস ধরে কেঁদে কেঁদে গড়াবে। সেই এক মাসে গাছে গাছে যেমন ফুল ফোটে, সেই রকম চতুর্দিকে আবার চুল্লুর ঠেক বসে যাবে। একটা ভিডিও পার্লার ভাঙলে দুটো গজাবে। সেই জন্য, আমার শাকরেদরা যে অনেকদিন ধরেই আপনাকে খতম করতে চাইছে, সেটা অন্যায় কিছু নয়!

—করলেন না কেন ? আপনারা শুধু শুধু গোলাপী আর পদুকে মারলেন, এটা কাপুরুষের কাজ নয়! অসহায় দুটো মেয়ে! আর সাধন, সবাই যাকে পাগলা বলে, সে তো সত্যিই পাগল, গান গেয়ে গেয়ে বেড়ায়, কারও কোনও ক্ষতি করে না, আমাদের সমিতির কর্মীও নয়, তাকে অমনভাবে মারলেন ? ছি ছি, ওদের বদলে আমাকে মারতে পারলেন না ?

—সেইটাই তো কথা। কেন আপনাকে মারতে পারলাম না, সেটা জানাবার জন্যই আজ আপনাকে এখানে আনিয়েছি। একটা সত্যি কথা বলছি আপনাকে। বিষ্টু হাজরা কারুক্কে পরোয়া করে না। আমার চলার পথে কেউ এসে দাঁড়ালে আমি তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিই। এমন দিয়েছি অনেক। আমার সঙ্গে যাদের কারবার, তারা আমারই টাইপের। হয় আমাকে ঠকাবে, অথবা আমি তাদের ঠকাব। হয় আমাকে মারবে, কিংবা আমি তাকে মারব। এ লাইনে নিজের জীবন ছাড়া আর কারও জীবনের দাম নেই। অতি বিশ্বাসী চ্যালাকেও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে নেই। কিন্তু প্রফুল্লদা, আপনি কোথথেকে আমার জীবনে এসে উদয় হলেন ?

—আমি গ্রামে সামান্য কাজ টাজ করি। দু' মাস আগে আপনার নামও জানতাম না।

—আমি অনেকদিন ধরেই আপনাকে জানি। সব খোঁজখবর রাখি। পুলিশের যেমন চর থাকে, তেমনি আমাদেরও থাকে। আপনাকে খুন করার কথা উঠলেই আমি ভয় পেয়ে যাই। আমার হাত কাঁপে। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন, বিষ্টু হাজরা আপনাকে ভয় পায় কেন, তা বলতে পারেন ?

—আমাকে তো ভয় পাবার কিছু নেই! আমাকে মারতে এলে বাধা দেবার ক্ষমতাও নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—আছে, আছে, কিছু একটা আছে। কী সেটা ? আপনি যদি সমিতি খুলে টাকাপয়সা বাগাবার মতলবে থাকতেন, নিজের জন্য কোথাও বেনামীতে বাড়ি বানাতেন, যদি মেয়েবাজ হতেন, যদি ছোট ছেলেদের দিয়ে গা টেপাতেন, যদি হ্যাংলা হতেন, ঠিক খবর পেয়ে যেতাম। একটু খুঁত পেলেই আপনার ধড় থেকে মুণ্ডুটা নামিয়ে দিতাম। একটুও হাত কাঁপত না।

—আমার দোষ নেই ! আমার অনেক দোষ আছে। অনেকেই বলে, আমি একরোখা, গোঁয়ার, অন্যের কথা শুনি না। বান্ধব সমিতি গড়েছি নিজে কর্তৃত্ব করার জন্য।

—আপনাকে মারার কথা ভাবলেই আমার কেন যেন মনে পড়ে যায়, আমার বাবার নাম পুলিনবিহারী হাজরা। রিকশা চালাত, কোনও প্যাসেঞ্জার রিকশায় কিছু ফেলে গেলে বাড়ি বয়ে পৌঁছে দিত। একবার সোনার গয়না ফেরত দিয়েছিল। আমি বাপের কুপুত্তুর। তবু পৃথিবীতে এখনও কেউ যদি নিজে সবটুকু না খেয়ে পরের জন্য কিছু করে, তা দেখে আমার মনটা যেন কেমন হয়ে যায়। আপনি আমার শত্রু হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আপনি মানুষের শত্রু নন, সেই জন্য আপনাকে ঠিক শত্রু ভাবতে পারি না। অথচ এই দুর্বলতাটা কাটিয়ে উঠে আপনার মাথায় একটা গুলি চালিয়ে দিলেই আমার অনেক সমস্যা মিটে যেত।

প্যান্টের পকেট থেকে ঝকঝকে রিভলভারটা বার করে সেটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, প্রফুল্লও ওই বস্তুটি এত কাছ থেকে আগে দেখেনি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দু'হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে বিষ্টু বলল, আপনার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছি, আমার দলের ছেলেরা ছটফট করছে। নেহাত ওরা আমাকে যমের মতন ভয় পায়—। কী ঝঞ্ঝাট বাধালেন বলুন তো প্রফুল্লদা ! মেয়েছেলেগুলো বিডিও পার্লার ঘেরাও করে বসে আছে। একটা কিছু অ্যাকশান আমাকে নিতেই হবে। কোন লড়াইটা শুরু করব, আপনার সঙ্গে, না জহরের সঙ্গে ?

প্রফুল্ল বলল, আপনার সঙ্গে কথা বলে আপনাকে অন্য রকম মানুষ মনে হল। ঠিক এ রকম ভাবিনি। কোনও লড়াই-ই আর শুরু না করলে হয় না ? এই সব ছেড়ে দিলে হয় না ?

এতক্ষণ বাদে ফ্যাকাসেভাবে একটু হেসে বলল, কী বলছেন আপনি ! ফালতু উপদেশ দিচ্ছেন ? এই রকম সময়ে আমি ঘরের কোণে চুপ করে বসে থাকলে দলের ছেলেরা আমাকে আর মানবে ? ভাববে না, যা আমি একটা ভিতু, কুত্তার বাচ্চা ? এ লাইনে একবার নামলে আর ছাড়া যায় না। হয় মর, নয় মারো। জহর আর আমি, আমি আর জহর। এ দুনিয়ায় দু'জনের স্থান নেই। শুধু একজন থাকবে ! আগামী বছর পয়লা জুলাই, ওই দিনটা ঠিক করে রেখেছিলাম জহরের সঙ্গে আমি মুখোমুখি হব, আরও ন'মাস বাকি, এর মধ্যে আরও অনেকটা তৈরি হয়ে নিতে পারতাম, আপনি সব ভণ্ডুল করে দিলেন।

www.BanglaBook.org

সেই সময়টা পাওয়া গেল না। তবু আজই আমাকে এই অ্যাকশান শুরু করতে হবে। এসপার ওসপার হয়ে যাক।

একটু থেমে সে আবার বলল, যে লড়াইতে যেতে হাত কাঁপে না। সেটাই প্রথম শুরু করা উচিত, তাই না ? আপনি বাড়ি যান, আপনাকে কেউ কিছু বলবে না। কলকাতা থেকে যে ভদ্রমহিলা এসেছেন, তাকে গাপ করে দেওয়ার কথাও আমার চ্যালারা ভেবেছিল। বারণ করে দিয়েছি। আমরা আর ওদিকে যাচ্ছি না। এবারের রাউন্ডে আপনারাই জিতুন, জিতে আনন্দ করুন। আমি দলবল নিয়ে যাচ্ছি জহরের আখড়ায়। তার মুখের হাসিটা আমার এই জুতো পায়ে মুছে দেব !

দরজাটা খুলতে খুলতে বিষ্টু আপন মনে বলল, মনটা কেন এত খারাপ লাগছে আজ বুঝতে পারছি না। শরীরটা টগবগে হচ্ছে না। দূর ছাই ! এতগুলো বছর ধরে জহরের কথা চিন্তা করছি। আজ ওকে খতম করতে পারলে যেন সব ফুরিয়ে যাবে ! তারপর কী হবে ?

প্রফুল্লর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, প্রফুল্লদা, জহরের বদলে যদি আমি খতম হয়ে যাই, সে খবর ঠিক পেয়ে যাবেন, তখন আপনাদের ওই বান্ধব সমিতিতে একটা কুকুর পুষবেন আমার নামে ? ছোট্ট কুকুর, মাঝে মাঝে বিষ্টু বিষ্টু বলে তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করবেন !

প্রফুল্ল দেখতে পেল, ছলছল করছে বিষ্টুর দু' চোখ। শেষ বাক্যটা বলার সময় তার গলায় যেন বাষ্প এসে গেছে !

পনেরো

বিষ্টু হাজরা ফাঁদে পড়েছে ভেবে জহর পতি তার দলবল নিয়ে আনন্দ-ফুর্তিতে মেতেছিল। ফুর্তির চোটে খানিকটা অসাবধানও হয়ে পড়েছিল বোধহয়। সেই সুযোগে বিষ্টু হাজরা দলবল নিয়ে তার আখড়ায় ঢুকে পড়ে। চোলাইয়ের কারবার ও ভিডিও পারলারের সঙ্গীদের উদ্ধার করার বদলে ওই সময়ে যে বিষ্টু হাজরা আক্রমণ করে বসবে, জহররা কল্পনাও করেনি।

দু'পক্ষেই গোলাগুলি চালিয়ে লড়াই হয় বেশ কিছুক্ষণ। জহরের প্রধান শক্তি হচ্ছে বোমা, ওরা একেবারে মুখোমুখি এসে পড়ায় সেগুলো ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়া যায়নি। বিষ্টু নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করেছে জহরের কপালে, যাতে তার মৃত্যু সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ না থাকে। যারা অন্ধকার জগতে বিচরণ করে, তাদের ধারণা ছিল জহর পতির গায়ে হাত ছোঁয়াবার সাধ্য কারও নেই। পুলিশ মহলেরও অনেকে বিস্মিত হয়েছিল।

বিষ্টুরও গুলি লেগেছে, তবে তলপেটে। সে এখনও বেঁচে আছে, এমন কানাঘুষো শোনা যায়, কিন্তু কোথায় লুকিয়ে আছে তা কেউ জানে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জহরের ডান হাত বিল্লে পাগলা কুকুরের মতন তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পদু আর গোলাপীর যে সৌভাগ্য হয়নি, জহরের তা হয়েছে। সব বড় বড় খবরের কাগজেই ছাপা হয়েছে তার নিহত হওয়ার সংবাদ। কোনও কোনও পত্রিকায় একটু রঙ চড়ানো হয়েছে, এটা নাকি সি পি এম—কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব।

বিষ্টুর দু'জন শাকরেদ এই লড়াইতে খুন হলেও মোটামুটি লাভ হয়েছে তাদেরই। জহরের দলটা খানিকটা তছনছ হয়ে গেছে, সে দলে জহরের যোগ্য উত্তরাধিকারী কেউ নেই, সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিষ্টুর দলের জিতু-ভুতোরা সীমান্তের স্মাগলিং-এর কারবারের দখল নিয়ে নিয়েছে অনেকটা। এখন আর চুল্লু-টুল্লুর দিকে তাদের মন নেই।

গড়বন্দীপুর ও সংলগ্ন গ্রামগুলিতে আপাতত শান্তি।

হঠাৎ টাইফয়েডে আক্রান্ত হওয়ায় শ্রুতিকে ফিরতে হয়েছে কলকাতায়। বিশ্বরূপ তার চিকিৎসার কোনও ত্রুটি করেনি, খুব বড় নার্সিংহোমে দু' সপ্তাহ থেকে সে সুস্থ হয়ে ফিরেছে বাড়িতে। ছেলেমেয়ে ছুটিতে এসেছে, তাদের নিয়ে শ্রুতি ব্যস্ত।

রাস্তায় একদিন একটা দোতলা বাস দেখে শ্রুতির হঠাৎ মনে পড়ল, গোলাপী নামে একটি গ্রামের মেয়ে কলকাতায় এসে এই বাসে চেপে বেড়াতে চেয়েছিল। আর পদু, যে নিজের ভাল নামটা বলতেও লজ্জা পেত, কোনওদিন চাইনিজ খাবার খায় নি। কোথায় হারিয়ে গেল সেই মেয়ে দুটি!

অন্যান্য মেয়েরা তো আছে। একদিন তাদের কয়েকজনকে কলকাতা ঘুরিয়ে দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল শ্রুতি। হ্যাঁ, একবার অবশ্যই সে ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কলকাতায় অন্য রকম ব্যস্ততা। দিনের পর দিন কেটে যায়, ঠিক হয়ে ওঠে না।

এখন গড়বন্দীপুর বড় দূর মনে হয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG